কাব্যগ্রন্থ

দশম খণ্ড

প্রাপ্তিস্থান—

ইণ্ডিয়ান্ প্রেস—এলাহাবাদ

ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস্

২২নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Printed and published by Apurvakrishna Bose,
at the Indian Press,—Allahabad.

কাব্যগ্রন্থ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দশম খণ্ড

প্রকাশক

ইণ্ডিয়ান প্রেস—এলাহাবা

১৯১৬

গান

বাল্মীকি-প্রতিভা

প্রথম দৃশ্য

অরণ্য

বনদেবীগণ

সিন্ধু কাফি

সহে না সহে না কাঁদে পরাণ !
সাধের অরণ্য হ'ল শ্মশান !
দস্যুদলে আসি' শান্তি করে নাশ,
ত্রাসে সকল দিশ কম্পমান !
আকুল কানন, কাঁদে সমীরণ,
চকিত মৃগ, পাখী গাহে না গান !
শ্যামল তৃণদল, শোণিতে ভাসিল,
কাতর রোদন-রবে ফাটে পাষাণ !
দেবি দুর্গে চাহ, ত্রাহি এ বনে,
রাখ অধিনী জনে, কর শান্তি দান !

(প্রস্থান)

(প্রথম দস্যুর প্রবেশ)

মিশ্র সিন্ধু

আঃ, বেঁচেচি এখন !
শর্ম্মা ওদিকে আর নন !
গোলেমালে ফাঁকতালে পালিয়েচি কেমন !
লাঠালাঠি কাটাকাটি, ভাব্‌তে লাগে দাঁত-কপাটি,
(তাই) মানটা রেখে প্রাণটা নিয়ে সট্‌কেচি কেমন !
আসুক্ তা'রা আসুক্ আগে, দুনোদুনি নেব ভাগে,
হাম্বাম্বিতে আমার কাছে দেখ্‌ব কে কেমন !
শুধু মুখের জোরে গলার চোটে, লুট-করা ধন নেব লুটে,
শুধু দুলিয়ে ভুঁড়ি বাজিয়ে তুড়ি করব সরগরম !

(লুটের দ্রব্য লইয়া দস্যুগণের প্রবেশ)

মিশ্র ঝিঁঝিট

এনেচি মোরা এনেচি মোরা রাশি রাশি লুটের ভার !
করেচি ছারখার !
কত গ্রাম পল্লী লুটে-পুটে করেচি একাকার !

কাফি

১ম দস্যু ।—আজকে তবে মিলে সবে করব লুটের ভাগ,
এ-সব আন্‌তে কত লণ্ডভণ্ড করনু যজ্ঞ যাগ ।
২য় দস্যু ।—কাজের বেলায় উনি কোথা যে ভাগেন,
ভাগের বেলায় আসেন আগে (আরে দাদা) ।

১ম ।—এত বড় আস্পর্দ্ধা তোদের, মোরে নিয়ে এ কি হাসি তামাসা !

এখনি মুণ্ড করিব খণ্ড খবর্দার রে খবর্দার !

২য় ।—হাঃ হাঃ, ভায়া খাপ্পা বড়, এ কি ব্যাপার !

আজি বুঝিবা বিশ্ব কর্বে নস্য, এম্নি যে আকার !

৩য় ।—এম্নি যোদ্ধা উনি, পিঠেতেই দাগ,

তলোয়ারে মরিচা, মুখেতেই রাগ !—

১ম ।—আর যে এ-সব সহে না প্রাণে,

নাহি কি তোদের প্রাণের মায়া ?

দারুণ রাগে কাঁপিছে অঙ্গ,

কোথারে লাঠি কোথারে ঢাল ?

সকলে ।—হাঃ হাঃ, ভায়া খাপ্পা বড়, এ কি ব্যাপার !

আজি বুঝিবা বিশ্ব কররে নস্য, এম্নি যে আকার !

(বাল্মীকির প্রবেশ)

খাম্বাজ

সকলে ।—এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে ।

না মানি বারণ, না মানি শাসন, না মানি কাহারে !

কে বা রাজা কার রাজ্য, মোরা কি জানি ?

প্রতিজনেই রাজা মোরা, বনই রাজধানী !

রাজা প্রজা উঁচু নীচু, কিছু না গণি !

ত্রিভুবন মাঝে আমরা সকলে কাহারে না করি ভয়,
মাথার উপরে রয়েচেন কালী, সমুখে রয়েচে জয় !

পিলু

১ম দস্যু ।—এখন কর্ব্ব কি বল্ ?

সকলে ।—(বাল্মীকির প্রতি) এখন কর্ব্ব কি বল্ ?

১ম দস্যু ।—হো রাজা, হাজির রয়েচে দল !

সকলে ।—বল্ রাজা, কর্ব্ব কি বল্, এখন কর্ব্ব কি বল্ ?

১ম দস্যু ।—পেলে মুখেরি কথা, আনি যমেরি মাথা,
করে' দিই রসাতল !

সকলে ।—করে' দিই রসাতল !

সকলে ।—হো রাজা, হাজির রয়েচে দল,
বল্ রাজা, কর্ব্ব কি বল্, এখন কর্ব্ব কি বল্ ?

ঝিঁঝিট

বাল্মীকি ।—শোন্ তোরা তবে শোন্ ।
অমানিশা আজিকে, পূজা দেব' কালীকে,
ত্বরা করি' যা' তবে সবে মিলি যা তোরা,
বলি নিয়ে আয় ।

(বাল্মীকির প্রস্থান)

সকলে

রাগিণী বেলাবতী

ত্রিভুবন মাঝে, আমরা সকলে, কাহারে না করি ভয়,
মাথর উপরে রয়েচেন কালী, সমুখে রয়েচে জয় ।

তবে আয় সবে আয়, তবে আয় সবে আয়,
তবে ঢাল্ সুরা, ঢাল্ সুরা, ঢাল্ ঢাল্ ঢাল্ !
দয়া মায়া কোন্ ছার, ছারখার হোক !
কে বা কাঁদে কা'র তরে, হাঃ হাঃ হাঃ !
তবে আন্ তলোয়ার, আন্ আন্ তলোয়ার,
তবে আন্ বরষা, আন্ আন্ দেখি ঢাল্ !

১ম দস্যু।—আগে পেটে কিছু ঢাল্, পরে পিঠে নিবি ঢাল,
হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ !

জংলা ভূপালি

সকলে।—(উঠিয়া) কালী কালী বল রে আজ,
বল হো, হো, হো, বল হো, হো, হো, বল হো !
নামের জোরে সাধিব কাজ,
বল হো, হো, বল হো, বল হো !
ঐ ঘোর মত্ত করে নৃত্য রঙ্গ মাঝারে,
ঐ লক্ষ লক্ষ যক্ষ রক্ষ ঘেরি' শ্যামারে,
ঐ লট্ট পট্ট কেশ, অট্ট অট্ট হাসেরে ;
হাহা হাহাহা হাহাহা !
আরে বল্ রে শ্যামা মায়ের জয়, জয় জয়,
জয় জয়, জয় জয়, জয় জয়, জয় জয়,
আরে বল্ রে শ্যামা মায়ের জয়, জয় জয়,
আরে বল্ রে শ্যামা মায়ের জয় !

(গমনোদ্যম—একটি বালিকার প্রবেশ)

মিশ্র মল্লার

বালিকা।—ঐ মেঘ করে বুঝি গগনে!
আঁধার ছাইল, রজনী আইল,
ঘরে ফিরে যাব কেমনে!
চরণ অবশ হায়, শ্রান্ত ক্লান্ত কায়
সারা দিবস বন ভ্রমণে!
ঘরে ফিরে যাব কেমনে!

দেশ

বালিকা।—এ কি এ ঘোর বন!—এনু কোথায়!
পথ যে জানি না, মোরে দেখায়ে দে না!
কি করি এ আঁধার রাতে!
কি হবে হায়!
ঘন ঘোর মেঘ ছেয়েচে গগনে,
চকিতে চপলা চমকে সঘনে,
একেলা বালিকা
তরাসে কাঁপে কায়!

পিলু

১ম দস্যু।—(বালিকার প্রতি)
পথ ভুলেচিস্ সত্যি বটে? সিধে রাস্তা দেখ্‌তে চাস্?
এমন জায়গায় পাঠিয়ে দেব', সুখে থাক্‌বি বারো মাস্!

সকলে।—হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ!

২য়।—(প্রথমের প্রতি) কেমন হে ভাই!

কেমন সে ঠাঁই?

১ম।—মন্দ নহে বড়,

এক দিন না এক দিন সবাই সেথায় হব জড়!

সকলে।—হাঃ হাঃ হাঃ!

৩য়।—আয় সাথে আয়, রাস্তা তোরে দেখিয়ে দিইগে তবে,

আর তা' হলে রাস্তা ভুলে ঘুরতে নাহি হবে!

সকলে।—হাঃ হাঃ হাঃ!

(সকলের প্রস্থান)

(বনদেবীগণের প্রবেশ)

মিশ্র ঝিঁঝিট

মরি ও কাহার বাছা, ওকে কোথায় নিয়ে যায়!
আহা ঐ করুণ চোখে ও কার পানে চায়!
বাঁধা কঠিন পাশে, অঙ্গ কাঁপে ত্রাসে,
আঁখি-জলে ভাসে, এ কি দশা হায়!
এ বনে কে আছে, যাব কার কাছে,
কে ওরে বাঁচায়!

দ্বিতীয় দৃশ্য

(অরণ্যে কালী-প্রতিমা)

বাল্মীকি স্তবে আসীন

বাগেশ্রী

রাঙা-পদ-পদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদারা।
আজি এ ঘোর নিশীথে পূজিব তোমারে তারা।
সুরনর থরহর—ব্রহ্মাণ্ড বিপ্লব কর,
রণরঙ্গে মাতো মা গো, ঘোরা উন্মাদিনী পারা!
ঝলসিয়ে দিশি দিশি, ঘুরাও তড়িত-অসি,
ছুটাও শোণিত-স্রোত, ভাসাও বিপুল ধরা।
উর কালী কপালিনী, মহাকাল-সীমন্তিনী,
লহ জবা-পুষ্পাঞ্জলি মহাদেবী পরাৎপরা!

(বালিকারে লইয়া দস্যুগণের প্রবেশ)

কাফি

দস্যুগণ।—দেখ, হো ঠাকুর, বলি এনেচি মোরা
বড় সরেস, পেয়েচি বলি সরেস,
এমন সরেস মছ্‌লি রাজা, জালে না পড়ে ধরা!
দেরি কেন ঠাকুর, সেরে ফেল ত্বরা!

কানাড়া

বাল্মীকি।—নিয়ে আয় কৃপাণ, রয়েচে তৃষিতা শ্যামা মা,
শোণিত পিয়াও যা ত্বরায়!
লোল জিহ্বা লক্‌লকে, তড়িত খেলে চোখে,
করিয়ে খণ্ড দিক্‌দিগন্ত, ঘোর দন্ত ভায়!

ঝিঁঝিট

বালিকা।—কি দোষে বাঁধিলে আমায়, আনিলে কোথায়!
পথহারা একাকিনী বনে অসহায়,—
রাখ রাখ রাখ, বাঁচাও আমায়!
দয়া কর অনাথারে, কে আমার আছে,
বন্ধনে কাতর তনু মরি যে ব্যথায়!
বনদেবী।—(নেপথ্যে) দয়া কর অনাথারে, দয়া কর গো,
বন্ধনে কাতর তনু জর্জ্জর ব্যথায়!

সিন্ধু ভৈরবী

বাল্মীকি।—এ কেমন হ'ল মন আমার!
কি ভাব এ যে কিছুই বুঝিতে যে পারিনে!
পাষাণ-হৃদয়ো গলিল কেনরে,
কেন আজি আঁখিজল দেখা দিল নয়নে!
কি মায়া এ জানে গো,
পাষাণের বাঁধ এ যে টুটিল!

সব ভেসে গেল গো—সব ভেসে গেল গো—
মরুভূমি ডুবে গেল করুণার প্লাবনে !

পরজ

১ম দস্যু ।—আরে, কি এত ভাবনা কিছু ত বুঝি না !
২য় দস্যু ।—সময় বহে' যায় যে !
৩য় দস্যু ।—কখন্ এনেচি মোরা এখনো ত হ'ল না !
৪র্থ দস্যু ।—এ কেমন রীতি তব, বাহ্‌রে !
বাল্মীকি ।—না না হবে না, এ বলি হবে না,
অন্য বলির তরে, যা রে যা !
১ম দস্যু ।—অন্য বলি এ রাতে কোথা মোরা পাব ?
২য় দস্যু ।—এ কেমন কথা কও, বাহ্‌রে !

দেওগিরি

বাল্মীকি ।—শোন্ তোরা শোন্ এ আদেশ,
কৃপাণ খর্পর ফেলেদে দে !
বাঁধন কর ছিন্ন,
মুক্ত কর এখনি রে !

(যথাদিষ্ট কৃত)

তৃতীয় দৃশ্য

অরণ্য

বাল্মীকি

খাম্বাজ

বাল্মীকি।—ব্যাকুল হ'য়ে বনে বনে,
ভ্রমি একেলা শূন্য মনে!
কে পূরাবে মোর কাতর প্রাণ,
জুড়াবে হিয়া সুধা বরিষণে!

(প্রস্থান)

(দস্যুগণ বালিকাকে পুনর্ব্বার ধরিয়া আনিয়া)

মিশ্র—বাগেশ্রী

ছাড়্‌ব না ভাই, ছাড়্‌ব না ভাই,
এমন শিকার ছাড়্‌ব না!
হাতের কাছে অম্নি এল, অম্নি যাবে!—
অম্নি যেতে দেবে কে রে!
রাজাটা খেপেচে রে, তা'র কথা আর মান্‌ব না!
আজ রাতে ধুম হবে ভারি,
নিয়ে আয় কারণ-বারি,

জ্বেলে দে মশালগুলো, মনের মতন পূজো দেব'—
নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে—রাজাটা খেপেচে রে,
তা'র কথা আর মান্‌ব না !

প্রথম দস্যু ।—

কানাড়া

রাজা মহারাজা কে জানে, আমিই রাজাধিরাজ !
তুমি উজীর, কোতোয়াল তুমি,
ঐ ছোঁড়াগুলো বর্কন্দাজ !
যত সব কুঁড়ে আছে ঠাঁই জুড়ে,
কাজের বেলায় বুদ্ধি যায় উড়ে !
পা ধোবার জল নিয়ে আয় ঝটু,
কর তোরা সব যে যার কাজ !

দ্বিতীয় দস্যু—

খাম্বাজ

আছে তোমার বিদ্যে সাধ্যি জানা !
রাজত্ব করা এ কি তামাসা পেয়েচ !

প্রথম ।—জানিস্‌ না কেটা আমি !
দ্বিতীয় ।—ঢের্‌ ঢের্‌ জানি—ঢের্‌ ঢের্‌ জানি—
প্রথম ।—হাসিস্‌নে হাসিস্‌নে মিছে যা যা—
সব আপনা কাজে যা যা,
যা আপন কাজে !

দ্বিতীয়।—খুব তোমার লম্বা চৌড়া কথা!

নিতান্ত দেখি তোমায় কৃতান্ত ডেকেচে!

মিশ্র—সিন্ধু

তৃতীয়।—আঃ, কাজ কি গোলমালে,

না হয় রাজাই সাজালে!

মরবার বেলায় মর্‌বে ওটাই, থাক্‌ব ফাঁকতালে।

প্রথম।—রাম রাম হরি হরি ওরা থাক্‌তে আমি মরি।

তেমন তেমন দেখ্‌লে বাবা ঢুক্‌ব আড়ালে!

সকলে।—ওরে চল্‌ তবে শীগ্‌গিরি,

আনি পূজোর সামিগ্‌গিরি!

কথায় কথায় রাত পোহালো, এম্‌নি কাজের ছিরি।

(প্রস্থান)

গারা—ভৈরবী

বালিকা।—হা কি দশা হ'ল আমার!

কোথা গো মা করুণাময়ী, অরণ্যে প্রাণ যায় গো!

মুহূর্ত্তের তরে মা গো, দেখা দাও আমারে,

জনমের মত বিদায়!

(পূজার উপকরণ লইয়া দস্যুগণের প্রবেশ

ও কালী-প্রতিমা ঘিরিয়া নৃত্য)

ভাটিয়ারি

এত রঙ্গ শিখেচ কোথা মুণ্ডমালিনী!

তোমার নৃত্য দেখে চিত্ত কাঁপে চমকে ধরণী!

গান

ক্ষান্ত দে মা, শান্ত হ' মা, সন্তানের মিনতি !
রাঙা নয়ন দেখে নয়ন মুদি ও মা ত্রিনয়নী !

(বাল্মীকির প্রবেশ)

বেহাগ

বাল্মীকি।—অহো আস্পর্দ্ধা এ কি তোদের নরাধম !
তোদের কারেও চাহিনে আর, আর আর না রে—
দূর্ দূর্ দূর্, আমারে আর ছুঁস্‌নে !
এ-সব কাজ আর না, এ পাপ আর না,
আর না আর না, ত্রাহি, সব ছাড়িনু !

প্রথম।—দীনহীন এ অধম আমি কিছুই জানি নে রাজা !
এরাই ত যত বাধালে জঞ্জাল,
এত করে' বোঝাই বোঝে না !
কি করি, দেখ বিচারি !

দ্বিতীয়।—বাঃ—এও ত বড় মজা, বাহবা !
যত কুয়ের গোড়া ওই ত, আরে বল্ না রে !

প্রথম।—দূর্ দূর্ দূর্, নির্লজ্জ আর বকিস্‌নে !

বাল্মীকি।—তফাতে সব সরে' যা ! এ পাপ আর না,
আর না, আর না, ত্রাহি, সব ছাড়িনু !

(দস্যুগণের প্রস্থান)

ভৈরবী

বাল্মীকি।—আয় মা আমার সাথে, কোনো ভয় নাহি আর।
কত দুঃখ পেলি বনে আহা মা আমার !
নয়নে ঝরিছে বারি, এ কি মা সহিতে পারি !
কোমল কাতর তনু কাঁপিতেছে বারবার !

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

বনদেবীগণের প্রবেশ

মল্লার

রিম্ ঝিম্ ঘন ঘনরে বরষে।
গগনে ঘনঘটা, শিহরে তরুলতা,
ময়ূর ময়ূরী নাচিছে হরষে!
দিশি দিশি সচকিত, দামিনা চমকিত,
চমকি উঠিছে হরিণী তরাসে!

(প্রস্থান)

(বাল্মীকির প্রবেশ)

বেহাগ

কোথায় জুড়াতে আছে ঠাঁই—
কেন প্রাণ কেন কাঁদেরে!
যাই দেখি শিকারেতে, রহিব আমোদে মেতে,
ভুলি সব জ্বালা, বনে বনে ছুটিয়ে—
কেন প্রাণ কেন কাঁদেরে!
আপনা ভুলিতে চাই, ভুলিব কেমনে,
কেমনে যাবে বেদনা!
ধরি ধনু আনি বাণ, গাহিব ব্যাধের গান,
দলবল ল'য়ে মাতিব—
কেন প্রাণ কেন কাঁদেরে!

(শৃঙ্গধ্বনি পূর্ব্বক দস্যুগণের আহ্বান)

দস্যুগণের প্রবেশ

সুরট

দস্যু।—কেন রাজা ডাকিস্ কেন, এসেচি সবে !
বুঝি আবার শ্যামা মায়ের পূজো হবে !

বাল্মীকি।—শিকারে হবে যেতে, আয় রে সাথে !

প্রথম।—ওরে, রাজা কি বল্‌চে, শোন্ !

সকলে।—শিকারে চল্ তবে !
সবারে আন্ ডেকে যত দলবল সবে !

(বাল্মীকির প্রস্থান)

ইমন কল্যাণ

এই বেলা সবে মিলে চলহো, চলহো,
ছুটে আয়, শিকারে কেরে যাবি আয়,
এমন রজনী বহে' যায় যে !
ধনুর্ব্বাণ বল্লম ল'য়ে হাতে, আয় আয় আয় আয় !
বাজা শিঙ্গা ঘন ঘন, শব্দে কাঁপিবে বন,
আকাশ ফেটে যাবে, চমকিবে পশু পাখী সবে,
ছুটে যাবে কাননে কাননে, চারিদিকে ঘিরে
যাব পিছে পিছে, হো হো হো হো !

(বাল্মীকির প্রবেশ)

বাহার

বাল্মীকি।—গহনে গহনে যারে তোরা, নিশি বহে' যায় যে !
তন্ন তন্ন করি অরণ্য, করী, বরাহ খোঁজ্‌গে,
এই বেলা যা রে !
নিশাচর পশু সবে, এখনি বাহির হবে,
ধনুর্ব্বাণ নে রে হাতে, চল্ ত্বরা চল্ !
জ্বালায়ে মশাল আলো, এই বেলা আয় রে !

(প্রস্থান)

অহং

প্রথম।—চল্ চল্ ভাই, ত্বরা করে' মোরা আগে যাই !
দ্বিতীয়।—প্রাণপণ খোঁজ এ বন সে বন ;
চল্ মোরা ক'জন ওদিকে যাই।
প্রথম।—না না ভাই, কাজ নাই,
ওই ঝোপে যদি কিছু পাই !
দ্বিতীয়।—বরা' বরা'—
প্রথম।—আরে দাঁড়া দাঁড়া, অত ব্যস্ত হ'লে ফস্কাবে শিকার,
চুপি চুপি আয়, চুপি চুপি আয়, অশথ তলায়,
এবার ঠিক ঠাক্ হ'য়ে সব থাক্,
সাবধান ধর বাণ, সাবধান ছাড় বাণ,
গেল গেল, ঐ ঐ পালায় পালায়, চল্ চল্ !
ছোট্ রে পিছে আয় রে ত্বরা যাই !

(বনদেবীগণের প্রবেশ)

মিশ্র মোল্লার

কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে !
সাধের কাননে শান্তি নাশিতে ।
মত্ত করী যত পদ্মবন দলে,
বিমল সরোবর মন্থিয়া ;
ঘুমন্ত বিহগে কেন বধে রে,
সঘনে খর শর সন্ধিয়া !
তরাসে চমকিয়ে হরিণ হরিণী
স্খলিত চরণে ছুটিছে !
স্খলিত চরণে ছুটিছে কাননে,
করুণ নয়নে চাহিছে—
আকুল সরসী, সারস সারসী
শর-বনে পশি কাঁদিছে !
তিমির দিগ্ ভরি ঘোর যামিনী
বিপদ ঘন ছায়া ছাইয়া—
কি জানি কি হবে আজি এ নিশীথে,
তরাসে প্রাণ ওঠে কাঁপিয়া !

(প্রথম দস্যুর প্রবেশ)

দেশ

প্রাণ নিয়ে ত সট্‌কেচি রে করবি এখন কি !
ওরে বরা' করবি এখন কি !

গান

বাবারে, আমি চুপ করে’ এই কচু বনে লুকিয়ে থাকি !
এই মরদের মুরদ্খানা, দেখেও কি রে ভড়্কালি না,
বাহবা সাবাস্ তোরে, সাবাস্ রে তোর ভরসা দেখি !

(খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আর এক জন দস্যুর প্রবেশ)

গৌরী

অন্য দস্যু।—বল্‌ব কি আর বল্‌ব খুড়ো---উঁ উঁ !
আমার যা হয়েচে, বলি কা’র কাছে—
এক্‌টা বুনো ছাগল তেড়ে এসে মেরেচে ঢুঁ !

প্রথম।—তখন যে ভারি ছিল জারিজুরি,
এখন কেন করচ বাপু উঁ উঁ উঁ---
কোন্ খানে লেগেচে বাবা, দিই একটু ফুঁ।

(দস্যুগণের প্রবেশ)

শঙ্করা

দস্যুগণ।—সর্দ্দার মশায় দেরি না সয়,
তোমার আশায় সবাই বসে’।
শিকারেতে হবে যেতে,
মিহি কোমর বাঁধ কসে’ !
বনবাদাড় সব ঘেঁটে ঘুঁটে,
আমরা মর্‌ব খেটে খুটে,
তুমি কেবল লুটে পুটে
পেট পোরাবে ঠেসে ঠুসে !

প্রথম।—কাজ কি খেয়ে তোফা আছি,
আমায় কেউ না খেলেই বাঁচি,
শিকার কর্ত্তে যায় কে মর্ত্তে,
ঢুসিয়ে দেবে বরা' মোষে!
ঢুঁ খেয়ে ত পেট ভরে না—
সাধের পেট্‌টি যাবে ফেঁসে!

(হাসিতে হাসিতে প্রস্থান ও শিকারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুনঃপ্রবেশ)

বাল্মীকির দ্রুত প্রবেশ

বাহার

বাল্মীকি।—রাখ্ রাখ্ ফেল্ ধনু ছাড়িস্‌নে বাণ!
হরিণ-শাবক দুটি, প্রাণভয়ে ধায় ছুটি',
চাহিতেছে ফিরে ফিরে করুণ নয়ান!
কোনো দোষ করেনি ত সুকুমার কলেবর,
কেমনে কোমল দেহে বিঁধিবি কঠিন শর।
থাক্ থাক্ ওরে থাক্, এ দারুণ খেলা রাখ্,
আজ হ'তে বিসর্জ্জিনু এ ছার ধনুক-বাণ!

(প্রস্থান)

(দস্যুগণের প্রবেশ)

নটনারায়ণ

দস্যুগণ।—আর না আর না, এখানে আর না,
আয় রে সকলে চলিয়া যাই!

গান

ধনুক-বাণ ফেলেচে রাজা,
এখানে কেমনে থাকিব ভাই!
চল্ চল্ চল্ এখনি যাই!

(বাল্মীকির প্রবেশ)

দস্যুগণ।—তোর দশা, রাজা, ভালো ত নয়!
রক্তপাতে পাস্‌রে ভয়,
লাজে মোরা মরে' যাই!
পাখীটি মারিলে কাঁদিয়া খুন,
না জানি কে তোরে করিল গুণ,
হেন কভু দেখি নাই!

(দস্যুগণের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

হাম্বির

বাল্মীকি ।—জীবনের কিছু হ'ল না হায় !—
হ'ল না গো হ'ল না হায়, হায় !
গহনে গহনে কত আর ভ্রমিব, নিরাশার এ আঁধারে !
শূন্যহৃদয় আর বহিতে যে পারি না,
পারি না গো পারি না আর !
কি ল'য়ে এখন ধরিব জীবন, দিবস রজনী চলিয়া যায়—
দিবস রজনী চলিয়া যায়—
কত-কি করিব বলি কত উঠে বাসনা,
কি করিব জানি না গো !
সহচর ছিল যারা, ত্যেজিয়া গেল তা'রা ; ধনুর্ব্বাণ ত্যেজেচি,
কোনো আর নাহি কাজ—
কি করি কি করি বলি, হাহা করি ভ্রমি গো—
কি করিব জানি না যে !

(ব্যাধগণের প্রবেশ)

মিশ্র পূরবী

প্রথম ।—দেখ্ দেখ্, দুটো পাখী বসেচে গাছে ।
দ্বিতীয় ।—আয় দেখি চুপি চুপি আয়রে কাছে ।

প্রথম।—আরে ঝট্ করে' এইবারে ছেড়ে দেরে বাণ।

দ্বিতীয়।—রোস্ রোস্ আগে আমি করি রে সন্ধান!

সিন্ধু ভৈরবী

বাল্মীকি।—থাম্ থাম্, কি করিবি বধি' পাখীটির প্রাণ!
দুটিতে রয়েচে সুখে, মনের উল্লাসে গাহিতেছে গান!

১ম ব্যাধ।—রাখ মিছে ও-সব কথা,
কাছে মোদের এস না ক হেথা,
চাইনে ও-সব শাস্তর কথা, সময় বহে' যায় যে।

বাল্মীকি।—শোন শোন মিছে রোষ কোরো না!

ব্যাধ।—থাম থাম ঠাকুর, এই ছাড়ি বাণ!

(একটি ক্রৌঞ্চকে বধ)

বাল্মীকি।—মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ,
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতং।

বাহার

কি বলিনু আমি!—এ কি সুললিত বাণীরে!
কিছু না জানি কেমনে যে আমি, প্রকাশিনু দেবভাষা,
এমন কথা কেমনে শিখিনু রে!
পুলকে পূরিল মনপ্রাণ, মধু বরষিল শ্রবণে,
এ কি!—হৃদয়ে এ কি দেখি!—
ঘোর অন্ধকার মাঝে, এ কি জ্যোতি ভায়,
অবাক্—করুণা এ কার!

(সরস্বতীর আবির্ভাব)

ভূপালী

বাল্মীকি।—এ কি এ, এ কি এ, স্থির চপলা!
কিরণে কিরণে হ'ল সব দিক্ উজলা!
কি প্রতিমা দেখি এ,
জ্যোছনা মাখিয়ে,
কে রেখেচে আঁকিয়ে,
আ মরি কমল-পুতলা!

(ব্যাধগণের প্রস্থান)

(বনদেবীগণের প্রবেশ)

বনদেবী।—নমি নমি ভারতী, তব কমল-চরণে
পূর্ণ হ'ল বনভূমি, ধন্য হ'ল প্রাণ!
বাল্মীকি।—পূর্ণ হ'ল বাসনা, দেবী কমলাসনা,
ধন্য হ'ল দস্যুপতি, গলিল পাষাণ!
বনদেবী।—কঠিন ধরাভূমি এ, কমলালয়া তুমি যে,
হৃদয়-কমলে চরণ-কমল কর দান!
বাল্মীকি।—তব কমল-পরিমলে, রাখ যদি ভরিয়ে,
চিরদিবস করিব তব চরণ-সুধা পান!

(দেবীগণের অন্তর্ধান)

(বাল্মীকির কালী-প্রতিমার প্রতি)

রামপ্রসাদী সুর

শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেচি মা!
পাষাণের মেয়ে পাষাণী, না বুঝে মা বলেচি মা!
এত দিন কি ছল করে' তুই, পাষাণ করে' রেখেছিলি,
(আজ) আপন মায়ের দেখা পেয়ে, নয়ন-জলে গলেচি মা!
কালো দেখে ভুলিনে আর, আলো দেখে ভুলেচে মন,
আমায় তুমি ছলেছিলে, (এবার) আমি তোমার ছলেচি মা!
মায়ার মায়া কাটিয়ে এবার, মায়ের কোলে চলেচি মা!

ষষ্ঠ দৃশ্য

টোড়ী

বাল্মীকি।—কোথা লুকাইলে ?

সব আশা নিভিল, দশদিশি অন্ধকার,

সব গেছে চলে’ ত্যেজিয়ে আমারে,

তুমিও কি তেয়াগিলে ?

(লক্ষ্মীর আবির্ভাব)

সিন্ধু

লক্ষ্মী।—কেন গো আপন মনে, ভ্রমিছ বনে বনে, সলিল দুনয়নে

কিসের দুখে ?

কমলা দিতেছি আসি’, রতন রাশি রাশি, ফুটুক তবে হাসি

মলিন মুখে !

কমলা যারে চায়, বল সে কি না পায়, দুঃখের এ ধরায়

থাকে সে সুখে,

ত্যেজিয়া কমলাসনে, এসেচি ঘোর বনে, আমারে শুভক্ষণে

হের গো চোখে !

টোড়ী

বাল্মীকি।—কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা !

তুমি ত নহ সে দেবী, কমলাসনা—

কোরো না আমারে ছলনা !

কি এনেচ ধন মান ! তাহা যে চাহে না প্রাণ ;

দেবি গো, চাহি না চাহি না, মণিময় ধূলিরাশি চাহি না,

তাহা ল'য়ে সুখী যারা হয় হোক্—হয় হোক্—
আমি, দেবি, সে সুখ চাহি না!
যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এ বনে এস না এস না,
এস না এ দীনজন-কুটীরে!
যে বীণা শুনেচি কানে, মনপ্রাণ আছে ভোর,
আর কিছু চাহি না চাহি না!

(লক্ষ্মীর অন্তর্ধান, বাল্মীকির প্রস্থান)

বনদেবীগণের প্রবেশ

ভৈরোঁ

বাণী বীণাপাণি, করুণাময়ী!
অন্ধজনে নয়ন দিয়ে, অন্ধকারে ফেলিলে,
দরশ দিয়ে লুকালে কোথা দেবি অয়ি!
স্বপন সম মিলাবে যদি, কেন গো দিলে চেতনা,
চকিতে শুধু দেখা দিয়ে, চির মরমবেদনা,
তোমারে চাহি ফিরিছে, হের, কাননে কাননে ওই!

(বনদেবীগণের প্রস্থান। বাল্মীকির প্রবেশ।
সরস্বতীর আবির্ভাব)

বাহার

বাল্মীকি।—এই যে হেরি গো দেবী আমারি!
সব কবিতাময় জগত-চরাচর,
সব শোভাময় নেহারি।

ছন্দে উঠিছে চন্দ্রমা, ছন্দে কনক রবি উদিছে,
ছন্দে জগ-মণ্ডল চলিছে;
জ্বলন্ত কবিতা তারকা সবে!
এ কবিতার মাঝারে তুমি কে গো দেবি,
আলোকে আলো আঁধারি!
আজি মলয় আকুল, বনে বনে এ কি গীত গাহিছে,
ফুল কহিছে প্রাণের কাহিনী;
নব রাগ রাগিণী উছাসিছে,
এ আনন্দে আজ, গীত গাহে, মোর হৃদয় সব অবারি'!
তুমিই কি দেবী ভারতী, কৃপাগুণে অন্ধ আঁখি ফুটালে,
ঊষা আনিলে প্রাণের আঁধারে;
প্রকৃতির রাগিণী শিখাইলে!
তুমি ধন্য গো,
র'ব চিরকাল চরণ ধরি' তোমারি!

সরস্বতী।—দীনহীন বালিকার সাজে,
এসেছিনু ঘোর বনমাঝে,
গলাতে পাষাণ তোর মন,—
কেন বৎস, শোন্, তাহা শোন্!
আমি বীণাপাণি, তোরে এসেচি শিখাতে গান,
তোর গানে গলে' যাবে সহস্র পাষাণ-প্রাণ!
যে রাগিণী শুনে তোর গলেচে কঠোর মন,
সে রাগিণী তোর কণ্ঠে বাজিবে রে অনুক্ষণ।

গান

অধীর হইয়া সিন্ধু কাঁদিবে চরণ-তলে,
চারিদিকে দিক্-বধূ আকুল নয়ন-জলে।
মাথার উপরে তোর কাঁদিবে সহস্র তারা,
অশনি গলিয়া গিয়া হইবে অশ্রুর ধারা।
যে করুণ রসে আজি ডুবিল রে ও হৃদয়,
শত-স্রোতে তুই তাহা ঢালিবি জগতময়।
যেথায় হিমাদ্রি আছে, সেথা তোর নাম র'বে!
যেথায় জাহ্নবী বহে, তোর কাব্য-স্রোত ব'বে!
সে জাহ্নবী বহিবেক অযুত হৃদয় দিয়া
শ্মশান পবিত্র করি' মরুভূমি উর্ব্বরিয়া!
মোর পদ্মাসনতলে রহিবে আসন তোর,
নিত্য নব নব গীতে সতত রহিবি ভোর!
বসি' তোর পদতলে কবি বালকেরা যত,
শুনি তোর কণ্ঠস্বর শিখিবে সঙ্গীত কত।
এই সে আমার বীণা, দিনু তোরে উপহার,
যে গান গাহিতে সাধ, ধ্বনিবে ইহার তার!

মায়ার খেলা

প্রথম দৃশ্য

কানন

মায়াকুমারীগণ

পিলু-একতালা

সকলে। (মোরা) জলে স্থলে কত ছলে মায়াজাল গাঁথি।

প্রথমা। (মোরা) স্বপন রচনা করি অলস নয়ন ভরি'।

দ্বিতীয়া। গোপনে হৃদয়ে পশি' কুহক-আসন পাতি।

তৃতীয়া। (মোরা) মদির-তরঙ্গ তুলি বসন্ত-সমীরে!

প্রথমা। দুরাশা জাগায়, প্রাণে প্রাণে, আধ-তানে, ভাঙা গানে,
ভ্রমর গুঞ্জরাকুল বকুলের পাঁতি!

সকলে। মোরা মায়াজাল গাঁথি।

দ্বিতীয়া। নরনারী-হিয়া মোরা বাঁধি মায়াপাশে।

তৃতীয়া। কত ভুল করে তা'রা, কত কাঁদে হাসে।

প্রথমা। মায়া করে' ছায়া ফেলি মিলনের মাঝে,
আনি মান অভিমান!

দ্বিতীয়া। বিরহী স্বপনে পায় মিলনের সাথী !

সকলে। মোরা মায়াজাল গাঁথি !

প্রথমা। চল, সখি, চল !

কুহক-স্বপন-খেলা খেলাবে চল।

দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া। নবীন হৃদয়ে রচি নব প্রেম-ছল,

প্রমোদে কাটাব নব বসন্তের রাতি !

সকলে। মোরা মায়াজাল গাঁথি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গৃহ

গমনোন্মুখ অমর। শান্তার প্রবেশ

ইমন কল্যাণ—একতালা

শান্তা। পথহারা তুমি পথিক যেন গো সুখের কাননে,
ওগো যাও, কোথা যাও!
সুখে ঢল ঢল বিবশ বিভল পাগল নয়নে,
তুমি চাও, কারে চাও!
কোথা গেছে তব উদাস হৃদয়,
কোথা পড়ে' আছে ধরণী!
মায়ার তরণী বাহিয়া যেন গো
মায়াপুরী পানে ধাও!
কোন্ মায়াপুরী পানে ধাও!

মিশ্র বাহার—কাওয়ালি

অমর। জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত।
নবীন বাসনা ভরে হৃদয় কেমন করে,
নবীন জীবনে হ'ল জীবন্ত!
সুখভরা এ ধরায় মন বাহিরিতে চায়,
কাহারে বসাতে চায় হৃদয়ে!
তাহারে খুঁজিব দিক্-দিগন্ত!

মায়াকুমারীগণের প্রবেশ

কাফি—খেমটা

সকলে। কাছে আছে দেখিতে না পাও!
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও!

মিশ্র বাহার—কাওয়ালি

অমর। (শান্তার প্রতি) যেমন দখিনে বায়ু ছুটেচে!
কে জানে কোথায় ফুল ফুটেচে!
তেমনি আমিও সখি যাব,
না জানি কোথায় দেখা পাব!
কার সুধাস্বর মাঝে, জগতের গীত বাজে,
প্রভাত জাগিছে কার নয়নে!
কাহার প্রাণের প্রেম অনন্ত!
তাহারে খুঁজিব দিক্-দিগন্ত!

(প্রস্থান)

কাফি—খেমটা

মায়াকুমারীগণ। মনের মত কারে খুঁজে মর,
সে কি আছে ভুবনে,
সে ত রয়েচে মনে!
ওগো মনের মত সেই ত হবে,
তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও!

মিশ্র কানাড়া—কাওয়ালি

শান্তা। (নেপথ্যে চাহিয়া)

আমার পরাণ যাহা চায়,
তুমি তাই, তুমি তাই গো।
তোমা ছাড়া আর এ জগতে
মোর, কেহ নাই কিছু নাই গো।
তুমি সুখ যদি নাহি পাও,
যাও, সুখের সন্ধানে যাও,
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয়মাঝে,
আর কিছু নাহি চাই গো!
আমি, তোমার বিরহে রহিব বিলীন,
তোমাতে করিব বাস,
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী,
দীর্ঘ বরষ মাস!
যদি আর কারে ভালবাস,
যদি আর ফিরে নাহি আস,
তবে, তুমি যাহা চাও, তাই যেন পাও,
আমি যত দুখ পাই গো!

কাফি—খেমটা

মায়াকুমারীগণ। (নেপথ্যে চাহিয়া)

কাছে আছে দেখিতে না পাও।
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও!

প্রথমা। মনের মত কারে খুঁজে মর!

দ্বিতীয়া। সে কি আছে ভুবনে!

সে যে রয়েচে মনে!

তৃতীয়া। ওগো মনের মত সেই ত হবে,

তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও!

প্রথমা। তোমার আপনার যে জন, দেখিলে না তা'রে!

দ্বিতীয়া। তুমি যাবে কার দ্বারে!

তৃতীয়া। যারে চাবে তা'রে পাবে না,

যে মন তোমার আছে, যাবে তা'ও!

তৃতীয় দৃশ্য

কানন

প্রমদার সখীগণ

বেহাগ—খেমটা

প্রথমা। সখি, সে গেল কোথায়!
তা'রে ডেকে নিয়ে আয়!

সকলে। দাঁড়াব ঘিরে তা'রে তরুতলায়!

প্রথমা। আজি এ মধুর সাঁঝে, কাননে ফুলের মাঝে,
হেসে হেসে বেড়াবে সে দেখিব তা'য়!

দ্বিতীয়া। আকাশের তারা ফুটেচে, দখিনে বাতাস ছুটেচে,
পাখীটি ঘুমঘোরে গেয়ে উঠেচে।

প্রথমা। আয় লো আনন্দময়ি, মধুর বসন্ত ল'য়ে,

সকলে। লাবণ্য ফুটাবি লো তরুতলায়!

প্রমদার প্রবেশ

দেশ—কাওয়ালি

প্রমদা। দেলো সখি দে পরাইয়ে গলে,
সাধের বকুলফুলহার।
আধফুট জুঁইগুলি, যতনে আনিয়া তুলি',

গাঁথি' গাঁথি' সাজায়ে দে মোরে,

কবরী ভরিয়ে ফুলভার!

তুলে দেলো চঞ্চল কুন্তল

কপোলে পড়িছে বারেবার!

প্রথমা। আজি এত শোভা কেন! আনন্দে বিবশা যেন!

দ্বিতীয়া। বিম্বাধরে হাসি নাহি ধরে!

লাবণ্য ঝরিয়া পড়ে ধরাতলে!

প্রথমা। সখি, তোরা দেখে যা, দেখে যা,

তরুণ তনু, এত রূপরাশি

বহিতে পারে না বুঝি আর!

মিশ্র ভূপালী—একতালা

তৃতীয়া সখী। সখি, বহে' গেল বেলা, শুধু হাসি খেলা,

এ কি আর ভালো লাগে!

আকুল তিয়াষ, প্রেমের পিয়াস,

প্রাণে কেন নাহি জাগে!

কবে আর হবে থাকিতে জীবন

আঁখিতে আঁখিতে মদির মিলন,

মধুর হুতাশে মধুর দহন,

নিত-নব অনুরাগে!

তরল কোমল নয়নের জল,

নয়নে উঠিবে ভাসি'।

সে বিষাদ-নীরে, নিবে যাবে ধীরে,
প্রখর চপল হাসি।
উদাস নিশ্বাস আকুলি উঠিবে,
আশা নিরাশায় পরাণ টুটিবে,
মরমের আলো কপোলে ফুটিবে,
সরম-অরুণ-রাগে।

খাম্বাজ—একতালা

প্রমদা। ওলো রেখে দে, সখি, রেখে দে,
মিছে কথা ভালবাসা!
সুখের বেদনা, সোহাগ যাতনা,
বুঝিতে পারি না ভাষা!
ফুলের বাঁধন সাধের কাঁদন,
পরাণ সঁপিতে প্রাণের সাধন,
লহ লহ বলে' পরে আরাধন,
পরের চরণে আশা!
তিলেক দরশ পরশ মাগিয়া,
বরষ বরষ কাতরে জাগিয়া
পরের মুখের হাসির লাগিয়া
অশ্রু-সাগরে ভাসা!
জীবনের সুখ খুঁজিবারে গিয়া
জীবনের সুখ নাশা!

ঝিলফ—ঝাঁপতাল

মায়াকুমারীগণ। প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কোথা ধরা পড়ে, কে জানে।
গরব সব হায় কখন্ টুটে যায়,
সলিল বহে' যায় নয়নে !

কুমারের প্রবেশ

ছায়ানট—ঝাঁপতাল

কুমার। (প্রমদার প্রতি) যেও না, যেও না ফিরে ;
দাঁড়াও, বারেক দাঁড়াও হৃদয়-আসনে !
চঞ্চল সমীর সম ফিরিছ কেন,
কুসুমে কুসুমে, কাননে কাননে !
তোমায় ধরিতে চাহি, ধরিতে পারিনে,
তুমি গঠিত যেন স্বপনে,—
এস হে, তোমারে বারেক দেখি ভরিয়ে আঁখি,
ধরিয়ে রাখি যতনে !
প্রাণের মাঝে তোমারে ঢাকিব,
ফুলের পাশে বাঁধিয়ে রাখিব,
তুমি দিবস নিশি রহিবে মিশি'
কোমল প্রেম-শয়নে !

বসন্তবাহার—কাওয়ালি

প্রমদা। কে ডাকে! আমি কভু ফিরে নাহি চাই!
কত ফুল ফুটে উঠে, কত ফুল যায় টুটে,
আমি শুধু বহে' চলে' যাই।
পরশ পুলক-রস-ভরা রেখে যাই, নাহি দিই ধরা।
উড়ে আসে ফুলবাস, লতাপাতা ফেলে শ্বাস,
বনে বনে উঠে হা হুতাশ,
চকিতে শুনিতে শুধু পাই,
চলে' যাই।
আমি কভু ফিরে নাহি চাই!

অশোকের প্রবেশ

পিলু—খেম্‌টা

অশোক। এসেচি গো এসেচি, মন দিতে এসেচি,
যারে ভালবেসেচি!
ফুলদলে ঢাকি মন যাব রাখি' চরণে,
পাছে কঠিন ধরণী পায়ে বাজে,
রেখ' রেখ' চরণ হৃদি-মাঝে,
না হয় দলে' যাবে, প্রাণ ব্যথা পাবে,
আমি ত ভেসেচি, অকূলে ভেসেচি!

বেহাগ—খেম্‌টা

প্রমদা। ওকে বল, সখি বল, কেন মিছে করে ছল,
মিছে হাসি কেন, সখি, মিছে আঁখিজল!

জানিনে প্রেমের ধারা, ভয়ে তাই হই সারা,
কে জানে কোথায় সুধা, কোথা হলাহল !

সখীগণ। কাঁদিতে জানে না এরা, কাঁদাইতে জানে কল,
মুখের বচন শুনে মিছে কি হইবে ফল !
প্রেম নিয়ে শুধু খেলা, প্রাণ নিয়ে হেলাফেলা,
ফিরে যাই এই বেলা, চল, সখি, চল।

(প্রস্থান)

ঝিলফ—রূপক

মায়াকুমারীগণ। প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে।
কে কোথা ধরা পড়ে, কে জানে !
গরব সব হায় কখন্ টুটে যায়,
সলিল বহে' যায় নয়নে !
এ সুখ ধরণীতে, কেবলি চাহ নিতে
জান না হবে দিতে আপনা,
সুখের ছায়া ফেলি', কখন্ যাবে চলি',
বরিবে সাধ করি' বেদনা !
কখন্ বাজে বাঁশি, গরব যায় ভাসি,'
পরাণ পড়ে আসি' বাঁধনে।

চতুর্থ দৃশ্য

কানন

অমর, কুমার ও অশোক

বেলাবলী—ঢিমে তেতালা

অমর। মিছে ঘুরি এ জগতে কিসের পাকে,
মনের বাসনা যত মনেই থাকে।
বুঝিয়াছি এ নিখিলে, চাহিলে কিছু না মিলে,
এরা, চাহিলে আপন মন গোপনে রাখে।
এত লোক আছে, কেহ কাছে না ডাকে!

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল

অশোক। তা'রে দেখাতে পারিনে কেন প্রাণ! (খুলে গো)
কেন বুঝাতে পারিনে হৃদয়-বেদনা!
কেমনে সে হেসে চলে' যায়, কোন্ প্রাণে ফিরেও না চায়,
এত সাধ এত প্রেম করে অপমান!
এত ব্যথাভরা ভালবাসা, কেহ দেখে না,
প্রাণে গোপনে রহিল!
এ প্রেম কুসুম যদি হ'ত, প্রাণ হ'তে ছিঁড়ে লইতাম,
তা'র চরণে করিতাম দান!
বুঝি সে তুলে নিত না, শুকাত অনাদরে,
তবু তা'র সংশয় হ'ত অবসান!

ভৈরবী—রূপক

কুমার। সখা, আপন মন নিয়ে কাঁদিয়ে মরি,
পরের মন নিয়ে কি হবে!
আপন মন যদি বুঝিতে নারি,
পরের মন বুঝে কে কবে!

অমর। অবোধ মন ল'য়ে ফিরি ভবে,
বাসনা কাঁদে প্রাণে হা হা রবে!
এ মন দিতে চাও দিয়ে ফেল,
কেন গো নিতে চাও মন তবে?
স্বপনসম সব জানিয়ো মনে,
তোমার কেহ নাই এ ত্রিভুবনে;
যে জন ফিরিতেছে আপন আশে,
তুমি ফিরিছ কেন তাহার পাশে!
নয়ন মেলি' শুধু দেখে যাও,
হৃদয় দিয়ে শুধু শান্তি পাও!

কুমার। তোমারে মুখ তুলে চাহে না যে,
থাক সে আপনার গরবে!

মল্লার—রূপক

অশোক। আমি, জেনে শুনে বিষ করেছি পান।
প্রাণের আশা ছেড়ে সঁপেছি প্রাণ!

যতই দেখি তা'রে ততই দহি,
আপন মনোজ্বালা নীরবে সহি,
তবু পারিনে দূরে যেতে, মরিতে আসি,
লইগো বুক পেতে অনল-বাণ!
যতই হাসি দিয়ে দহন করে,
ততই বাড়ে তৃষা প্রেমের তরে,
প্রেম-অমৃত-ধারা ততই যাচি,
যতই করে প্রাণে অশনি দান!

কাফি—কাওয়ালি

অমর। ভালবেসে যদি সুখ নাহি
তবে কেন,
তবে কেন মিছে ভালবাসা!
অশোক। মন দিয়ে মন পেতে চাহি।
অমর ও কুমার। ওগো কেন,
ওগো কেন মিছে এ দুরাশা!
অশোক। হৃদয়ে জ্বালায়ে বাসনার শিখা,
নয়নে সাজায়ে মায়া-মরীচিকা,
শুধু ঘুরে মরি মরুভূমে।
অমর ও কুমার। ওগো কেন,
ওগো কেন মিছে এ পিপাসা!

অমর। আপনি যে আছে আপনার কাছে,
নিখিল জগতে কি অভাব আছে!
আছে মন্দ সমীরণ, পুষ্পবিভূষণ,
কোকিল-কূজিত কুঞ্জ!

অশোক। বিশ্বচরাচর লুপ্ত হ'য়ে যায়,
এ কি ঘোর প্রেম অন্ধ রাহুপ্রায়,
জীবন যৌবন গ্রাসে!

অমর ও কুমার। তবে কেন,
তবে কেন মিছে এ কুয়াশা!

বেহাগড়া—ঝাঁপতাল

মায়াকুমারীগণ। দেখ চেয়ে, দেখ ঐ কে আসিছে।
চাঁদের আলোতে কার হাসি হাসিছে!
হৃদয়-দুয়ার খুলিয়ে দাও, প্রাণের মাঝারে তুলিয়ে লও,
ফুলগন্ধ সাথে তা'র সুবাস ভাসিছে!

প্রমদা ও সখীগণের প্রবেশ

মিশ্র ঝিঁঝিট—খেম্‌টা

প্রমদা। সুখে আছি, সুখে আছি, (সখা, আপন মনে!)
প্রমদা ও সখীগণ। কিছু চেয়ো না, দূরে যেয়ো না,
শুধু চেয়ে দেখ, শুধু ঘিরে থাক কাছাকাছি।

প্রমদা। সখা, নয়নে শুধু জানাবে প্রেম, নীরবে দিবে প্রাণ।
রচিয়া ললিত মধুর বাণী আড়ালে গাবে গান।
গোপনে তুলিয়া কুসুম গাঁথিয়া রেখে যাবে মালাগাছি!
প্রমদা ও সখীগণ। মন চেয়ো না, শুধু চেয়ে থাক,
শুধু ঘিরে থাক কাছাকাছি!
প্রমদা। মধুর জীবন, মধুর রজনী, মধুর মলয় বায়!
এই মাধুরী-ধারা বহিছে আপনি, কেহ কিছু নাহি চায়।
আমি আপনার মাঝে আপনি হারা, আপন সৌরভে সারা,
যেন আপনার মন, আপনার প্রাণ, আপনারে সঁপিয়াছি!

মূলতান—একতালা

অশোক। ভালবেসে দুখ সেও সুখ, সুখ নাহি আপনাতে!
প্রমদা ও সখীগণ। না না না, সখা, ভুলিনে ছলনাতে!
কুমার। মন দাও, দাও, দাও, সখি, দাও পরের হাতে।
প্রমদা ও সখীগণ। না না না, মোরা ভুলিনে ছলনাতে!
অশোক। সুখের শিশির নিমেষে শুকায়, সুখ চেয়ে দুখ ভালো;
আন, সজল বিমল প্রেম ছল ছল নলিন-নয়ন-পাতে!
প্রমদা ও সখীগণ। না না না, মোরা ভুলিনে ছলনাতে!
কুমার। রবির কিরণে ফুটিয়া নলিনী আপনি টুটিয়া যায়,
সুখ পায় তায় সে!
চির-কলিকা জনম, কে করে বহন চির-শিশির রাতে!
প্রমদা ও সখীগণ। না না না, মোরা ভুলিনে ছলনাতে!

হাম্বির—কাওয়ালি

অমর। ওই কে গো হেসে চায়! চায় প্রাণের পানে!
গোপনে হৃদয়-তলে, কি জানি কিসের ছলে
আলোক হানে!
এ প্রাণ নূতন করে' কে যেন দেখালে মোরে,
বাজিল মরম-বীণা নূতন তানে!
এ পুলক কোথা ছিল, প্রাণ ভরি বিকশিল,
তৃষা-ভরা তৃষা-হরা এ অমৃত কোথা ছিল!
কোন্ চাঁদ হেসে চাহে, কোন্ পাখী গান গাহে,
কোন্ সমীরণ বহে লতা-বিতানে!

মিশ্র রামকেলী—তাল ফেরতা

প্রমদা। দূরে দাঁড়ায়ে আছে,
কেন আসে না কাছে!
যা, তোরা যা সখি, যা শুধাগে,
ঐ আকুল অধর আঁখি কি ধন যাচে!
সখীগণ। ছি, ওলো ছি, হ'ল কি, ওলো সখি!
প্রথমা। লাজ বাঁধ কে ভাঙিল, এত দিনে সরম টুটিল!
তৃতীয়া। কেমনে যাব, কি শুধাব!
প্রথমা। লাজে মরি, কি মনে করে পাছে!
প্রমদা। যা, তোরা যা সখি, যা শুধাগে,
ওই আকুল অধর আঁখি কি ধন যাচে!

কালাংড়া—খেম্‌টা

মায়াকুমারীগণ। প্রেম-পাশে ধরা পড়েচে দুজনে,
দেখ দেখ সখি চাহিয়া!
দুটি ফুল খসে' ভেসে গেল ওই,
প্রণয়ের স্রোত বাহিয়া!

মিশ্র সুরট—একতালা

সখীগণ। (অমরের প্রতি) ওগো, দেখি, আঁখি তুলে চাও,
তোমার চোখে কেন ঘুমঘোর!
অমর। আমি কি যেন করেচি পান,
কোন্ মদিরা রস-ভোর!
আমার চোখে তাই ঘুমঘোর!
সখীগণ। ছি, ছি, ছি!
অমর। সখি, ক্ষতি কি!
(এ ভবে) কেহ জ্ঞানী অতি, কেহ ভোলা মন,
কেহ সচেতন, কেহ অচেতন,
কাহারো নয়নে হাসির কিরণ,
কাহারো নয়নে লোর!
আমার চোখে শুধু ঘুমঘোর!
সখীগণ। সখা, কেন গো অচলপ্রায়,
হেথা, দাঁড়ায়ে তরুছায়!

অমর। অবশ হৃদয়ভারে, চরণ
চলিতে নাহি চায়,
তাই দাঁড়ায়ে তরুছায় !
সখীগণ। ছি, ছি, ছি !
অমর। সখি, ক্ষতি কি !
(এ ভবে) কেহ পড়ে' থাকে, কেহ চলে' যায়,
কেহ বা আলসে চলিতে না চায়,
কেহ বা আপনি স্বাধীন, কাহারো
চরণে পড়েচে ডোর !
কাহারো নয়নে লেগেচে ঘোর !

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি

সখীগণ। ওকে বোঝা গেল না—চলে' আয়, চলে' আয় !
ও কি কথা যে বলে সখি, কি চোখে যে চায় !
চলে' আয়, চলে' আয় !
লাজ টুটে শেষে মরি লাজে,
মিছে কাজে,
ধরা দিবে না যে, বল কে পারে তায়।
আপনি সে জানে তা'র মন কোথায় !
চলে' আয়, চলে' আয় !

(প্রস্থান)

কালাংড়া—খেম্‌টা

মায়াকুমারীগণ। প্রেম-পাশে ধরা পড়েচে দুজনে,
দেখ দেখ সখি চাহিয়া!
দুটি ফুল খসে' ভেসে গেল ওই,
প্রণয়ের স্রোত বাহিয়া!
চাঁদিনী যামিনী, মধু সমীরণ,
আধ ঘুম-ঘোর, আধ জাগরণ,
চোখোচোখী হ'তে ঘটালে প্রমাদ,
কুহু স্বরে পিক গাহিয়া!
দেখ দেখ সখি চাহিয়া।

পঞ্চম দৃশ্য

কানন

মিশ্র সিন্ধু—একতালা

অমর। দিবসরজনী, আমি যেন কার
আশায় আশায় থাকি!
(তাই) চমকিত মন, চকিত শ্রবণ,
তৃষিত আকুল আঁখি!
চঞ্চল হ'য়ে ঘুরিয়ে বেড়াই,
সদা মনে হয় যদি দেখা পাই,
"কে আসিছে" বলে' চমকিয়ে চাই,
কাননে ডাকিলে পাখী।
জাগরণে তা'রে না দেখিতে পাই,
থাকি স্বপনের আশে;
ঘুমের আড়ালে যদি ধরা দেয়,
বাঁধিব স্বপন-পাশে!
এত ভালবাসি, এত যারে চাই,
মনে হয় না ত সে যে কাছে নাই,
যেন এ বাসনা ব্যাকুল আবেগে,
তাহারে আনিবে ডাকি'!

প্রমদা, সখীগণ, অশোক ও কুমারের প্রবেশ

বাহার—ফেরতা

কুমার। সখি, সাধ করে' যাহা দেবে তাই লইব

সখীগণ। আহা মরি মরি, সাধের ভিখারী,
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণ মন!

কুমার। দাও যদি ফুল, শিরে তুলে রাখিব!

সখীগণ। দেয় যদি কাঁটা!

কুমার। তাও সহিব!

সখীগণ। আহা মরি মরি সাধের ভিখারী,
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণ মন!

কুমার। যদি একবার চাও সখি মধুর নয়ানে,
ওই আঁখি-সুধাপানে,
চিরজীবন মাতি' রহিব!

সখীগণ। যদি কঠিন কটাক্ষ মিলে!

কুমার। তাও হৃদয়ে বিঁধায়ে চিরজীবন বহিব!

সখীগণ। আহা মরি মরি সাধের ভিখারী,
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণ মন!

মিশ্র সিন্ধু—একতালা

প্রমদা। আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল,
শুধাইল না কেহ!

সে ত এল না, যারে সঁপিলাম
এই প্রাণ মন দেহ।
সে কি মোর তরে পথ চাহে,
সে কি বিরহ-গীত গাহে,
যার বাঁশরী-ধ্বনি শুনিয়ে
আমি ত্যজিলাম গেহ!

সিন্ধু—কাওয়ালি

মায়াকুমারীগণ। নিমিষের তরে সরমে বাধিল,
মরমের কথা হ'ল না!
জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে
রহিল মরম-বেদনা!

পিলু—আড়খেমটা

অশোক। (প্রমদার প্রতি)
ও গো সখি, দেখি, দেখি, মন কোথা আছে!
সখীগণ। কত কাতর হৃদয় ঘুরে ঘুরে, হের কারে যাচে!
অশোক। কি মধু কি সুধা কি সৌরভ,
কি রূপ রেখেচ লুকায়ে!
সখীগণ। কোন্ প্রভাতে কোন্ রবির আলোকে,
দিবে খুলিয়ে কাহার কাছে!
অশোক। সে যদি না আসে এ জীবনে,
এ কাননে পথ না পায়!

সখীগণ। যারা এসেচে তা'রা বসন্ত ফুরালে,
নিরাশ প্রাণে ফেরে পাছে !

সরফর্দা—কাওয়ালি

প্রমদা। এ ত খেলা নয়, খেলা নয় !
এ যে হৃদয়-দহন-জ্বালা, সখি !
এ যে, প্রাণভরা ব্যাকুলতা,
গোপন মর্ম্মের ব্যথা,
এ যে, কাহার চরণোদ্দেশে জীবন মরণ ঢালা' !
কে যেন সতত মোরে,
ডাকিয়ে আকুল করে,
যাই যাই করে প্রাণ, যেতে পারিনে !
যে কথা বলিতে চাহি,
তা বুঝি বলিতে নাহি,
কোথায় নামায়ে রাখি, সখি, এ প্রেমের ডালা !
যতনে গাঁথিয়ে শেষে, পরাতে পারিনে মালা !

মিশ্র দেশ—খেমটা

প্রথমা সখী। সে জন কে, সখী, বোঝা গেচে,
আমাদের সখি যারে মনপ্রাণ সঁপেচে !
দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া। ও সে কে, কে, কে !
প্রথমা। ওই যে তরুতলে, বিনোদ মালা গলে,
না জানি কোন্ ছলে বসে' রয়েচে !

দ্বিতীয়া। সখি কি হবে—
ও কি কাছে আসিবে কভু, কথা ক'বে!

তৃতীয়া। ও কি প্রেম জানে, ও কি বাঁধন মানে?
ও কি মায়াগুণে মন লয়েচে!

দ্বিতায়া। বিভল আঁখি তুলে আঁখি পানে চায়,
যেন কি পথ ভুলে এল কোথায়! (ও গো)

তৃতীয়া। যেন কি গানের স্বরে, শ্রবণ আচে ভরে,'
যেন কোন্ চাঁদের আলোয় মগ্ন হয়েচে!

মিশ্র ভৈরবী—একতালা

অমর। ওই মধুর মুখ জাগে মনে!
ভুলিব না এ জীবনে,
কি স্বপনে কি জাগরণে!
তুমি জান, বা, না জান,
মনে সদা যেন মধুর বাঁশরী বাজে—
হৃদয়ে সদা আছ বলে'!
আমি প্রকাশিতে পারিনে,
শুধু চাহি কাতর নয়নে!

মিশ্র ভৈরোঁ—কাওয়ালি

সখীগণ। তা'রে কেমনে ধরিবে, সখি, যদি ধরা দিলে!
প্রথমা। তা'রে কেমনে কাঁদাবে, যদি আপনি কাঁদিলে!

দ্বিতীয়া। যদি মন পেতে চাও, মন রাখ গোপনে!
তৃতীয়া। কে তা'রে বাঁধিবে, তুমি আপনায় বাঁধিলে!
সকলে। কাছে আসিলে ত কেহ কাছে রহে না!
কথা কহিলে ত কেহ কথা কহে না!
প্রথমা। হাতে পেলে ভূমিতলে ফেলে চলে' যায়!
দ্বিতীয়া। হাসিয়ে ফিরায় মুখ কাঁদিয়ে সাধিলে!

মিশ্র কানাড়া—ঢিমে তেতালা

অমর। (নিকটে আসিয়া প্রমদার প্রতি)
সকল হৃদয় দিয়ে ভালবেসেচি যারে,
সে কি ফিরাতে পারে, সখি!
সংসার বাহিরে থাকি
জানিনে কি ঘটে সংসারে!
কে জানে, হেথায় প্রাণপণে প্রাণ যারে চায়,
তা'রে পায় কি না পায় (জানিনে)
ভয়ে ভয়ে তাই এসেচি গো,
অজানা হৃদয়-দ্বারে!
তোমার সকলি ভালবাসি,
ওই রূপরাশি!
ওই খেলা, ওই গান, ওই মধু হাসি!
ওই দিয়ে আছ ছেয়ে জীবন আমারি,
কোথায় তোমার সীমা ভুবনমাঝারে!

কেদারা—খেম্‌টা

সখীগণ। তুমি কে গো, সখীরে কেন জানাও বাসনা!

দ্বিতীয়া। কে জানিতে চায়, তুমি ভালবাস, কি ভালবাস না!

প্রথমা। হাসে চন্দ্র, হাসে সন্ধ্যা, ফুল্ল কুঞ্জকানন,
হাসে হৃদয়-বসন্তে বিকচ যৌবন!
তুমি কেন ফেল শ্বাস, তুমি কেন হাস না!

সকলে। এসেচ কি ভেঙে দিতে খেলা!
সখীতে সখীতে এই হৃদয়ের মেলা!

দ্বিতীয়া। আপন দুঃখ আপন ছায়া ল'য়ে যাও!

প্রথমা। জীবনের আনন্দ-পথ ছেড়ে দাঁড়াও!

তৃতীয়া। দূর হ'তে কর পূজা হৃদয়-কমল-আসনা!

বেহাগ—কাওয়ালি

অমর। তবে সুখে থাক, সুখে থাক, আমি যাই—যাই!

প্রমদা। সখি, ওরে ডাক, মিছে খেলায় কাজ নাই!

সখীগণ। অধীরা হোয়ো না, সখি,
আশ মেটালে ফেরে না কেহ,
আশ রাখিলে ফেরে!

অমর। ছিলাম একেলা সেই আপন ভুবনে,
এসেচি এ কোথায়!
হেথাকার পথ জানিনে! ফিরে যাই!
যদি সেই বিরাম ভবন ফিরে পাই!

(প্রস্থান)

প্রমদা। সখি, ওরে ডাক ফিরে!

মিছে খেলা মিছে হেলা কাজ নাই!

সখীগণ। অধীরা হোয়ো না, সখি,

আশ মেটালে ফেরে না কেহ,

আশ রাখিলে ফেরে!

(প্রস্থান)

সিন্ধু—কাওয়ালি

মায়াকুমারীগণ। নিমেষের তরে সরমে বাধিল,

মরমের কথা হ'ল না!

জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে

রহিল মরম-বেদনা!

চোখে চোখে সদা রাখিবারে সাধ,

পলক পড়িল, ঘটিল বিষাদ,

মেলিতে নয়ন, মিলাল স্বপন,

এমনি প্রেমের ছলনা!

ষষ্ঠ দৃশ্য

গৃহ

শান্তা

অমরের প্রবেশ

কাফি—কাওয়ালি

অমর। সেই শান্তিভবন ভুবন কোথা গেল!
সেই রবি শশী তারা, সেই শোকশান্ত সন্ধ্যা-সমীরণ,
সেই শোভা, সেই ছায়া, সেই স্বপন!
সেই আপন হৃদয়ে আপন বিরাম কোথা গেল,
গৃহহারা হৃদয় লবে কাহার শরণ!
(শান্তার প্রতি) এসেচি ফিরিয়ে, জেনেচি তোমারে
এনেচি হৃদয় তব পায়—
শীতল স্নেহ-সুধা কর দান ;
দাও প্রেম, দাও শান্তি, দাও নূতন জীবন!

আলাইয়া—আড়খেমটা

মায়াকুমারীগণ। কাছে ছিলে দূরে গেলে, দূর হ'তে এস কাছে!
ভুবন ভ্রমিলে তুমি, সে এখনো বসে' আছে!
ছিল না প্রেমের আলো, চিনিতে পারিনি ভালো
এখন বিরহানলে প্রেমানল জ্বলিয়াছে!

কুকুভ—কাওয়ালি

শান্তা। দেখো ভুল করে' ভালবেস না!
আমি ভালবাসি বলে' কাছে এস না!
তুমি যাহে সুখী হও তাই কর সখা,
আমি সুখী হ'ব বলে' যেন হেস না!
আপন বিরহ ল'য়ে আছি আমি ভালো,
কি হবে চির আঁধারে নিমেষের আলো!
আশা ছেড়ে ভেসে যাই, যা হবার হবে তাই,
আমার অদৃষ্ট-স্রোতে তুমি ভেসো না!

ললিত বসন্ত—কাওয়ালি

অমর। ভুল করেছিনু ভুল ভেঙেচে!
এবার জেগেচি, জেনেচি,
এবার আর ভুল নয়—ভুল নয়!
ফিরেচি মায়ার পিছে পিছে,
জেনেচি স্বপন সব মিছে!
বিঁধেচে বাসনা-কাঁটা প্রাণে,
এ ত ফুল নয়—ফুল নয়!
পাই যদি ভালবাসা হেলা করিব না,
খেলা করিব না ল'য়ে মন!

ওই প্রেমময় প্রাণে, লইব আশ্রয় সখি,
অতল সাগর এ সংসার,
এ ত কূল নয়—কূল নয় !

(প্রমদার সখীগণের প্রবেশ)

মিশ্র দেশ—খেম্‌টা

সখীগণ। (দূর হইতে) অলি বার বার ফিরে যায়,
অলি বার বার ফিরে আসে !
তবে ত ফুল বিকাশে !

প্রথমা। কলি ফুটিতে চাহে ফোটে না, মরে লাজে মরে ত্রাসে !
ভুলি' মান অপমান, দাও মন প্রাণ, নিশিদিন রহ পাশে।

দ্বিতীয়া। ওগো, আশা ছেড়ে তবু আশা রেখে দাও,
হৃদয়-রতন-আশে !

সকলে। ফিরে এস, ফিরে এস, বন মোদিত ফুলবাসে !
আজি বিরহরজনী, ফুল্ল কুসুম, শিশির-সলিলে ভাসে !

পূরবী—কাওয়ালি

অমর। ঐ, কে আমায় ফিরে ডাকে !
ফিরে যে এসেচে তা'রে কে মনে রাখে !

কানাড়া—যৎ

মায়াকুমারীগণ। বিদায় করেচ যারে নয়ন-জলে,
এখন ফিরাব তা'রে কিসের ছলে !

আজি মধু সমীরণে, নিশীথে কুসুম-বনে,
তা'রে কি পড়েচে মনে বকুল-তলে ?
এখন ফিরাবে আর কিসের ছলে !

পূরবী—কাওয়ালি

অমর। আমি চলে' এনু বলে' কার বাজে ব্যথা !
কাহার মনের কথা মনেই থাকে !
আমি শুধু বুঝি সখি, সরল ভাষা,
সরল হৃদয় আর সরল ভালবাসা !
তোমাদের কত আছে, কত মন প্রাণ,
আমার হৃদয় নিয়ে ফেলো না বিপাকে !

কানাড়া—ঝং

মায়াকুমারীগণ। সে দিনো ত মধুনিশি, প্রাণে গিয়েছিল মিশি,
মুকুলিত দশদিশি কুসুম-দলে।
দুটি সোহাগের বাণী, যদি হ'ত কানাকানি,
যদি ঐ মালাখানি পরাতে গলে !
এখন ফিরাবে তা'রে কিসের ছলে !

ভূপালি—কাওয়ালি

শান্তা। (অমরের প্রতি)
না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁখিজলে !
ওগো কে আছে চাহিয়া শূন্য পথপানে,
কাহার জীবনে নাহি সুখ, কাহার পরাণ জ্বলে !

পড়নি কাহার নয়নের ভাষা,
বোঝনি কাহার মরমের আশা,
দেখনি ফিরে,
কার ব্যাকুল প্রাণের সাধ এসেচ দলে' !

বেহাগ—আড়াঠেকা

অমর। আমি কারেও বুঝিনে শুধু বুঝেচি তোমারে !
তোমাতে পেয়েচি আলো সংশয়-আঁধারে !
ফিরিয়াছি এ ভুবন, পাইনি ত কারো মন,
গিয়েচি তোমারি শুধু মনের মাঝারে !
এ সংসারে কে ফিরাবে, কে লইবে ডাকি,
আজিও বুঝিতে নারি, ভয়ে ভয়ে থাকি !
কেবল তোমারে জানি, বুঝেচি তোমার বাণী,
তোমাতে পেয়েচি কূল অকূল পাথারে !

(প্রস্থান)

বিভাস—আড়াঠেকা

সখীগণ। প্রভাত হইল নিশি কানন ঘুরে,
বিরহ-বিধুর হিয়া মরিল ঝুরে !
ম্লান শশী অস্ত গেল, ম্লান হাসি মিলাইল,
কাঁদিয়া উঠিল প্রাণ কাতর সুরে !

(প্রমদার প্রবেশ)

প্রমদা। চল্ সখি চল্ তবে ঘরেতে ফিরে,
যাক্ ভেসে ম্লান আঁখি নয়ন-নীরে !

যাক্ ফেটে শূন্য প্রাণ, হোক্ আশা অবসান,
হৃদয় যাহারে ডাকে থাক্ সে দূরে !

(প্রস্থান)

কানাড়া—যৎ

মায়াকুমারীগণ। মধুনিশি পূর্ণিমার, ফিরে আসে বার বার,
সে জন ফেরে না আর, যে গেচে চলে' !
ছিল তিথি অনুকূল, শুধু নিমেষের ভুল,
চিরদিন তৃষাকুল পরাণ জ্বলে !
এখন ফিরাবে তা'রে কিসের ছলে !

সপ্তম দৃশ্য

কানন

অমর, শান্তা, অন্যান্য পুরনারী ও পৌরজন

মিশ্র বসন্ত—রূপক

স্ত্রীগণ। এস এস বসন্ত ধরাতলে !

আন কুহুতান, প্রেমগান,

আন গন্ধমদভরে অলস সমীরণ ;

আন নবযৌবন-হিল্লোল, নব প্রাণ,

প্রফুল্ল নবীন বাসনা ধরাতলে !

পুরুষগণ। এস থরথর-কম্পিত, মর্ম্মর-মুখরিত

নব-পল্লব পুলকিত

ফুল-আকুল-মালতী-বল্লি-বিতানে,

সুখছায়ে, মধুবায়ে, এস, এস !

এস অরুণ-চরণ কমল-বরণ তরুণ ঊষার কোলে !

এস জ্যোৎস্না বিবশ নিশীথে,

কল-কল্লোল তটিনী-তীরে,

সুখসুপ্ত সরসী-নীরে, এস, এস !

স্ত্রীগণ। এস যৌবন-কাতর হৃদয়ে,
এস মিলন-সুখালস নয়নে,
এস মধুর সরম মাঝারে,
দাও বাহুতে বাহু বাঁধি',
নবীন কুসুম পাশে রচি' দাও নবীন মিলন বাঁধন !

সাহানা—যৎ

অমর। (শান্তার প্রতি) মধুর বসন্ত এসেচে মধুর মিলন ঘটাতে
মধুর মলয়-সমীরে মধুর মিলন রটাতে !
কুহক লেখনী ছুটায়ে, কুসুম তুলিছে ফুটায়ে,
লিখিছে প্রণয়-কাহিনী বিবিধ বরণ-ছটাতে !
হের, পুরানো প্রাচীন ধরণী, হয়েচে শ্যামলবরণী,
যেন, যৌবন-প্রবাহ ছুটিছে কালের শাসন টুটাতে ;
পুরানো বিরহ হানিছে, নবীন মিলন আনিছে,
নবীন বসন্ত আইল নবীন জীবন ফুটাতে !

মিশ্র মূলতান—কাওয়ালি

স্ত্রীগণ। আজি আঁখি জুড়াল হেরিয়ে,
মনোমোহন মিলনমাধুরী যুগল মূরতি !
পুরুষগণ। ফুলগন্ধে আকুল করে, বাজে বাঁশরী উদাস স্বরে,
নিকুঞ্জ প্লাবিত চন্দ্রকরে ;—

স্ত্রীগণ। তারি মাঝে মনোমোহন মিলনমাধুরী যুগল মূরতি!
আন আন ফুলমালা, দাও দোঁহে বাঁধিয়ে!
পুরুষগণ। হৃদয়ে পশিবে ফুলপাশ, অক্ষয় হবে প্রেমবন্ধন,
স্ত্রীগণ। চিরদিন হেরিব হে—
মনোমোহন মিলনমাধুরী যুগল মূরতি!

(প্রমদা ও সখীগণের প্রবেশ)

বেহাগ—কাওয়ালি

অমর। এ কি স্বপ্ন! এ কি মায়া!
এ কি প্রমদা! এ কি প্রমদার ছায়া!
শান্তা। (প্রমদার প্রতি) আহা কে গো তুমি মলিন বয়নে,
আধ নিমীলিত নলিন-নয়নে,
যেন আপনারি হৃদয়-শয়নে
আপনি রয়েচ লীন!
পুরুষগণ। তোমা তরে সবে রয়েচে চাহিয়া,
তোমা লাগি পিক উঠিছে গাহিয়া,
ভিখারী সমীর কানন বাহিয়া
ফিরিতেছে সারাদিন!
অমর। এ কি স্বপ্ন! এ কি মায়া!
এ কি প্রমদা! এ কি প্রমদার ছায়া!

শান্তা। যেন শরতের মেঘখানি ভেসে,
চাঁদের সভাতে দাঁড়ায়েচ এসে,
এখনি মিলাবে ম্লান হাসি হেসে,
কাঁদিয়া পড়িবে ঝরি' !

পুরুষগণ। জাগিছে পূর্ণিমা পূর্ণ নীলাম্বরে,
কাননে চামেলি ফুটে থরে থরে,
হাসিটি কখন্ ফুটিবে অধরে
রয়েচে তিয়াষ ধরি' !

অমর। এ কি স্বপ্ন ! এ কি মায়া !
এ কি প্রমদা ! এ কি প্রমদার ছায়া !

মিশ্র—ঝিঁঝিট

সখাগণ। আহা, আজি এ বসন্তে এত ফুল ফুটে,
এত বাঁশি বাজে, এত পাখী গায়,
সখীর হৃদয় কুসুম-কোমল—
কার অনাদরে আজি ঝরে' যায় !
কেন কাছে আস, কেন মিছে হাস,
কাছে যে আসিত সে ত আসিতে না চায় !
সুখে আছে যারা, সুখে থাক তা'রা,
সুখের বসন্ত সুখে হোক্ সারা,
দুখিনী নারীর নয়নের নীর,
সুখী জনে যেন দেখিতে না পায় !

তা'রা দেখেও দেখে না, তা'রা বুঝেও বুঝে না,
তা'রা ফিরেও না চায়!

ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল

শান্তা। আমি ত বুঝেচি সব, যে বোঝে না বোঝে,
গোপনে হৃদয় দুটি কে কাহারে খোঁজে!
আপনি বিরহ গড়ি', আপনি রয়েচ পড়ি',
বাসনা কাঁদিছে বসি' হৃদয়-সরোজে!
আমি কেন মাঝে থেকে, দুজনারে রাখি ঢেকে,
এমন ভ্রমের তলে কেন থাকি মজে'।

গৌড় সারং—যৎ

অশোক। (প্রমদার প্রতি) এত দিন বুঝি নাই, বুঝেচি ধীরে
ভালো যারে বাস' তা'রে আনিব ফিরে।
হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধা, দেখিতে না পায় আঁধা,
নয়ন রয়েচে ঢাকা নয়ন-নীরে!

সোহিনী—খেম্‌টা

শান্তা ও স্ত্রীগণ। চাঁদ হাস, হাস!
হারা হৃদয় দুটি ফিরে এসেচে!
পুরুষ। কত দুখে কত দূরে, আঁধার সাগর ঘুরে,
সোনার তরণী দুটি তীরে এসেচে!
মিলন দেখিবে বলে', ফিরে বায়ু কুতূহলে,
চারিধারে ফুলগুলি ঘিরে এসেচে!

সকলে। চাঁদ, হাস, হাস!
হারা হৃদয় দুটি ফিরে এসেচে!

ভৈরবী—আড়াঠেকা

প্রমদা। আর কেন, আর কেন,
দলিতে কুসুমে বহে বসন্ত সমীরণ!
ফুরায়ে গিয়াছে বেলা, এখন্ এ মিছে খেলা,
নিশান্তে মলিন দীপ কেন জ্বলে অকারণ!
সখীগণ। অশ্রু যবে ফুরায়েচে তখন্ মুছাতে এলে,
অশ্রুভরা হাসিভরা নবীন নয়ন ফেলে!
প্রমদা। এই লও, এই ধর, এ মালা তোমরা পর,
এ খেলা তোমরা খেল, সুখে থাক অনুক্ষণ!

মিশ্রখট—ঝাঁপতাল

অমর। এ ভাঙা সুখের মাঝে নয়ন-জলে,
এ মলিন মালা কে লইবে!
ম্লান আলো ম্লান আশা হৃদয়-তলে,
এ চিরবিষাদ কে বহিবে!
সুখনিশি অবসান, গেচে হাসি গেচে গান,
এখন এ ভাঙা প্রাণ লইয়া গলে,
নীরব নিরাশা কে সহিবে!

রামকেলি—কাওয়ালি

শান্তা। যদি কেহ নাহি চায়, আমি লইব,
তোমার সকল দুখ আমি সহিব!
আমার হৃদয় মন, সব দিব বিসর্জ্জন,
তোমার হৃদয়-ভার আমি বহিব!
ভুল-ভাঙা দিবালোকে, চাহিব তোমার চোখে,
প্রশান্ত সুখের কথা আমি কহিব!

(সকলের প্রস্থান)

টৌড়ি—ঝাঁপতাল

মায়াকুমারীগণ। দুখের মিলন টুটিবার নয়!
নাহি আর ভয় নাহি সংশয়!
নয়ন-সলিলে যে হাসি ফুটে গো,
রয় তাহা রয় চিরদিন রয়!

ভৈরবী—ঝাঁপতাল

প্রমদা। কেন এলি রে, ভালবাসিলি, ভালবাসা পেলিনে!
কেন সংসারেতে উঁকি মেরে চলে' গেলিনে!

সখীগণ। সংসার কঠিন বড় কারেও সে ডাকে না,
কারেও সে ধরে' রাখে না!

যে থাকে সে থাকে, আর যে যায় সে যায়,
কারো তরে ফিরেও না চায় !

প্রমদা। হায় হায়, এ সংসারে যদি না পূরিল
আজন্মের প্রাণের বাসনা,
চলে' যাও ম্লান মুখে, ধীরে ধীরে ফিরে যাও,
থেকে যেতে কেহ বলিবে না !
তোমার ব্যথা, তোমার অশ্রু তুমি নিয়ে যাবে,
আর ত কেহ অশ্রু ফেলিবে না !

(প্রস্থান)

মায়াকুমারীগণ

মিশ্র বিভাস—একতালা

সকলে। এরা, সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না,
প্রথমা। শুধু সুখ চলে' যায় !
দ্বিতীয়া। এম্‌নি মায়ার ছলনা !
তৃতীয়া। এরা ভুলে যায়, কারে ছেড়ে কারে চায় !
সকলে। তাই কেঁদে কাটে নিশি, তাই দহে প্রাণ,
তাই মান অভিমান,
প্রথমা। তাই এত হায় হায় !
দ্বিতীয়া। প্রেমে সুখ দুখ ভুলে তবে সুখ পায় !
সকলে। সখি চল, গেল নিশি, স্বপন ফুরাল,
মিছে আর কেন বল !

গান

প্রথমা। শশী ঘুমের কুহক নিয়ে গেল অস্তাচল !

সকলে। সখি চল !

প্রথমা। প্রেমের কাহিনী গান, হ'য়ে গেল অবসান !

দ্বিতীয়া। এখন্ কেহ হাসে, কেহ বসে' ফেলে অশ্রুজল !

বিবিধ-সঙ্গীত

গান

বিবিধ-সঙ্গীত

মম অন্তর উদাসে,
পল্লব-মর্ম্মরে কোন্ চঞ্চল বাতাসে ॥
জ্যোৎস্নাজড়িত নিশা
ঘুমে জাগরণে মিশা
বিহ্বল আকুল কার অঞ্চল সুবাসে ॥
থাকিতে না দেয় ঘরে
কোথায় বাহির করে
সুন্দর সুদূরে কোন্ নন্দন আকাশে।
অতীত দিনের পারে
স্মরণ-সাগর-ধারে
বেদনা লুকানো কোন্ ক্রন্দন আভাসে

কমল-বনের মধুপরাজি
এস হে কমল-ভবনে।
কি সুধাগন্ধ এসেচে আজি
নব বসন্ত-পবনে॥
অমল চরণ ঘেরিয়া পুলকে
শত শতদল ফুটিল।
বারতা তাহারি দ্যুলোকে ভূলোকে
ছুটিল ভুবনে ভুবনে॥
গ্রহে তারকায় কিরণে কিরণে
বাজিয়া উঠেচে রাগিণী।
গীতগুঞ্জন কূজন কাকলি
আকুলি উঠিছে শ্রবণে।
সাগর গাহিছে কল্লোলগাথা
বায়ু বাজাইছে শঙ্খ।
সামগান উঠে বনপল্লবে
মঙ্গলগীত জীবনে॥

কে দিল আবার আঘাত আমার
দুয়ারে!
এ নিশীথ কালে, কে আসি দাঁড়ালে,
খুঁজিতে আসিলে কাহারে॥

বহুকাল হ'ল বসন্ত দিন,
এসেছিল এক অতিথি নবীন,
আকুল জীবন করিল মগন
অকূল পুলক-পাথারে ॥

আজি এ বরষা নিবিড় তিমির,
ঝর ঝর জল, জীর্ণ কুটীর,
বাদলের বায়ে, প্রদীপ নিবায়ে,
জেগে বসে' আছি একা রে
অতিথি অজানা, তব গীতস্বর
লাগিতেছে কানে ভীষণ মধুর,
ভাবিতেছি মনে, যাব তব সনে
অচেনা অসীম আঁধারে ॥

আমাদের শান্তিনিকেতন,
আমাদের সব হ'তে আপন ॥
তা'র আকাশ-ভরা কোলে,
মোদের দোলে হৃদয় দোলে,
মোরা বারে বারে দেখি তা'রে নিত্যই নূতন ॥

মোদের তরুমূলের মেলা,
মোদের খোলা মাঠের খেলা
মোদের নীল গগনের সোহাগ-মাখা সকাল সন্ধ্যা বেলা।
মোদের শালের ছায়াবীথি
বাজায় বনের কলগীতি,
সদাই পাতার নাচে মেতে আছে আমলকি কানন॥

আমরা যেথায় মরি ঘুরে,
সে যে যায় না কভু দূরে,
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে।
মোদের প্রাণের সঙ্গে প্রাণে,
সে যে মিলিয়াছে এক তানে
মোদের ভাইয়ের সঙ্গে ভাইকে যে সে করেচে এক-মন॥

ওরে আগুন আমার ভাই
আমি তোমারি জয় গাই॥
তোমার শিকল-ভাঙা এমন রাঙা মূর্ত্তি দেখি নাই॥
তুমি দু'হাত তুলে আকাশ পানে
মেতেচ আজ কিসের গানে,
এ কি আনন্দময় নৃত্য অভয় বলিহারি যাই॥

যেদিন ভবের মেয়াদ ফুরাবে ভাই
আগল্ যাবে সরে'—
সেদিন হাতের দড়ি পায়ের বেড়ি
দিবি রে ছাই করে'।
সেদিন আমার অঙ্গ তোমার অঙ্গে
ঐ নাচনে নাচ্‌বে রঙ্গে,
সকল দাহ মিট্‌বে দাহে,
ঘুচ্‌বে সব বালাই ॥

ওরে শিকল, তোমায় কোলে করে'
দিয়েচি ঝঙ্কার।
তুমি আনন্দে ভাই রেখেছিলে
ভেঙে অহঙ্কার ॥
তোমায় নিয়ে করে' খেলা
সুখে দুঃখে কাট্‌ল বেলা,
অঙ্গ বেড়ি' দিল বেড়ি
বিনা দামের অলঙ্কার।
তোমার পরে করিনে রোষ,
দোষ থাকে ত আমারি দোষ,
ভয় যদি রয় আপন মনে
তোমায় দেখি ভয়ঙ্কর

অন্ধকারে সারারাতি
ছিলে আমার সাথের সাথী,
সেই দয়াটি স্মরি' তোমায়
করি নমস্কার ॥

আমারে কর তোমার বীণা, লহ গো লহ তুলে
উঠিবে বাজি' তন্ত্রীরাজি মোহন অঙ্গুলে ॥
কোমল তব কমলকরে,
পরশ কর পরাণপরে,
উঠিবে হিয়া গুঞ্জরিয়া তব শ্রবণ-মূলে ॥
কখনো সুখে কখনো দুখে,
কাঁদিবে চাহি তোমার মুখে,
চরণে পড়ি র'বে নীরবে, রহিবে যবে ভুলে।
কেহ না জানে কি নব তানে,
উঠিবে গীত শূন্যপানে,
আনন্দের বারতা যাবে অনন্তের কূলে ॥

সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি, নন্দন-ফুলহার
তুমি অনন্ত নববসন্ত অন্তরে আমার।

নীল অম্বর চুম্বন-নত,
চরণে ধরণী মুগ্ধ নিয়ত,
অঞ্চল ঘেরি' সঙ্গীত যত
গুঞ্জরে শতবার ॥

ঝলকিছে কত ইন্দুকিরণ পুলকিছে ফুলগন্ধ
চরণ-ভঙ্গে ললিত অঙ্গে চমকে চকিত ছন্দ।
ছিঁড়ি মর্ম্মের শত বন্ধন,
তোমাপানে ধায় যত ক্রন্দন,
লহ হৃদয়ের ফুল চন্দন
বন্দন উপহার ॥

ওহে সুন্দর, মম গৃহে আজি
পরমোৎসব রাতি।
রেখেচি কনকমন্দিরে
কমলাসন পাতি ॥

তুমি এস হৃদে এস,
হৃদিবল্লভ হৃদয়েশ,
মম অশ্রুনেত্রে কর বরিষণ
করুণ হাস্য-ভাতি ॥

তব কণ্ঠে দিব মালা,
দিব চরণে ফুলডালা,
আমি সকল কুঞ্জকানন ফিরি
এনেছি যূঁথি জাতি।
তব পদতললীনা,
বাজাব স্বর্ণ বীণা,
বরণ করিয়া লব তোমারে
মম মানস-সাথী ॥

কথা তা'রে ছিল বলিতে ॥
চোখে চোখে দেখা হ'ল পথ চলিতে ॥
বসে' বসে' দিবারাতি,
বিজনে সে কথা গাঁথি,
কত যে পূরবী রাগে,
কত ললিতে ॥

সে কথা ফুটিয়া উঠে
কুসুম-বনে,
সে কথা ব্যাপিয়া যায়
নীল গগনে ;

সে কথা লইয়া খেলি,
হৃদয়ে বাহিরে মেলি,
মনে মনে গাহি, কার
মন ছলিতে!
কথা তা'রে ছিল বলিতে ॥

———

আমার পরাণ ল'য়ে কি খেলা খেলাবে, ওগো
পরাণ-প্রিয়।
কোথা হ'তে ভেসে কূলে
লেগেচে চরণ-মূলে
তুলে দেখিয়ো ॥

এ নহে গো তৃণদল,
ভেসে-আসা ফুলফল,
এ যে ব্যথাভরা মন
মনে রাখিয়ো ॥

কেন আসে কেন যায় কেহ না জানে।
কেন আসে কাহার পাশে কিসের টানে।

রাখ যদি ভালবেসে
চিরপ্রাণ পাইবে সে,
ফেলে যদি যাও তবে
বাঁচিবে কি ও।
আমার পরাণ ল'য়ে কি খেলা খেলাবে, ওগো
পরাণ-প্রিয়॥

চিত্ত পিপাসিত রে
গীতসুধার তরে।
তাপিত শুষ্কলতা
বরণ যাচে যথা,
কাতর অন্তর মোর
লুণ্ঠিত ধূলি পরে,
গীতসুধার তরে॥

আজি বসন্ত নিশা,
আজি অনন্ত তৃষা,
আজি এ জাগ্রত প্রাণ
তৃষিত চকোর সমান
গীতসুধার তরে॥

চন্দ্র অতন্দ্র নভে
জাগিছে সুপ্ত ভবে,
অন্তর বাহির আজি
কাঁদে উদাস স্বরে
গীতসুধার তরে ॥

আড়া।
জাগি পোহাল বিভাবরী
ক্লান্ত নয়ন তব সুন্দরী ॥
ম্লান প্রদীপ উষানিল-চঞ্চল,
পাণ্ডুর শশধর গত অস্তাচল,
মুছ আঁখিজল, চল সখি চল,
অঙ্গে নীলাঞ্চল সম্বরি' ॥
শরত-প্রভাত নিরাময় নির্ম্মল,
শান্ত সমীরে কোমল পরিমল,
নির্জ্জন বনতল শিশির সুশীতল,
পুলকাকুল তরুবল্লরী।
বিরহ-শয়নে ফেলি মলিন মালিকা,
এস নব ভুবনে এস গো বালিকা,
গাঁথি লহ অঞ্চলে নব শেফালিকা,
অলকে নবীন ফুলমঞ্জরী ॥

ওগো ভাগ্যদেবী পিতামহী, মিট্‌ল আমার আশ,
এবার তবে আজ্ঞা কর, বিদায় হবে দাস॥
জীবনের এই বাসর রাতি
পোহায় বুঝি নেবে বাতি,
বঁধুর দেখা নাইক, শুধু প্রচুর পরিহাস॥
এখন থেমে গেল বাঁশি,
শুকিয়ে এল পুষ্পরাশি,
উঠ্‌ল তোমার অট্টহাসি কাঁপায়ে আকাশ।
ছিলেন যাঁরা আমায় ঘিরে
গেছেন যে যার ঘরে ফিরে,
আছ বৃদ্ধা ঠাকুরাণী মুখে টানি' বাস॥

আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল।
ভবের পদ্মপত্রে জল
সদা করছি টলমল।
মোদের আসা-যাওয়া শূন্য হাওয়া,
নাইকো ফলাফল॥
নাহি জানি করণ-কারণ,
নাহি জানি ধরণ-ধারণ,
নাহি মানি শাসন বারণ গো,—
আমরা, আপন রোখে মনের ঝোঁকে
ছিঁড়েছি শিকল॥

লক্ষ্মী তোমার বাহনগুলি
ধনে পুত্রে উঠুন ফুলি',
লুঠুন তোমার চরণধূলি গো,
আমরা স্কন্ধে ল'য়ে কাঁথা ঝুলি
ফিরব ধরাতল ॥

তোমার বন্দরেতে বাঁধাঘাটে,
বোঝাই করা সোনার পাটে,
অনেক রত্ন অনেক হাটে গো,
আমরা নোঙর-ছেঁড়া ভাঙা তরী
ভেসেচি কেবল ॥

আমরা এবার খুঁজে দেখি,
অকূলেতে কূল মেলে কি,
দ্বীপ আছে কি ভবসাগরে।
যদি সুখ না জোটে দেখ্‌ব ডুবে
কোথায় রসাতল ॥

আমরা জুটে সারাবেলা,
করব হতভাগার মেলা,
গাব গান খেল্‌ব খেলা গো।
কণ্ঠে যদি গান না আসে,
করব কোলাহল ॥

তোমরা সবাই ভালো।
(যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেচে, সেই আমাদের ভালো।)
আমাদের এই আঁধার ঘরে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালো॥

কেউ বা অতি জ্বলজ্বল,
কেউ বা ম্লান ছলছল,
কেউ বা কিছু দহন করে, কেউ বা স্নিগ্ধ আলো॥

নূতন প্রেমে নূতন বধূ
আগাগোড়া কেবল মধু,
পুরাতনে অম্লমধুর একটুকু ঝাঁঝালো॥

বাক্য যখন বিদায় করে
চক্ষু এসে পায়ে ধরে,
রাগের সঙ্গে অনুরাগে সমান ভাগে ঢালো॥

তোরা বসে' গাঁথিস্ মালা, তা'রা গলায় পরে।
কখন যে শুকায়ে যায়, ফেলে দেয় রে অনাদরে
তোরা সুধা করিস্ দান,
তা'রা সুধা করে পান,
সুধায় অরুচি হ'লে ফিরেও ত নাহি চায়,
হৃদয়ের পাত্রখানি ভেঙে দিয়ে চলে' যায়॥

তোরা কেবল হাসি দিবি, তা'রা কেবল বসে' আছে,
চোখের জল দেখিলে তা'রা, আর ত র'বে না কাছে!
প্রাণের ব্যথা প্রাণে রেখে,
প্রাণের আগুন প্রাণে ঢেকে,
পরাণ ভেঙে মধু দিবি অশ্রুছাঁকা হাসি হেসে,
বুক ফেটে কথা না বলে', শুকায়ে পড়িবি শেষে॥

কেন সারা দিন ধীরে ধীরে
বালু নিয়ে শুধু খেল তীরে॥
চলে' যায় বেলা, রেখে মিছে খেলা
ঝাঁপ দিয়ে পড় কালো নীরে।
অকূল ছানিয়ে যা' পাস তা' নিয়ে
হেসে কেঁদে চল ঘরে ফিরে।
নাহি জানি মনে কি বাসিয়া
পথে বসে' আছে কে আসিয়া?
যে ফুলের বাসে অলস বাতাসে
হৃদয় দিতেছে উদাসিয়া
যেতে হয় যদি চল নিরবধি
সেই ফুলবন তলাসিয়া॥

মনোমন্দির সুন্দরী,
স্খলদঞ্চলা   চল চঞ্চলা
অয়ি মঞ্জুলা মঞ্জরী ॥

রোষারুণরাগরঞ্জিতা,
গোপন হাস্য-   কুটিল আস্য
কপট-কলহ-গঞ্জিতা ॥

সঙ্কোচনত-অঙ্গিনী
চকিত চপল   নব কুরঙ্গ
যৌবন-বন-রঙ্গিণী ॥

অয়ি খল, ছলগুণ্ঠিতা,
লুব্ধ পবন-   ক্ষুব্ধ লোভন
মল্লিকা অবলুণ্ঠিতা ॥

নিশি না পোহাতে জীবন-প্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া
তোমার অনল দিয়া ॥
কবে যাবে তুমি সমুখের পথে
দীপ্ত শিখাটি বাহি,
আছি তাই পথ চাহি ॥

পুড়িবে বলিয়া রয়েছে আশায়
আমার নীরব হিয়া
আপন আঁধার নিয়া ॥
নিশি না পোহাতে জীবন-প্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া ॥

ওরে সাবধানী পথিক, বারেক
পথ ভুলে মর ফিরে।
খোলা আঁখি দুটো অন্ধ করে' দে
আকুল আঁখির নীরে ॥

সে ভোলা-পথের প্রান্তে রয়েছে
হারানো-হিয়ার কুঞ্জ ;
ঝরে' পড়ে' আছে কাঁটা তরুতলে
রক্ত কুসুমপুঞ্জ ;
সেথা দুইবেলা ভাঙা-গড়া খেলা
অকূল সিন্ধু-তীরে।
ওরে সাবধানী পথিক, বারেক
পথ ভুলে মর ফিরে ॥

অলকে কুসুম না দিয়ো,
শুধু শিথিল কবরী বাঁধিয়ো ॥
কাজলবিহীন সজল নয়নে
হৃদয়-দুয়ারে ঘা দিয়ো ॥
আকুল আঁচলে পথিক-চরণে
মরণের ফাঁদ ফাঁদিয়ো ।
না করিয়া বাদ মনে যাহা সাধ
নিদয়া নীরবে সাধিয়ো ॥

ভুলে ভুলে আজ ভুলময় ॥
ভুলের লতায় বাতাসের ভুলে
ফুলে ফুলে হোক ফুলময় ।
আনন্দ ঢেউ ভুলের সাগরে
উছলিয়া হোক কূলময়

প্রাণ চায়, চক্ষু না চায়
মরি এ কি তোর দুস্তর লজ্জা ।
কান্ত যে এসে ফিরে যায়
তবে কার লাগি মিথ্যা এ সজ্জা

মুখে নাহি নিঃসরে ভাষ
দহে অন্তরে নির্ব্বাক্ বহ্নি।
ওষ্ঠে কি নিষ্ঠুর হাস,
তব মর্ম্মে যে ক্রন্দন, তন্বি।
মাল্য যে দংশিছে হায়,
তোর শয্যা যে কণ্টক-শয্যা।
মিলন-সমুদ্র-বেলায়
চির- বিচ্ছেদ-জর্জ্জর মজ্জা॥

তোমার রঙীন পাতায় লিখ্‌ব প্রাণের
কোন্ বারতা।
রঙের তুলি পাব কোথা॥
সে রং ত নেই চোখের জলে,
আছে কেবল হৃদয়-তলে,
প্রকাশ করি কিসের ছলে
মনের কথা।
কইতে গেলে রইবে কি তা'র
সরলতা॥
বন্ধু তুমি বুঝ্‌বে কি মোর
সহজ বলা।
নাই যে আমার ছলা কলা।

স্থর যা ছিল, বাহির ত্যেজে
অন্তরেতে উঠল বেজে,
একলা কেবল জানে, সে যে
মোর দেবতা।
কেমন করে' করব বাহির
মনের কথা॥

গ্রাম-ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ
আমার মন ভুলায় রে।
ওরে কার পানে মন হাত বাড়িয়ে
লুটিয়ে যায় ধূলায় রে॥

ওযে আমায় ঘরের বাহির করে,
পায়ে পায়ে পায়ে ধরে—
ওযে কেড়ে আমায় নিয়ে যায় রে
যায় রে কোন্ চুলায় রে
ওযে কোন্ বাঁকে কি ধন দেখাবে,
কোন্ খানে কি দায় ঠেকাবে,
কেথায় গিয়ে শেষ মেলে যে—
ভেবেই না কুলায় রে॥

দুজনে দেখা হ'ল—মধু যামিনী রে।—
কেন কথা কহিল না—চলিয়া গেল ধীরে॥

নিকুঞ্জে দখিনা বায়, করিছে হায় হায়—
লতা পাতা দুলে দুলে ডাকিছে ফিরে ফিরে॥

দুজনের আঁখি-বারি গোপনে গেল ঝরে'—
দুজনের প্রাণের কথা প্রাণেতে গেল মরে'।
আর ত হ'ল না দেখা, জগতে দোঁহে একা,
চিরদিন ছাড়াছাড়ি যমুনা-তীরে॥

ক্ষ্যাপা তুই আছিস্ আপন খেয়াল্ ধরে'।
যে আসে তোমার পাশে সবাই হাসে দেখে' তোরে॥
জগতে যে যার আছে আপন কাজে দিবানিশি,
তা'রা পায় না বুঝে তুই কি খুঁজে ক্ষেপে বেড়াস্ জনম ভোরে

তোর নাই অবসর নাইক দোসর ভবের মাঝে,
তোরে চিন্‌তে যে চাই সময় না পাই নানান্ কাজে।
ওরে তুই কি শুনাতে এত প্রাতে মরিস্ ডেকে,
এ যে বিষম জ্বালা ঝালাফালা দিবি সবায় পাগল করে'॥

ওরে তুই কি এনেছিস্ কি টেনেছিস্ ভাবের জালে
তা'র কি মূল্য আছে কারো কাছে কোনো কালে।

আমরা লাভের কাজে হাটের মাঝে ডাকি তোমায়,
তুমি কি সৃষ্টিছাড়া নাইক সাড়া রয়েচ কোন্ নেশার ঘোরে।
এ জগৎ আপন মতে আপন পথে চলে' যাবে,
বসে' তুই আরেক কোণে নিজের মনে নিজের ভাবে,
ওরে ভাই ভাবের সাথে ভবের মিলন হবে কবে,
মিছে তুই তারি লাগি আছিস্ জাগি
না জানি কোন্ আশার জোরে॥

আমারে, পাড়ায় পাড়ায় ক্ষেপিয়ে বেড়ায়
কোন্ ক্ষ্যাপা সে।
ওরে আকাশ জুড়ে মোহন সুরে
কি যে বাজে কোন্ বাতাসে॥
গেল রে গেল বেলা, পাগলের কেমন খেলা—
ডেকে সে আকুল করে দেয় না ধরা।
তা'রে কানন গিরি খুঁজে ফিরি
কেঁদে মরি কোন্ হুতাশে॥

আমাকে যে বাঁধ্‌বে ধরে' এই হবে যার সাধন,
সে কি অম্‌নি হবে।
আপনাকে সে বাঁধা দিয়ে আমায় দেবে বাঁধন,
সে কি অম্‌নি হবে।

আমাকে যে দুঃখ দিয়ে আন্‌বে আপন বশে,
সে কি অম্‌নি হবে।
তা'র আগে তা'র পাষাণ হিয়া গল্‌বে করুণ রসে,
সে কি অম্‌নি হবে।
আমাকে যে কাঁদাবে তা'র ভাগ্যে আছে কাঁদন,
সে কি অম্‌নি হবে।

রইল ব'লে রাখ্‌লে কা'রে
হুকুম তোমার ফল্‌বে কবে।
(তোমার) টানাটানি টিক্‌বে না ভাই,
র'বার যেটা সেটাই র'বে॥

যা খুসি তাই করতে পার—
গায়ের জোরে রাখ মার—
যাঁর গায়ে সব ব্যথা বাজে
তিনি যা স'ন সেটাই স'বে॥

অনেক তোমার টাকা কড়ি,
অনেক দড়া অনেক দড়ি,
অনেক অশ্ব অনেক করী
অনেক তোমার আছে ভবে

ভাব্‌চো হবে তুমিই যা চাও,
জগৎটাকে তুমিই নাচাও,
দেখ্‌বে হঠাৎ নয়ন খুলে
হয় না যেটা সেটাও হবে ॥

সোনার পিঞ্জর ভাঙিয়ে আমার
প্রাণের পাখীটি উড়িয়া যাক্‌।
সে যে হেথা গান গাহে না,
সে যে মোরে আর চাহে না,
সুদূর কানন হইতে সে যে
শুনেচে কাহার ডাক,
পাখীটি উড়িয়ে যাক্‌।

মুদিত নয়ন খুলিয়ে আমার
সাধের স্বপন যায় রে যায়;
হাসিতে অশ্রুতে গাঁথিয়া গাঁথিয়া
দিয়েছিনু তা'র বাহুতে বাঁধিয়া,
আপনার মনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ছিঁড়িয়া ফেলেচে হায় রে হায়
সাধের স্বপন যায় রে যায় ॥

যে যায় সে যায় ফিরিয়া না চায়,
যে থাকে সে শুধু করে হায় হায়,
নয়নের জল নয়নে শুকায়
মরমে লুকায় আশা।
বাঁধিতে পারে না আদরে সোহাগে,
রজনী পোহায়, ঘুম হ'তে জাগে,
হাসিয়া কাঁদিয়া বিদায় সে মাগে,
আকাশে তাহার বাসা।
যায় যদি তবে যাক্,
একবার তবু ডাক্ ;
কি জানি যদি রে প্রাণ কাঁদে তা'র,
তবে থাক্ তবে থাক্ ॥

ওগো তোরা কে যাবি পারে ?
আমি তরী নিয়ে বসে' আছি নদী-কিনারে ॥
ও পারেতে উপবনে,
কত খেলা কত জনে
এ পারেতে ধূ ধূ মরু বারি বিনা রে ॥

এইবেলা বেলা আছে আয় কে যাবি।
মিছে কেন কাটে কাল কত কি ভাবি।

সূর্য্য পাটে যাবে নেমে,
সুবাতাস যাবে থেমে
খেয়া বন্ধ হ'য়ে যাবে সন্ধ্যা-আঁধারে ॥

আমি ফিরব না রে, ফিরব না আর ফিরব না রে-
(এমন) হাওয়ার মুখে ভাস্‌ল তরী
(কূলে) ভিড়্‌ব না আর ভিড়্‌ব না রে ॥

ছড়িয়ে গেচে সূতো ছিঁড়ে
তাই খুঁটে আজ মরব কি রে,
(এখন) ভাঙা ঘরের কুড়িয়ে খুঁটি
(বেড়া) ঘিরব না আর ঘিরব না রে ॥

ঘাটের রসি গেচে কেটে
কাঁদ্‌ব কি তাই বক্ষ ফেটে,
(এখন) পালের রসি ধরব কসি
(এ রসি) ছিঁড়ব না আর ছিঁড়ব না রে ॥

সখি, আমারি দুয়ারে কেন আসিল
নিশি-ভোরে যোগী ভিখারী ;
কেন করুণস্বরে বীণা বাজিল।

আমি   আসি যাই যতবার,
চোখে পড়ে মুখ তা'র,
তা'রে   ডাকিব কি ফিরাইব তাই ভাবি লো।
শ্রাবণে আঁধার নিশি,
শরতে বিমল নিশি,
বসন্তে দখিন বায়ু, বিকশিত উপবন।
কত ভাবে কত গীতি,
গাহিতেছে নিতি নিতি,
মন নাহি লাগে কাজে, আঁখি জলে ভাসিল ॥

আমি   চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী
তুমি   থাক সিন্ধু-পারে ওগো বিদেশিনী ॥
তোমায়   দেখেছি শারদ প্রাতে,
তোমায়   দেখেছি মাধবী রাতে,
তোমায়   দেখেছি হৃদিমাঝারে ওগো বিদেশিনী ॥
আমি   আকাশে পাতিয়া কান,
শুনেছি   শুনেছি তোমারি গান,
আমি   তোমারে সঁপেছি প্রাণ ওগো বিদেশিনী।
ভুবন ভ্রমিয়া শেষে,
আমি   এসেছি নূতন দেশে,
আমি   অতিথি তোমারি দ্বারে ওগো বিদেশিনী ॥

তুমি র'বে নীরবে হৃদয়ে মম।
নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমা-নিশীথিনী সম॥
মম জীবন যৌবন,
মম অখিল ভুবন,
তুমি ভরিবে গৌরবে নিশীথিনী সম॥
জাগিবে একাকী
তব করুণ আঁখি,
তব অঞ্চল ছায়া মোরে রহিবে ঢাকি'
মম দুঃখ বেদন,
মম সফল স্বপন,
তুমি ভরিবে সৌরভে নিশীথিনী সম॥

তোমার গোপন কথাটি সখি রেখো না মনে।
শুধু আমায়, বোলো আমায় গোপনে॥
ওগো ধীর মধুরহাসিনী বোলো ধীর মধুর ভাষে,
আমি কানে না শুনিব গো, শুনিব প্রাণের শ্রবণে॥
যবে গভীর যামিনী, যবে নীরব মেদিনী,
যবে সুপ্তিমগন বিহগ-নীড় কুসুম-কাননে,
বোলো অশ্রু-জড়িত কণ্ঠে, বোলো কম্পিত স্মিত হাসে,
বোলো মধুর-বেদন-বিধুর হৃদয়ে সরম-নমিত নয়নে॥

বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে
আমার নিভৃত নব জীবনপরে ॥
প্রভাত-কমলসম
ফুটিল হৃদয় মম
কার দুটি নিরুপম চরণ-তরে ॥

জেগে উঠে সব শোভা, সব মাধুরী,
পলকে পলকে হিয়া পুলকে পূরি।
কোথা হ'তে সমীরণ
আনে নব জাগরণ,
পরাণের আবরণ মোচন করে।
বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে ॥

লাগে বুকে সুখে দুখে কত যে ব্যথা,
কেমনে বুঝায়ে কব না জানি কথা।
আমার বাসনা আজি
ত্রিভুবনে উঠে বাজি',
কাঁপে নদী বনরাজি বেদনা-ভরে।
বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে ॥

মধুর মধুর ধ্বনি বাজে
হৃদয়-কমল-বনমাঝে ॥

গান

নিভৃতবাসিনী বীণাপাণি,
অমৃতমূরতিমতী বাণী,
হিরণ-কিরণ ছবিখানি
পরাণের কোথা সে বিরাজে :
মধুঋতু জাগে দিবানিশি,
পিককুহরিত দিশি দিশি।
মানস-মধুপ পদতলে
মূরছি পড়িছে পরিমলে।
এস দেবী, এস এ আলোকে,
একবার হেরি তোরে চোখে,
গোপনে থেকো না মনোলোকে,
ছায়াময় মায়াময় সাজে ॥

কে উঠে ডাকি'
মম বক্ষোনীড়ে থাকি',
করুণ মধুর অধীর তানে
বিরহ-বিধুর পাখী ॥
নিবিড় ছায়া গহন মায়া,
পল্লবঘন নির্জ্জন বন,
শান্ত পবনে কুঞ্জভবনে
কে জাগে একাকী ॥

যামিনী বিভোরা
নিদ্রাঘনঘোরা,
ঘন তমালশাখা,
নিদ্রাঞ্জন মাখা।
স্তিমিত তারা চেতনহারা,
পাণ্ডুগগন তন্দ্রামগন,
চন্দ্র শ্রান্ত দিকভ্রান্ত
নিদ্রালস আঁখি॥

উঠ রে মলিন মুখ, চল এইবার।
এস রে তৃষিত বুক রাখ হাহাকার॥
হের ওই গেল বেলা,
ভাঙিল ভাঙিল মেলা,
গেল সবে ছাড়ি' খেলা ঘরে যে যাহার॥
হে ভিখারী কারে তুমি শুনাইছ সুর।
রজনী আঁধার হ'ল পথ অতি দূর।
ক্ষুধিত তৃষিত প্রাণে,
আর কাজ নাহি গানে,
এখন্ বেসুর তানে বাজিছে সেতার।
উঠ রে মলিন মুখ, চল এইবার॥

বিধি ডাগর আঁখি যদি দিয়েছিল
সেকি আমারি পানে ভুলে পড়িবে না
দুটি অতুল পদতল রাতুল শতদল
জানি না কি লাগিয়া পরশে ধরাতল,
মাটির পরে তা'র করুণা মাটি হ'ল
সে কি রে মোর পথে চলিবে না॥

তব কণ্ঠপরে হ'য়ে দিশাহারা
বিধি অনেক ঢেলেছিল মধুধারা।
যদি ও মুখ মনোরম শ্রবণে রাখি মম
নীরবে অতি ধীরে ভ্রমর-গীতিসম
দুকথা বল শুধু প্রিয় বা প্রিয়তম
তাহে ত কণা মধু ফুরাবে না।
হাসিতে সুধানদী বহিছে নিরবধি,
নয়নে ভরি উঠে অমৃত-মহোদধি,
এত যে সুধা কেন সৃজিল বিধি, যদি
আমারি তৃষাটুকু পূরাবে না॥

এস এস ফিরে এস,　　বঁধু হে ফিরে এস।
আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত,
নাথ হে ফিরে এস।
ওহে নিষ্ঠুর ফিরে এস,
আমার করুণ-কোমল এস,
আমার সজল-জলদ-স্নিগ্ধকান্ত সুন্দর ফিরে এস॥
আমার নিতিসুখ ফিরে এস,
আমার চিরদুখ ফিরে এস,
আমার সব সুখদুখমন্থনধন অন্তরে ফিরে এস॥
আমার চিরবাঞ্ছিত এস,
আমার চিতসঞ্চিত এস,
ওহে চঞ্চল, হে চিরন্তন, ভুজবন্ধনে ফিরে এস॥
আমার বক্ষে ফিরিয়া এস,
আমার চক্ষে ফিরিয়া এস,
আমার শয়নে স্বপনে বসনে ভূষণে নিখিল ভুবনে এস॥
আমার মুখের হাসিতে এস,
আমার চোখের সলিলে এস,
আমার আদরে, আমার ছলনে, আমার অভিমানে ফিরে এস
আমার সকল স্মরণে এস,
আমার সকল ভরমে এস,
আমার ধরম করম সোহাগ সরম জনম মরণে এস॥

বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে।
শূন্য ঘাটে একা আমি, পার করে' লও খেয়ার নেয়ে

ভেঙে এলেম খেলার বাঁশি,
চুকিয়ে এলেম কান্না হাসি,
সন্ধ্যাবায়ে শ্রান্তকায়ে ঘুমে নয়ন আসে ছেয়ে॥

ও পারেতে ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বলিল রে,
আরতির শঙ্খ বাজে সুদূর মন্দির পরে।
এস এস শ্রান্তিহরা,
এস শান্তি সুপ্তিভরা,
এস এস তুমি এস, এস তোমার তরী বেয়ে॥

এ কি আকুলতা ভুবনে,
এ কি চঞ্চলতা পবনে

এ কি মধুর মদির-রসরাশি,
আজি শূন্য-তলে চলে ভাসি,
ঝরে চন্দ্র-করে এ কি হাসি,
ফুল-গন্ধ লুটে গগনে॥

এ কি প্রাণভরা অনুরাগে,
আজি বিশ্ব-জগত-জন জাগে,
আজি নিখিল নীল গগনে সুখ-পরশ কোথা হ'তে লাগে।
সুখে শিহরে সকল বনরাজি,
উঠে মোহন বাঁশরী বাজি',
হের, পূর্ণবিকাশিত আজি
মম অন্তর সুন্দর স্বপনে॥

আমার মন মানে না—দিন রজনী
আমি কি কথা স্মরিয়া এ তনু ভরিয়া
পুলক রাখিতে নারি।
ওগো কি ভাবিয়া মনে এ দুটি নয়নে
উথলে নয়ন-বারি—
ওগো সজনি!
সে সুধা-বচন, সে সুখ-পরশ,
অঙ্গে বাজিছে বাঁশি।
তাই শুনিয়া শুনিয়া আপনার মনে
হৃদয় হয় উদাসী,—
কেন না জানি।

ওগো বাতাসে কি কথা ভেসে চলে' আসে
আকাশে কি মুখ জাগে।
ওগো বন-মর্ম্মরে নদী নির্ঝরে
কি মধুর সুর লাগে।
ফুলের গন্ধ বন্ধুর মত
জড়ায়ে ধরিছে গলে,
আমি এ কথা এ ব্যথা সুখ-ব্যাকুলতা
কাহার চরণ-তলে
দিব নিছনি॥

পুষ্প-বনে পুষ্প নাহি, আছে অন্তরে।
পরাণে বসন্ত এল কার মন্তরে॥
মঞ্জরিল শুষ্ক শাখী, কুহরিল মৌন পাখী
বহিল আনন্দধারা মরু প্রান্তরে॥

দুখেরে করি না ডর, বিরহে বেঁধেচি ঘর,
মনঃকুঞ্জে মধুকর তবু গুঞ্জরে।
হৃদয়ে সুখের বাসা, মরমে অমর আশা,
চিরবন্দী ভালবাসা প্রাণ-পিঞ্জরে॥

বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে।
কোথা হ'তে এলে তুমি হৃদি মাঝারে ॥
ওই মুখ ওই হাসি
কেন এত ভালবাসি,
কেন গো নীরবে ভাসি অশ্রুধারে ॥
তোমারে হেরিয়া যেন জাগে স্মরণে,
তুমি চির-পুরাতন চিরজীবনে।
তুমি না দাঁড়ালে আসি'
হৃদয়ে বাজে না বাঁশি,
যত আলো যত হাসি ডুবে আঁধারে।

মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখী,
সখি, জাগো জাগো।
মেলি' রাগ-অলস আঁখি
সখি, জাগো জাগো ॥
আজি চঞ্চল এ নিশীথে
জাগ ফাল্গুন-গুণ-গীতে
অয়ি প্রথম-প্রণয়-ভীতে,
মম নন্দন অটবীতে
পিক মুহু মুহু উঠে ডাকি'—
সখি, জাগো জাগো ॥

জাগো নবীন গৌরবে,
নব বকুল-সৌরভে,
মৃদু মলয়-বীজনে
জাগো নিভৃত নির্জ্জনে।
জাগো আকুল ফুল-সাজে,
জাগো মৃদুকম্পিত লাজে,
মম হৃদয়-শয়ন মাঝে,
শুন মধুর মুরলী বাজে
মম অন্তরে থাকি' থাকি'—
সখি, জাগো জাগো॥

এবার সখি সোনার মৃগ
দেয় বুঝি দেয় ধরা।
আয় গো তোরা পুরাঙ্গনা,
আয় সবে আয় ত্বরা॥

ছুটেছিল পিয়াসভরে
মরীচিকা বারির তরে,
ধরে' তা'রে কোমল করে
কঠিন ফাঁসি পরা'॥

দয়ামায়া করিস্‌নে গো,
ওদের নয় সে ধারা।
দয়ার দোহাই মান্‌বে না গো,
একটু পেলেই ছাড়া।
বাঁধন-কাটা বন্যটাকে
মায়ার ফাঁদে ফেলাও পাকে,
ভুলাও তা'কে বাঁশির ডাকে
বুদ্ধিবিচারহরা॥

ওকে ধরিলে ত ধরা দেবে না,—ওকে
দাও ছেড়ে, দাও ছেড়ে।
মন নাই যদি দিল, নাই দিল, মন
নেয় যদি নিক্ কেড়ে॥

এ কি খেলা মোরা খেলেচি,
শুধু নয়নের জল ফেলেচি,
ওরি জয় যদি হয় জয় হোক্, মোরা
হারি যদি যাই হেরে॥

একদিন মিছে আদরে
মনে গরব সোহাগ না ধরে,
শেষে দিন না ফুরাতে ফুরাতে, সব
গরব দিয়েচে সেরে।
ভেবেছিনু ওকে চিনেচি,
বুঝি বিনা পণে ওকে কিনেচি,
ওযে আমাদেরি কিনে নিয়েচে, ওযে
তাই আসে তাই ফেরে॥

কে বলেচে তোমায় বঁধু এত দুঃখ সইতে।
আপনি কেন এলে বঁধু আমার বোঝা বইতে॥

প্রাণের বন্ধু, বুকের বন্ধু,
সুখের বন্ধু, দুখের বন্ধু,
(তোমায়) দেবো না দুখ পাব না দুখ,
হের্‌ব তোমার প্রসন্ন মুখ,
(আমি) সুখে দুঃখে পার্‌ব বন্ধু চিরানন্দে রইতে-
তোমার সঙ্গে বিনা কথায় মনের কথা কইতে॥

ও যে মানে না মানা।
আঁখি ফিরাইলে বলে—"না, না, না॥"
যত বলি "নাই রাতি,
মলিন হয়েচে বাতি",
মুখপানে চেয়ে বলে "না, না, না॥"
বিধুর বিকল হ'য়ে ক্ষ্যাপা পবনে
ফাগুন করিছে হা হা ফুলের বনে।
আমি যত বলি—"তবে
এবার যে যেতে হবে",
দুয়ারে দাঁড়ায়ে বলে—"না, না, না॥"

শুন নলিনী, খোল গো আঁখি,
ঘুম এখনো ভাঙিল না কি,
দেখ, তোমারি দুয়ার পরে
সখি, এসেচে তোমারি রবি॥
শুনি প্রভাতের গাথা মোর
দেখ, ভেঙেচে ঘুমের ঘোর,
দেখ, জগৎ জেগেচে নয়ন মেলিয়া
নূতন জীবন লভি॥
তবে, তুমি কি রূপসি জাগিবে না কো,
আমি যে তোমারি কবি॥

শুন　　　আমার কবিতা তবে,
আমি　　　গাহিব নীরব রবে
　ভবে　　　নব জীবনের গান।
　প্রভাত নীরদ, প্রভাত সমীর,
　প্রভাত বিহগ, প্রভাত শিশির,
　সমস্বরে তা'রা সকলে মিলিয়া
　　মিশাবে মধুর তান॥
তবে　　　শিশিরে মু'খানি মাজি',
সখি,　　　লোহিত বসনে সাজি',
দেখ,　　　বিমল সরসী-আরসির পরে
　　অপরূপ রূপরাশি।
তবে　　　থেকে থেকে ধীরে নুইয়া পড়িয়া
　　　নিজ মুখছায়া আধেক হেরিয়া,
　　　ললিত অধরে উঠিবে ফুটিয়া
　　সরমের মৃদু হাসি।
শুন　　　নলিনী, খোল গো আঁখি,
ঘুম　　　এখনো ভাঙিল না কি,
সখি,　　　গাহিছে তোমারি রবি
　আজি　　　তোমারি দুয়ারে আসি'॥

———

বল, গোলাপ, মোরে বল,
তুই ফুটিবি সখি কবে ?
ফুল ফুটেছে চারি পাশ,
চাঁদ হাসিছে সুধা-হাস,
বায়ু ফেলিছে মৃদু শ্বাস,
পাখী গাইছে মধুরবে,
তুই ফুটিবি সখি কবে ॥
প্রাতে পড়েছে শিশির-কণা,
সাঁঝে বহিছে দখিনা বায়,
কাছে ফুলবালা সারি সারি,
দূরে পাতার আড়ালে সাঁঝের তারা,
মু'খানি দেখিতে চায়।
বায়ু দূর হ'তে আসিয়াছে—
যত ভ্রমর ফিরিছে কাছে,
কচি কিশলয়গুলি
রয়েছে নয়ন তুলি',
তুই ফুটিবি সখি কবে ॥

বলি, ও আমার গোলাপ বালা,
তোল মু'খানি, তোল মু'খানি,
কুসুম-কুঞ্জ কর আলা ॥

গান

বলি, কিসের সরম এত,
সখি, কিসের সরম এত,
সখি, পাতার মাঝারে লুকায়ে মু'খানি
কিসের সরম এত।
হের, ঘুমায়ে পড়েচে ধরা,
হের, ঘুমায় চন্দ্র তারা,
প্রিয়ে, ঘুমায় দিক্‌বালারা,
প্রিয়ে, ঘুমায় জগৎ যত।
সখি, বলিতে মনের কথা,
বল, এমন সময় কোথা,
প্রিয়ে, তোল মু'খানি আছে গো আমার
প্রাণের কথা কত॥
আমি এমন সুধীর স্বরে,
সখি, কহিব তোমার কানে,
প্রিয়ে, স্বপনের মত সে কথা আসিয়ে
পশিবে তোমার প্রাণে।
তবে, মু'খানি তুলিয়া চাও,
সুধীরে মু'খানি তুলিয়া চাও॥

আঁধার শাখা উজল করি'
শ্যামল পাতা ঘোমটা পরি'
বিজন বনে মালতীবালা
আছিস্ কেন ফুটিয়া।
শোনাতে তোরে মনের ব্যথা
শুনিতে তোর মনের কথা
পাগল হ'য়ে মধুপ কভু
আসে না হেথা ছুটিয়া।
মলয় তব প্রণয়-আশে
ভ্রমে না হেথা আকুল শ্বাসে
পায় না চাঁদ দেখিতে তোর
সরমে মাখা মু'খানি।
শিয়রে তোর বসিয়া থাকি
মধুর স্বরে বনের পাখী
লভিয়া তোর সুরভি শ্বাস
যায় না তোরে বাখানি॥

আয়রে আয়রে সাঁঝের বা
লতাটিরে দুলিয়ে যা।
ফুলের গন্ধ দেবো তোরে
আঁচল্‌টা তোর ভরে' ভরে'॥

আয়রে আয়রে মধুকর
ডানা দিয়ে বাতাস কর্,
ভোরের বেলা গুনগুনিয়ে
ফুলের মধু যাবি নিয়ে ॥

আয়রে চাঁদের আলো আয়,
হাত বুলিয়ে দেরে গায়,
পাতার কোলে মাথা থুয়ে
ঘুমিয়ে পড়বি শুয়ে শুয়ে ॥

পাখীরে, তুই কোস্‌নে কথা,
ঐ যে ঘুমিয়ে প'ল লতা ॥

হৃদয় মোর কোমল অতি
সহিতে নারি রবির জ্যোতি
লাগিলে আলো সরমে ভয়ে
মরিয়া যায় মরমে।
ভ্রমর মোর বসিলে পাশে
তরাসে আঁখি মুদিয়া আসে
ভূতলে ঝরে' পড়িতে চাহি
আকুল হ'য়ে সরমে ॥

কোমল দেহে লাগিলে বায়
পাপড়ি মোর খসিয়া যায়
পাতার মাঝে ঢাকিয়া দেহ
রয়েচি তাই লুকায়ে।
আঁধার বনে রূপের হাসি
ঢালিব সদা সুরভিরাশি
আঁধার এই বনের কোলে
মরিব শেষে শুকায়ে॥

অনাদি অসীম অকূল সিন্ধু,
আমি যে ক্ষুদ্র অশ্রুবিন্দু॥
তোমার শীতল অতলে ফেলগো গ্রাসি',
তা'র পরে সব নীরব শান্তিরাশি,
তা'র পরে শুধু বিস্মৃতি আর ক্ষমা,—
শুধাব না আর কখন্ আসিবে অমা,
কখন্ গগনে উদিবে পূর্ণ ইন্দু॥

বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে॥
স্থলে জলে নভতলে বনে উপবনে
নদী নদে গিরিগুহা পারাবারে,
নিত্য জাগে সরস সঙ্গীত মধুরিমা,
নিত্য নৃত্যরস ভঙ্গিমা।—

নব বসন্তে, নব আনন্দ, উৎসব নব।
অতি মঞ্জুল, শুনি মঞ্জুল গুঞ্জন কুঞ্জে,
শুনি রে শুনি মর্ম্মর পল্লব-পুঞ্জে,
পিক-কূজন পুষ্পবনে বিজনে,
মৃদু বায়ু-হিল্লোল-বিলোল বিভোল বিশাল সরোবর মাঝে,
কলগীত সুললিত বাজে।
শ্যামল কান্তার পরে অনিল সঞ্চারে ধীরে,
নদীতীরে শরবনে উঠে ধ্বনি সরসর মরমর,
কত দিকে কত বাণী, নব নব কত ভাষা,
ঝর ঝর রসধারা॥

আষাঢ়ে নব আনন্দ, উৎসব নব।
অতি গম্ভীর, নীল অম্বরে ডম্বরু বাজে,
যেন রে প্রলয়ঙ্করী শঙ্করী নাচে।
করে গর্জ্জন নির্ঝরিণী সঘনে,
হের ক্ষুব্ধ ভয়াল বিশাল নিরাল পিয়াল তমাল-বিতানে
উঠে রব ভৈরব তানে।
পবন মল্লার গীত গাহিছে আঁধার রাতে ;
উন্মাদিনী সৌদামিনী রঙ্গভরে নৃত্য করে অম্বরতলে।
দিকে দিকে কত বাণী, নব নব কত ভাষা,
ঝর ঝর রসধারা॥

আশ্বিনে নব আনন্দ, উৎসব নব।
অতি নির্ম্মল, অতি নির্ম্মল উজ্জ্বল সাজে,
ভুবনে নব শারদলক্ষ্মী বিরাজে।
নব ইন্দুলেখা অলকে ঝলকে ;
অতি নির্ম্মল হাস-বিভাস-বিকাশ আকাশ নীলাম্বুজ মাঝে
শ্বেত ভুজে শ্বেত বীণা বাজে।
উঠিছে আলাপ মৃদু মধুর বেহাগ তানে,
চন্দ্রকরে উল্লসিত ফুল্লবনে ঝিল্লিরবে তন্দ্রা আনে রে,
দিকে দিকে কত বাণী, নব নব কত ভাষা,
ঝর ঝর রসধারা॥

কার হাতে যে ধরা দেবো হায়।
(তাই) ভাব্‌তে আমার বেলা যায়॥
ডান দিকেতে তাকাই যখন
বাঁয়ের লাগি কাঁদেরে মন,
বাঁয়ের দিকে ফিরলে তখন দখিন ডাকে আয়রে আয়

অনন্ত সাগর মাঝে দাও তরী ভাসাইয়া।
গেছে দুখ, গেছে সুখ, গেছে আশা ফুরাইয়া॥

সম্মুখে অনন্ত রাত্রি, আমরা দুজনে যাত্রী
সম্মুখে শয়ান সিন্ধু, দিগ্বিদিক হারাইয়া ॥
জলধি রয়েছে স্থির, ধূ-ধূ করে সিন্ধুতীর,
প্রশান্ত সুনীল নীর নীল শূন্যে মিশাইয়া।
নাহি সাড়া নাহি শব্দ, মন্ত্রে যেন সব স্তব্ধ,
রজনী আসিছে ঘিরে দুই বাহু প্রসারিয়া ॥

যে ফুল ঝরে সেই ত ঝরে ফুল ত থাকে ফুটিতে,
বাতাস তা'রে উড়িয়ে নে যায়, মাটি মেশায় মাটিতে
গন্ধ দিলে হাসি দিলে, ফুরিয়ে গেল খেলা।
ভালবাসা দিয়ে গেল, তাই কি হেলাফেলা ॥

সারা বরষ দেখিনে মা, মা তুই আমার কেমন ধারা
নয়নতারা হারিয়ে আমার অন্ধ হ'ল নয়ন-তারা ॥
এলি কি পাষাণী ওরে, দেখ্‌ব তোরে আঁখি ভরে',
কিছুতেই থামে না যে মা, পোড়া এ নয়নের ধারা ॥

আমরা বস্‌ব তোমার সনে।
তোমার সরিক হব রাজার রাজা
তোমার আধেক সিংহাসনে ॥

তোমার দ্বারী মোদের করেচে শির নত,
তা'রা জানে না যে মোদের গরব কত,
তাই বাহির হ'তে তোমায় ডাকি,
তুমি ডেকে লও গো আপন জনে ॥

আমার যাবার সময় হ'ল, আমায় কেন রাখিস্ ধরে'।
চোখের জলের বাঁধন দিয়ে বাঁধিস্‌নে আর মায়া-ডোরে
ফুরিয়েচে জীবনের ছুটি,
ফিরিয়ে নে তোর নয়ন দুটি,
নাম ধরে' আর ডাকিস্‌নে ভাই, যেতে হবে ত্বরা করে'

আমিই শুধু রইনু বাকি।
যা ছিল তা গেল চলে', রৈল যা' তা' কেবল ফাঁকি ॥
আমার বলে' ছিল যারা আর ত তা'রা দেয় না সাড়া,
কোথায় তারা কোথায় তারা, কেঁদে কেঁদে কারে ডাকি ॥
বল্ দেখি মা শুধাই তোরে, আমার কিছু রাখলি নে রে,
আমি কেবল আমায় নিয়ে, কোন্ প্রাণেতে বেঁচে থাকি ॥

যেতে হবে আর দেরি নাই।
পিছিয়ে পড়ে র'বি কত সঙ্গীরা যে গেল সবাই ॥
আয় রে ভবের খেলা সেরে, আঁধার করে' এসেচে রে,
পিছন ফিরে বারে বারে কাহার পানে চাহিস রে ভাই ॥

খেল্‌তে এল ভবের নাটে নতুন লোকে নতুন খেলা,
হেথা হ'তে আয়রে সরে' নইলে তোরে মার্‌বে ঢেলা।
নামিয়ে দেরে প্রাণের বোঝা,
আরেক দেশে চল্‌রে সোজা,
নতুন করে' বাঁধ্‌বি বাসা, নতুন খেলা খেল্‌বি সে ঠাঁই॥

আকুল কেশে আসে, চায় ম্লান নয়নে,
কেগো চির বিরহিণী,
নিশি ভোরে আঁখি জড়িত ঘুম-ঘোরে,
বিজন ভবনে, কুসুম সুরভি মৃদু পবনে
সুখ শয়নে, মম প্রভাত স্বপনে॥
শিহরি চমকি জাগি তারি লাগি।
চকিতে মিলায় ছায়াপ্রায়, শুধু রেখে যায়
ব্যাকুল বাসনা কুসুম-কাননে॥

কি রাগিণী বাজালে হৃদয়ে, মোহন মনোমোহন,
তাহা তুমি জান হে, তুমি জান॥
চাহিলে মুখপানে, কি গাহিলে নীরবে,
কিসে মোহিলে মনপ্রাণ,
তাহা তুমি জান হে, তুমি জান॥

আমি শুনি দিবারজনী, তারি ধ্বনি, তারি প্রতিধ্বনি
তুমি কেমনে মরম পরশিলে মম,
কোথা হ'তে প্রাণ কেড়ে আন,
তাহা তুমি জান হে, তুমি জান ॥

হৃদয়ের একূল ওকূল দুকূল ভেসে যায়, হায় সজনি,
উথলে নয়ন-বারি ॥
যে দিকে চেয়ে দেখি ওগো সখি,
কিছু আর চিনিতে না পারি
পরাণে পড়িয়াছে টান,
ভরা নদীতে আসে বান,
আজিকে কি ঘোর তুফান সজনি গো,
বাঁধ আর বাঁধিতে নারি ॥
কেন এমন হ'ল গো আমার এই নব-যৌবনে।
সহসা কি বহিল কোথাকার কোন্ পবনে।
হৃদয় আপনি উদাস, মরমে কিসের হুতাশ,
জানি না কি বাসনা কি বেদনা গো,
আপনা কেমনে নিবারি ॥

আমারে কে নিবি ভাই, সঁপিতে চাই আপনারে ॥
আমার এই মন গলিয়ে কাজ ভুলিয়ে
সঙ্গে তোদের নিয়ে যা'রে ॥

তোরা কোন্ রূপের হাটে, চলেছিস্ ভবের বাটে,
পিছিয়ে আছি আমি আপন ভারে,
তোদের ঐ হাসিখুসি দিবানিশি দেখে' মন কেমন করে ॥

আমার এই বাঁধা টুটে নিয়ে যা' লুটেপুটে,
পড়ে' থাক্ মনের বোঝা ঘরের দ্বারে।
যেমন ঐ এক নিমেষে বন্যা এসে ভাসিয়ে নে যায় পারাবারে

এত যে আনাগোনা, কে আছে জানাশোনা,
কে আছে নাম ধরে' মোর ডাক্‌তে পারে।
যদি সে বারেক এসে দাঁড়ায় হেসে চিন্‌তে পারি দেখে তা'রে

মনে র'য়ে গেল মনের কথা,
শুধু চোখের জল প্রাণের ব্যথা ॥
মনে করি দুটি কথা বলে' যাই, কেন মুখের পানে চেয়ে চলে' যাই,
সে যদি চাহে মরি যে তাহে, কেন মুদে আসে আঁখির পাতা ॥
ম্লান মুখে সখি সে যে চলে' যায়, ও তা'রে ফিরায়ে
ডেকে নিয়ে আয়,
বুঝিল না সে যে কেঁদে গেল, ধূলায় লুটাইল হৃদয়-লতা ॥

ওলো সই, ওলো সই,
আমার ইচ্ছা করে তোদের মত মনের কথা কই ॥
ছড়িয়ে দিয়ে পা দু'খানি, কোণে বসে' কানাকানি,
কভু হেসে, কভু কেঁদে চেয়ে বসে' রই ॥
ওলো সই, ওলো সই
তোদের আছে মনের কথা, আমার কাছে কই।
আমি কি বলিব—কার কথা, কোন্ সুখ, কোন্ ব্যথা,
নাই কথা, তবু সাধ শত কথা কই ॥
ওলো সই, ওলো সই,
তোদের এত কি বলিবার আছে, ভেবে অবাক্ হই।
আমি একা বসি সন্ধ্যা হ'লে, আপনি ভাসি নয়ন-জলে,
কারণ কেহ শুধাইলে নীরব হ'য়ে রই ॥

শুধু যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাসা,
শুধু আলো আঁধারে কাঁদা হাসা ॥
শুধু দেখা পাওয়া, শুধু ছুঁয়ে যাওয়া,
শুধু দূরে যেতে যেতে কেঁদে চাওয়া,
শুধু নব দুরাশায় আগে চলে' যায়,
পিছে ফেলে যায় মিছে আশা ॥
অশেষ বাসনা ল'য়ে ভাঙা বল,
প্রাণপণ কাজে পায় ভাঙা ফল,

ভাঙা তরী ধরে' ভাসে পারাবারে,
ভাব কেঁদে মরে ভাঙা ভাষা।
হৃদয়ে হৃদয়ে আধ পরিচয়,
আধখানি কথা সাঙ্গ নাহি হয়,
লাজে ভয়ে ত্রাসে, আধ বিশ্বাসে,
শুধু আধখানি ভালবাসা॥

বড় বেদনার মত বেজেচ তুমি হে আমার প্রাণে।
মন যে কেমন করে মনে মনে তাহা মনই জানে॥
তোমারে হৃদয়ে করে', আছি নিশিদিন ধরে',
চেয়ে থাকি আঁখি ভরে' মুখের পানে॥
বড় আশা বড় তৃষা বড় আকিঞ্চন, তোমারি লাগি।
বড় সুখে বড় দুখে বড় অনুরাগে রয়েচি জাগি।
এ জন্মের মত আর, হ'য়ে গেচে যা হবার,
ভেসে গেচে মন প্রাণ মরণটানে॥

ধীরে ধীরে প্রাণে আমার এস হে।
মধুর হাসিয়ে ভালবেস হে॥
হৃদয়-কাননে ফুল ফুটাও, আধ নয়নে সখি চাও চাও,
পরাণ কাঁদিয়ে দিয়ে হাসিখানি হেস হে॥

মধুর মিলন।
হাসিতে মিলেচে হাসি নয়নে নয়ন ॥
মর-মর মৃদুবাণী মর-মর মরমে,
কপোলে মিলায় হাসি সুমধুর সরমে,
নয়নে স্বপন ॥
তারাগুলি চেয়ে আছে কুসুম গাছে গাছে,
বাতাস চুপি চুপি ফিরিছে কাছে কাছে।
মালাগুলি গেঁথে নিয়ে, আড়ালে লুকাইয়ে,
সখীরা নেহারিব দোঁহার আনন,
হেসে আকুল হ'ল বকুল কানন—
(আমরি মরি) ॥

হাসিরে কি লুকাবি লাজে।
চপলা সে বাঁধা পড়ে না যে ॥
রুধিয়া অধর-দ্বারে
ঝাঁপিয়া রাখিলি যারে,
কখন্ সে ছুটে এল নয়ন-মাঝে ॥

মলিন মুখে ফুটুক্ হাসি
জুড়াক্ দুনয়ন ॥
মলিন বসন ছাড় সখি
পর আভরণ ॥

অশ্রু-ধোয়া কাজল-রেখা
আবার চোখে দিক না দেখা,
শিথিল বেণী তুলুক বেঁধে
কুসুম-বন্ধন ॥

ও কেন চুরি করে' চায়।
লুকোতে গিয়ে হাসি হেসে পলায় ॥

বনপথে ফুলের মেলা হেলে ছলে করে খেলা—
চকিতে সে চমকিয়ে কোথা দিয়ে যায় ॥

কি যেন গানের মত বেজেচে কানের কাছে,
যেন তা'র প্রাণের কথা আধেকখানি শোনা গেচে
পথেতে যেতে চলে' মালাটি গেচে ফেলে—
পরাণের আশাগুলি গাঁথা যেন তায় ॥

ফিরায়ো না মুখখানি, রাণী, ওগো রাণী ॥
ভ্রূভঙ্গ তরঙ্গ কেন আজি সুনয়নি,
হাসিরাশি গেচে ভাসি',
কোন্ দুখে সুধামুখে নাহি বাণী ॥

আমারে মগন কর তোমার মধুর কর-পরশে সুধা-সরসে,
প্রাণমন পূরিয়া দাও নিবিড় হরষে ;
হের শশী সুশোভন, সজনি সুন্দরী রজনী,
তৃষিত মধুপসম কাতর হৃদয় মম,
কোন প্রাণে আজি ফিরাবে তা'রে পাষাণী ॥

তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়,
কোন্‌খানে রে কোন্ পাষাণের ঘায় ॥
নবীন তরী নতুন চলে,
দিইনি পাড়ি অগাধ জলে,
বাহি তা'রে খেলার ছলে কিনার কিনারায় ॥
ভেসেছিল স্রোতের ভরে,
একা ছিলেম কর্ণ ধরে',
লেগেছিল পালের পরে মধুর মৃদু বায় ।
সুখে ছিলেম আপন মনে,
মেঘ ছিল না গগন-কোণে,
লাগ্‌বে তরী কুসুমবনে, ছিলেম সেই আশায় ॥

ওর মানের এ বাঁধ টুট্‌বে না কি টুট্‌বে না ।
ওর মনের বেদন থাক্‌বে মনে প্রাণের কথা ফুট্‌বে না ॥

কঠিন পাষাণ বক্ষে ল'য়ে
নাই সে রৈল অটল হ'য়ে,
প্রেমেতে ঐ পাথর ক্ষয়ে চোখের জল কি ছুটবে না

কেন ধরে' রাখা, ও যে যাবে চলে',
মিলন-যামিনী গত হ'লে ॥
স্বপন-শেষে নয়ন মেলো,
নিব-নিব দীপ নিবায়ে ফেলো,
কি হবে শুকানো ফুলদলে,
মিলন-যামিনী গত হ'লে ॥
জাগে শুকতারা, ডাকিছে পাখী,
উষা সকরুণ অরুণ আঁখি।
এস প্রাণপণ হাসিমুখে,
বল, "যাও সখা, থাক সুখে।"
ডেকো না রেখো না আঁখিজলে,
মিলন-যামিনী গত হ'লে ॥

মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে আয়—
তা'রে এগিয়ে নিয়ে আয় ॥
চোখের জলে মিশিয়ে হাসি ঢেলে দে তা'র পায়—
ওরে ঢেলে দে তা'র পায় ॥

আস্‌চে পথে ছায়া পড়ে',
আকাশ এল আঁধার করে',
শুষ্ক কুসুম পড়বে ঝরে'
সময় বহে' যায়
ওরে সময় বহে' যায় ॥

তুমি যেয়ো না এখনি।
এখনো আছে রজনী ॥
পথ বিজন, তিমির সঘন,
কানন কণ্টকতরু-গহন, আঁধার ধরণী ॥
বড় সাধে জ্বালিনু দীপ, গাঁথিনু মালা,
চিরদিনে বঁধু পাইনু হে তব দরশন।
আজি যাব অকূলের পারে,
ভাসাব প্রেম-পারাবারে জীবন-তরণী ॥

তবে শেষ করে' দাও শেষ গান, তা'র পরে যাই চলে'।
তুমি ভুলে যেয়ো এ রজনী, আজ রজনী ভোর হ'লে ॥
বাহু-ডোরে বাঁধি কারে,
স্বপ্ন কভু বাঁধা পড়ে,
বক্ষে শুধু বাজে ব্যথা, আঁখি ভাসে জলে ॥

তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে’।
যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে’ যায় নব প্রেম-জালে
যদি থাকি কাছাকাছি
দেখিতে না পাও ছায়ার মতন আছি না আছি—
তবু মনে রেখো ॥
যদি জল আসে আঁখি-পাতে,
এক দিন যদি খেলা থেমে যায় মধুরাতে,
এক দিন যদি বাধা পড়ে কাজে শারদ-প্রাতে—
তবু মনে রেখো ॥
যদি পড়িয়া মনে,
ছল ছল জল নাই দেখা দেয় নয়ন-কোণে—
তবু মনে রেখো ॥

গহন ঘন বনে, পিয়াল তমাল সহকার-ছায়ে,
সন্ধ্যা-বায়ে তৃণ-শয়নে মুগ্ধ নয়নে রয়েচি বসি’ ॥
শ্যামল পল্লবভার আঁধারে মর্ম্মরিছে,
বায়ুভরে কাঁপে শাখা,
বকুলদল পড়ে খসি’ ॥
স্তব্ধনীড়ে নীরব বিহগ,
নিস্তরঙ্গ নদীপ্রান্তে অরণ্যের নিবিড় ছায়া।

ঝিল্লিমন্ত্রে তন্দ্রাপূর্ণ জলস্থল শূন্যতল,
চরাচরে স্বপনের মায়া।
নির্জ্জন হৃদয়ে মোর জাগিতেছে সেই মুখ-শশী

একি হরষ হেরি কাননে।
পরাণ বিহ্বল, স্বপন বিজড়িত মোহমদিরাকুল নয়নে ॥
ফুলে ফুলে করিছে কোলাকুলি,
বনে বনে বহিছে সমীরণ নব পল্লবে হিল্লোল তুলিয়ে,
বসন্ত-পরশে বন শিহরে,
কি জানি কোথা পরাণ মন ধাইছে বসন্ত-সমীরণে ॥

সাজাব তোমারে হে ফুল দিয়ে দিয়ে,
নানা বরণের বনফুল দিয়ে দিয়ে ॥
আজি বসন্ত-রাতে পূর্ণিমা-চন্দ্র-করে,
দক্ষিণ-পবনে, প্রিয়ে,
সাজাব তোমারে হে ফুল দিয়ে দিয়ে

হায় রে সেই ত বসন্ত ফিরে এল, হৃদয়ের বসন্ত ফুরায়।
সব মরুময়, মলয়-অনিল এসে কেঁদে শেষে ফিরে চলে' যায় ॥

কত শত ফুল ছিল হৃদয়ে, ঝরে' গেল, আশালতা শুকাল,
পাখীগুলি দিকে দিকে চলে' যায়।
শুকান পাতায় ঢাকা বসন্তের মৃত কায়,
প্রাণ করে হায় হায়॥
ফুরাইল সকলি।
প্রভাতের মৃদু হাসি, ফুলের রূপরাশি, ফিরিবে কি আর।
কি বা জোছনা ফুটিত রে, কি বা যামিনী,
সকলি হারাল, সকলি গেল রে চলিয়া, প্রাণ করে হায় হায়

গহন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া,
স্তিমিত দশদিশি, স্তম্ভিত কানন,
সব চরাচর আকুল—কি হবে কে জানে,
ঘোরা রজনী, দিক-ললনা ভয়বিভলা॥
চমকে চমকে সহসা দিক্ উজলি,
চকিতে চকিতে মাতি' ছুটিল বিজলি,
থরথর চরাচর পলকে ঝলকিয়া,
ঘোর তিমিরে ছায় গগন মেদিনী ;
গুরুগুরু নীরদ গরজনে স্তব্ধ আঁধার ঘুমাইছে,
সহসা উঠিল জেগে প্রচণ্ড সমীরণ কড়কড় বাজ

ঝরঝর বরিষে বারিধারা।
হায় পথবাসী, হায় গতিহীন, হায় গৃহহারা॥

ফিরে বায়ু হাহাস্বরে, ডাকে কারে
জনহীন অসীম প্রান্তরে,
রজনী আঁধারা ॥
অধীরা যমুনা তরঙ্গ-আকুলা অকূলা রে, তিমির-দুকূলা রে।
নিবিড় নীরদ গগনে গরগর গরজে সঘনে,
চঞ্চল চপলা চমকে নাহি শশী-তারা ॥

আয় লো সজনী সবে মিলে!
ঝরঝর বারিধারা—মৃদু মৃদু গুরু গুরু গর্জন,
এ বরষাদিনে হাতে হাতে ধরি' ধরি'
গাব মোরা লতিকা-দোলায় দুলে।
ফুটাব যতনে কেতকী কদম্ব অগণন, মাখাব বরণ ফুলে ফুলে
পিয়াব নবীন সলিল, পিয়াসিত তরুলতা,
লতিকা বাঁধিব গাছে তুলে ॥
বনেরে সাজায়ে দিব, গাঁথিব মুকুতাকণা পল্লব-শ্যামদুকূলে।
নাচিব সখী সবে নব-ঘন-উৎসবে বিকচ-বকুল-তরুমূলে ॥

আজ আস্‌বে শ্যাম গোকুলে ফিরে।
আবার বাজ্‌বে বাঁশি যমুনাতীরে ॥
আমরা কি কর্‌ব, কি বেশ ধর্‌ব, কি মালা পর্‌ব,
বাঁচ্‌ব কি মর্‌ব সুখে, কি তা'রে বল্‌ব, কথা কি র'বে মুখে

শুধু তা'র মুখপানে চেয়ে চেয়ে দাঁড়ায়ে
ভাস্‌ব নয়ন-নীরে ॥

মা, একবার দাঁড়া গো হেরি চন্দ্রানন।
আঁধার করে' কোথায় যাবি শূন্য ভবন ॥
মধুর মুখ হাসি হাসি, অমিয় রাশি রাশি মা,
ও হাসি কোথায় নিয়ে যাস্ রে,
আমরা কি দেখে জুড়াব জীবন ॥

কি হ'ল আমার, বুঝি বা সজনি,
হৃদয় হারিয়েছি।
প্রভাত-কিরণে সকাল বেলাতে,
মন ল'য়ে সখি গেছিনু খেলাতে,
মন কুড়াইতে, মন ছড়াইতে,
মনের মাঝারে খেলি' বেড়াইতে,
মন-ফুল দলি' চলি' বেড়াইতে,
সহসা সজনি, চেতন পাইয়া,
সহসা সজনি, দেখিনু চাহিয়া,
রাশি রাশি ভাঙা হৃদয় মাঝারে
হৃদয় হারিয়েছি।
পথের মাঝেতে, খেলাতে খেলাতে,
হৃদয় হারিয়েছি ॥

যদি কেহ, সখি, দলিয়া যায়,
তা'র পর দিয়া চলিয়া যায়।
শুকায়ে পড়িবে, ছিঁড়িয়া পড়িবে,
দলগুলি তা'র ঝরিয়া পড়িবে,
যদি কেহ, সখি, দলিয়া যায়।
আমার কুসুম-কোমল হৃদয়,
কখনো সহেনি রবির কর,
আমার মনের কামিনী-পাপড়ি,
সহেনি ভ্রমর-চরণ ভর।
চিরদিন সখি, বাতাসে খেলিত,
জ্যোৎস্না-আলোকে নয়ন মেলিত,
সুধা-পরিমলে অধর ভরিয়া,
লোহিত রেণুর সিঁদুর পরিয়া,
ভ্রমরে ডাকিত হাসিতে হাসিতে,
কাছে এলে তা'রে দিত না বসিতে,
সহসা আজ সে হৃদয় আমার
কোথায় হারিয়েছি॥

কেন নয়ন আপনি ভেসে যায় (জলে)।
কেন মন কেন এমন করে॥
যেন সহসা কি কথা মনে পড়ে,
মনে পড়ে না গো তবু মনে পড়ে॥

চারিদিকে সব মধুর নীরব
কেন আমারি পরাণ কেঁদে মরে,
কেন মন কেন এমন কেন রে ॥
যেন কাহার বচন দিয়েচে বেদন,
যেন কে ফিরে গিয়েচে অনাদরে,
বাজে তারি অযতন প্রাণের পরে।
যেন সহসা কি কথা মনে পড়ে
মনে পড়ে না গো, তবু মনে পড়ে ॥

ফুলে ফুলে ঢলে' ঢলে' বহে কিবা মৃদুবায়—
তটিনী হিল্লোল তুলে কল্লোলে চলিয়া যায় ॥
পিক কিবা কুঞ্জে কুঞ্জে কুহু কুহু কুহু গায়—
কি জানি কিসের লাগি প্রাণ করে হায় হায় ॥

এখনো তা'রে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশি শুনেচি,
মন প্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেচি ॥
শুনেচি মূরতি কালো, তা'রে না দেখাই ভালো,
সখি বল, আমি জল আনিতে যমুনায় যাব কি ॥
শুধু স্বপনে এসেছিল সে, নয়ন-কোণে হেসেছিল সে,
সে অবধি সই, ভয়ে ভয়ে রই, আঁখি মেলিতে
ভেবে সারা হই।

কানন-পথে যে খুসি সে যায়, কদমতলে যে খুসি সে চায়,
সখি আমি আঁখি তুলে কারো পানে চাব কি ॥

মন জানে মনোমোহন আইল, মন জানে সখি।
তাই কেমন করে আজি আমার প্রাণে ॥
তারি সৌরভ বহি' বহিল কি সমীরণ
আমার পরাণ পানে ॥

(কাননে) এত ফুল কে ফুটালে !
লতা পাতায় এত হাসি তরঙ্গ, মরি কে উঠালে ॥
সজনীর বিয়ে হবে, ফুলেরা শুনেচে সবে,
সে কথা কে রটালে ॥

আমাদের সখিরে কে নিয়ে যাবে রে।
তা'রে কেড়ে নেব, ছেড়ে দেবো না ॥
কে জানে কোথা হ'তে কে এসেচে,
কেন সে মোদের সখী নিতে আসে, দেবো না ॥
সখীরা পথে গিয়ে দাঁড়াব, হাতে তা'র ফুলের বাঁধন জড়াব,
বেঁধে তায় রেখে দিব কুসুম-বনে,
সখীরে নিয়ে যেতে দেবো না ॥

দেখ ঐ কে এসেচে, চাও সখি চাও।
আকুল পরাণ ওর, আঁখি হিল্লোলে নাচাও সখি ॥
তৃষিত নয়ানে চাহে মুখপানে,
হাসি-সুধা দানে বাঁচাও সখি ॥

আর কি আমি ছাড়ব তোরে
মন দিয়ে মন নাই বা পেলেম,
জোর করে' রাখিব ধরে' ॥
শূন্য করে' হৃদয়-পুরী,
মন যদি করিলে চুরি,
তুমিই তবে থাক সেথায় শূন্য হৃদয় পূর্ণ করে'

ওগো হৃদয়-বনের শিকারী,
মিছে তা'রে জালে ধরা, যে তোমারি ভিখারী
সহস্রবার পায়ের কাছে,
আপনি যে জন মরে' আছে,
নয়নবাণের খোঁচা খেতে সে যে অনধিকারী ॥

ওগো দয়াময়ী চোর,
এত দয়া মনে তোর ॥

বড় দয়া করে' কণ্ঠে আমার জড়াও মায়ার ডোর।
বড় দয়া করে' চুরি করি লও শূন্য হৃদয় মোর॥

কেন রে চাস্ ফিরে ফিরে, চলে' আয় রে চলে' আয়,
এরা প্রাণের কথা বোঝে না যে—হৃদয়-কুসুম দলে' যায়।
হেসে হেসে গেয়ে গান
দিতে এসেছিলি প্রাণ,
নয়নের জল সাথে নিয়ে, চলে' আয় রে চলে' আয়॥

কেহ কারো মন বুঝে না, কাছে এসে সরে' যায়,
সোহাগের হাসিটি কেন চোখের জলে মরে' যায়॥
বাতাস যখন কেঁদে গেল, প্রাণ খুলে ফুল ফুটিল না,
সাঁঝের বেলায় একাকিনী কেন রে ফুল ঝরে' যায়॥
মুখের পানে চেয়ে দেখ, আঁখিতে মিলাও আঁখি,
মধুর প্রাণের কথা প্রাণেতে রেখ না ঢাকি।
এ রজনী রহিবে না, আর কথা হইবে না,
প্রভাতে রহিবে শুধু হৃদয়ের হায় হায়॥

নয়ন মেলে দেখি আমায় বাঁধন বেঁধেচে।
গোপনে কে এমন করে' এ ফাঁদ্ ফেঁদেচে

বসন্ত-রজনী শেষে
বিদায় নিতে গেলেম হেসে,
যাবার বেলায় বঁধু আমায় কাঁদিয়ে কেঁদেচে ॥

ভালবাসিলে যদি সে ভালো না বাসে, কেন সে দেখা দিল।
মধু অধরের মধুর হাসি প্রাণে কেন বরষিল ॥
দাঁড়ায়ে ছিলেম পথের ধারে, সহসা দেখিলেম তা'রে,
নয়ন দুটি তুলে কেন মুখের পানে চেয়ে গেল ॥

আজ তোমারে দেখ্‌তে এলেম অনেক দিনের পরে ॥
ভয় কোরো না সুখে থাক, বেশি ক্ষণ থাক্‌ব না ক.
এসেচি দণ্ড দুয়ের তরে ॥
দেখ্‌ব শুধু মুখখানি, শুনাও যদি শুন্‌ব বাণী,
না হয় যাব আড়াল থেকে হাসি দেখে দেশান্তরে ॥

বঁধুয়া, অসময়ে কেন হে প্রকাশ।
সকলি যে স্বপ্ন বলে' হতেচে বিশ্বাস ॥
তুমি গগনেরি তারা,
মর্ত্ত্যে এলে পথহারা,
এলে ভুলে অশ্রুজলে আনন্দেরি হাস ॥

পুরানো সে দিনের কথা ভুল্‌ব কি রে হায়।
ও সেই চোখের দেখা, প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায়॥

আয় আরেকটিবার আয় রে সখা, প্রাণের মাঝে আয়,
মোরা সুখের দুখের কথা কব, প্রাণ জুড়াবে তায়॥

মোরা ভোরের বেলায় ফুল তুলেচি, দুলেচি দোলায়,
বাজিয়ে বাঁশি গান গেয়েচি, বকুলের তলায়॥

মাঝে হ'ল ছাড়াছাড়ি, গেলেম কে কোথায়—
আবার দেখা যদি হ'ল সখা, প্রাণের মাঝে আয়॥

সে আসে ধীরে,
যায় লাজে ফিরে।
রিনিকি রিনিকি রিনিঝিনি মঞ্জু মঞ্জু মঞ্জীরে,
রিনিঝিনি ঝিল্লীরে॥

বিকচ নীপকুঞ্জে
নিবিড় তিমিরপুঞ্জে
কুন্তল-ফুল-গন্ধ আসে অন্তর মন্দিরে,
উন্মদ সমীরে॥

শঙ্কিত চিত কম্পিত অতি
অঞ্চল উড়ে চঞ্চল।
পুষ্পিত তৃণবীথি,
ঝঙ্কৃত বনগীতি,
কোমল-পদপল্লবতল-চুম্বিত ধরণীরে,
নিকুঞ্জ কুটীরে ॥

কাছে তা'র যাই যদি কত যেন পায় নিধি
তবু হরষের হাসি ফুটে ফুটে ফুটে না।
কখনো বা মৃদু হেসে আদর করিতে এসে
সহসা সরমে বাধে মন উঠে উঠে না ॥
রোষের ছলনা করি' দূরে যাই, চাই ফিরি',
চরণ বারণ করে' উঠে উঠে উঠে না ;
কাতর নিশ্বাস ফেলি', আকুল নয়ন মেলি'
চাহি থাকে, লাজ-বাঁধ তবু টুটে টুটে না ॥
যখন ঘুমায়ে থাকি মুখপানে মেলি' আঁখি
চাহি থাকে দেখি' দেখি' সাধ যেন মিটে না,
সহসা উঠিলে জাগি', তখন কিসের লাগি
সরমেতে মরে' গিয়ে কথা যেন ফুটে না ॥

জাতীয় সঙ্গীত

আগে চল্, আগে চল্, ভাই।
পড়ে' থাকা পিছে, মরে' থাকা মিছে,
বেঁচে মরে' কি বা ফল ভাই।
আগে চল্, আগে চল্ ভাই॥

প্রতি নিমেষেই যেতেছে সময়,
দিনক্ষণ চেয়ে থাকা কিছু নয়,
সময় সময় করে' পাঁজিপুঁথি ধরে'
সময় কোথা পাবি, বল্ ভাই।
আগে চল্, আগে চল্, ভাই।

অতীতের স্মৃতি, তারি স্বপ্ন নিতি,
গভীর ঘুমের আয়োজন,
স্বপনের সুখ, সুখের ছলনা,
আর নাহি তাহে প্রয়োজন।

দুঃখ আছে কত, বিঘ্ন শত শত,
জীবনের পথে সংগ্রাম সতত,
চলিতে হইবে পুরুষের মত
হৃদয়ে বহিয়া বল, ভাই।
আগে চল্, আগে চল্ ভাই॥

গান

দেখ যাত্রী যায়, জয়-গান গায়,
রাজপথে গলাগলি,
এ আনন্দস্বরে, কে রয়েচে ঘরে,
কোণে করে দলাদলি।

বিপুল এ ধরা, চঞ্চল সময়,
মহাবেগবান্ মানব-হৃদয়,
যারা বসে' আছে তা'রা বড় নয়,
ছাড় ছাড় মিছে ছল্ ভাই।
আগে চল্, আগে চল্ ভাই

পিছায়ে সে আছে তা'রে ডেকে নাও,
নিয়ে যাও সাথে করে',
কেহ নাহি আসে, একা চলে' যাও
মহত্ত্বের পথ ধরে'।

পিছু হ'তে ডাকে মায়ার কাঁদন,
ছিঁড়ে চলে' যাও মোহের বাঁধন,
সাধিতে হইবে প্রাণের সাধন—
মিছে নয়নের জল, ভাই।
আগে চল্, আগে চল্, ভাই

চিরদিন আছি ভিখারীর মত
জগতের পথ-পাশে,
যারা চলে' যায় কৃপা-চক্ষে চায়,
পদধূলা উড়ে আসে।

ধূলিশয্যা ছাড়ি' উঠ উঠ সবে,
মানবের সাথে যোগ দিতে হবে,
তা যদি না পার, চেয়ে দেখ তবে
ওই আছে রসাতল, ভাই।
আগে চল্, আগে চল্, ভাই॥

আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে।
কে আছ জাগিয়া পূরবে চাহিয়া
বল, উঠ উঠ সঘনে, গভীর নিদ্রা-মগনে॥

দেখ, তিমির রজনী যায় ওই,
হাসে ঊষা নব জ্যোতির্ম্ময়ী,
নব আনন্দে, নব জীবনে,
ফুল্ল কুসুমে, মধুর পবনে, বিহগকলকূজনে

হের, আশার আলোকে জাগে শুকতারা উদয়-অচল পথে
কিরণ-কিরীটে তরুণ তপন উঠিছে অরুণ-রথে।
চল যাই কাজে, মানব-সমাজে,
চল বাহিরিয়া জগতের মাঝে,
থেকো না মগন শয়নে, থেকো না মগন স্বপনে।
যায় লাজ ত্রাস আলস বিলাস কুহক মোহ যায়।
ঐ দূর হয় শোক সংশয় দুঃখ স্বপনপ্রায়।
ফেল জীর্ণ চীর পর নব সাজ,
আরম্ভ কর জীবনের কাজ,
সরল সবল আনন্দ মনে, অমল অটল জীবনে॥

তবু পারিনে সঁপিতে প্রাণ।
পলে পলে মরি, সেও ভালো, সহি পদে পদে অপমান॥
আপনারে শুধু বড় বলে' জানি,
করি হাসাহাসি, করি কানাকানি,
কোটরে রাজত্ব ছোট ছোট প্রাণী, ধরা করি সরা জ্ঞান॥
অগাধ আলস্যে বসি ঘরের কোণে ভা'য়ে ভা'য়ে করি রণ
আপনার জনে ব্যথা দিতে মনে, তা'র বেলা প্রাণপণ।
আপনার দোষে পরে করি দোষী,
আনন্দে সবার গায়ে ছড়াই মসী,
আপন কলঙ্ক উঠেছে উচ্ছ্বসি, রাখিবার নাই স্থান।

কথার বাঁধুনী কাঁদুনীর পালা চোখে নাই কারো নীর,
আবেদন আর নিবেদনের থালা বহে' বহে' নত শির।
কাঁদিয়ে সোহাগ ছি ছি এ কি লাজ,
জগতের মাঝে ভিখারীর সাজ,
আপনি করিনে আপনার কাজ, পরের পরে অভিমান।
আপনি নামাও কলঙ্ক-পসরা, যেও না পরের দ্বার ;
পরের পায়ে ধরে' মান ভিক্ষা করা, সকল ভিক্ষার ছার।
দাও দাও বলে' পরের পিছু পিছু
কাঁদিয়ে বেড়ালে মেলে না ত কিছু,
মান পেতে চাও, প্রাণ পেতে চাও, প্রাণ আগে কর দান ॥

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্,
জগতজনের শ্রবণ জুড়াক্,
হিমাদ্রিপাষাণ কেঁদে গলে যাক্,
মুখ তুলে আজি চাহ রে।
দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি',
হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক্ বিজুলি,
প্রভাত-গগনে কোটি শির তুলি
নির্ভয়ে আজি গাহ রে ॥

গান

বিশ কোটি কণ্ঠে মা বলে' ডাকিলে,
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে,
দশদিক্ সুখে হাসিবে ॥
সেদিন প্রভাতে নূতন তপন,
নূতন জীবন করিবে বপন,
এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন,
আসিবে সেদিন আসিবে ॥
আপনার মায়ে মা বলে' ডাকিলে,
আপনার ভায়ে হৃদয়ে রাখিলে,
সব পাপতাপ দূরে যায় চলে',
পুণ্য প্রেমের বাতাসে ।
সেথায় বিরাজে দেব-আশীর্ব্বাদ,
না থাকে কলহ না থাকে বিবাদ,
ঘুচে অপমান, জেগে ওঠে প্রাণ,
বিমল প্রতিভা বিকাশে ॥

মিলেছি আজ মায়ের ডাকে ।
ঘরের হ'য়ে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে

প্রাণের মাঝে থেকে থেকে
আয় বলে' ওই ডেকেচে কে,
গভীর স্বরে উদাস করে,
আর কে কারে ধরে' রাখে ॥
যেথায় থাকি যে যেখানে
বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে,
প্রাণের টানে টেনে আনে,
প্রাণের বেদন জানে না কে ॥
মান অপমান গেচে ঘুচে,
নয়নের জল গেচে মুছে,
নবীন আশে হৃদয় ভাসে
ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে ॥
কত দিনের সাধন ফলে
মিলেচি আজ দলে দলে,
ঘরের ছেলে সবাই মিলে
দেখা দিয়ে আয় রে মাকে ॥

জননীর দ্বারে আজি ওই
শুন গো শঙ্খ বাজে
থেকো না থেকো না, ওরে ভাই,
মগন মিথ্যা কাজে ॥

অর্ঘ্য ভরিয়া আনি,
ধর গো পূজার থালি,
রতন-প্রদীপখানি
যতনে আন গো জ্বালি,
ভরি ল'য়ে দুই পাণি
বহি আন ফুল-ডালি,
মা'র আহ্বান-বাণী
রটাও ভুবন মাঝে।
জননীর দ্বারে আজি ওই
শুন গো শঙ্খ বাজে।

আজি প্রসন্ন পবনে
নবীন জীবন ছুটিছে।
আজি প্রফুল্ল কুসুমে
নব সুগন্ধ ছুটিছে।
আজি উজ্জ্বল ভালে
তোল উন্নত মাথা,
নব সঙ্গীত-তালে
গাও গম্ভীর গাথা,
পর মাল্য কপালে
নবপল্লব-গাঁথা,

শুভ সুন্দর কালে
সাজ সাজ নব সাজে।
জননীর দ্বারে আজি ওই
শুন গো শঙ্খ বাজে ॥

হে ভারত, আজি নবীন বর্ষে,
শুন এ কবির গান।—
তোমার চরণে নবীন হর্ষে
এনেচি পূজার দান।
এনেচি মোদের দেহের শকতি,
এনেচি মোদের মনের ভকতি,
এনেচি মোদের ধর্ম্মের মতি,
এনেচি মোদের প্রাণ।
এনেচি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য
তোমারে করিতে দান ॥
কাঞ্চন-থালি নাহি আমাদের,
অন্ন নাহিক জুটে।
যা আছে মোদের এনেচি সাজায়ে
নবীন পর্ণপুটে।

সমারোহে আজ নাহি প্রয়োজন,
দীনের এ পূজা, দীন আয়োজন,
চিরদারিদ্র্য করিব মোচন,
চরণের ধূলা লুটে।
সুরদুর্লভ তোমার প্রসাদ
লইব পর্ণপুটে॥
রাজা তুমি নহ, হে মহাতাপস,
তুমিই প্রাণের প্রিয়।
ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব,
তোমারি উত্তরীয়॥
দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন,
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন
তোমার মন্ত্র অগ্নিবচন,
তাই আমাদের দিয়ো।
পরের সজ্জা ফেলিয়া পরিব,
তোমার উত্তরীয়॥
দাও আমাদের অভয়মন্ত্র,
অশোকমন্ত্র তব।
দাও আমাদের অমৃতমন্ত্র,
দাও গো জীবন নব।
যে জীবন ছিল তব তপোবনে,
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,

মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে
চিত্ত ভরিয়া ল'ব।
মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ
দাও সে মন্ত্র তব॥

এ ভারতে রাখ নিত্য প্রভু,
তব শুভ আশীর্ব্বাদ,
তোমার অভয়,
তোমার অজিত অমৃত বাণী,
তোমার স্থির অমর আশা॥
অনির্ব্বাণ ধর্ম্ম-আলো
সবার ঊর্দ্ধে জ্বালো জ্বালো,
সঙ্কটে দুর্দ্দিনে হে,
রাখ তা'রে অরণ্যে তোমারি পথে॥
বক্ষে বাঁধি দাও তা'র,
বর্ম্ম তব নির্বিদার,
নিঃশঙ্কে যেন সঞ্চরে নির্ভীক।
পাপের নিরখি জয়,
নিষ্ঠা তবুও রয়,
থাকে তব চরণে অটল বিশ্বাসে

নব বৎসরে করিলাম পণ,
ল'ব স্বদেশের দীক্ষা ;
তব আশ্রমে, তোমার চরণে,
হে ভারত ল'ব শিক্ষা ॥
পরের ভূষণ পরের বসন
তেয়াগিব আজ পরের অশন,
যদি হই দীন, না হইব হীন,
ছাড়িব পরের ভিক্ষা।
নব বৎসরে করিলাম পণ,
ল'ব স্বদেশের দীক্ষা ॥

না থাকে প্রাসাদ আছে ত কুটীর
কল্যাণে সুপবিত্র।
না থাকে নগর, আছে তব বন
ফলে ফুলে সুবিচিত্র।
তোমা হ'তে যত দূরে গেচি সরে'
তোমারে দেখেচি তত ছোট করে'
কাছে দেখি আজ হে হৃদয়রাজ,
তুমি পুরাতন মিত্র।
হে তাপস, তব পর্ণকুটীর
কল্যাণে সুপবিত্র ॥

পরের বাক্যে তব পর হ'য়ে
দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা।
তোমারে ভুলিতে ফিরায়েছি মুখ,
পরেছি পরের সজ্জা।
কিছু নাহি গণি' কিছু নাহি কহি'
জপিছ মন্ত্র অন্তরে রহি,'
তব সনাতন ধ্যানের আসন
মোদের অস্থিমজ্জা।
পরের বুলিতে তোমারে ভুলিতে
দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা॥

সে সকল লাজ তেয়াগিব আজ,
লইব তোমার দীক্ষা।
তব পদতলে বসিয়া বিরলে
শিখিব তোমার শিক্ষা।
তোমার ধর্ম্ম, তোমার কর্ম্ম,
তব মন্ত্রের গভীর মর্ম্ম
লইব তুলিয়া সকল ভুলিয়া,
ছাড়িয়া পরের ভিক্ষা।
তব গৌরবে গরব মানিব,
লইব তোমার দীক্ষা॥

সার্থক জনম আমার,
জন্মেচি এই দেশে।
সার্থক জনম মা গো,
তোমায় ভালবেসে ॥
জানিনে তোর ধন রতন,
আছে কি না রাণীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায়
তোমার ছায়ায় এসে ॥
কোন্ বনেতে জানিনে ফুল
গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্ গগনে ওঠেরে চাঁদ
এমন হাসি হেসে।
আঁখি মেলে তোমার আলো
প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
ঐ আলোতেই নয়ন রেখে
মুদ্‌ব নয়ন শেষে ॥

আমরা পথে পথে যাব সারে সারে,
তোমার নাম গেয়ে ফিরিব দ্বারে দ্বারে ॥
বল্‌ব, "জননীকে কে দিবি দান,
কে দিবি ধন তোরা, কে দিবি প্রাণ।"—
তোদের মা ডেকেচে, কব বারে বারে ॥

তোমার নামে প্রাণের সকল সুর,
উঠ্‌বে আপনি বেজে সুধা-মধুর—
মোদের হৃদয়-যন্ত্রেরই তারে তারে।
বেলা গেলে শেষে তোমারি পায়ে,
এনে দেবো সবার পূজা কুড়ায়ে,
তোমার সন্তানেরি দান ভারে ভারে॥

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে
ঘ্রাণে পাগল করে, (মরি হায় হায় রে)—
ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে,
কি দেখেছি মধুর হাসি॥

কি শোভা কি ছায়া গো,
কি স্নেহ কি মায়া গো,
কি আঁচল বিছায়েচ বটের মূলে,
নদীর কূলে কুলে।

মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে
লাগে সুধার মত, (মরি হায় হায় রে)—
মা, তোর বদনখানি মলিন হ'লে,
আমি নয়নজলে ভাসি ॥

তোমার এই খেলাঘরে
শিশুকাল কাটিল রে,
তোমারি ধূলামাটি অঙ্গে মাখি'
ধন্য জীবন মানি।
দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে
কি দীপ জ্বালিস্ ঘরে, (মরি হায় হায় রে)—
তখন খেলাধূলা সকল ফেলে,
তোমার কোলে ছুটে আসি ॥

ধেনু-চরা তোমার মাঠে,
পারে যাবার খেয়াঘাটে,
সারাদিন পাখী-ডাকা ছায়ায় ঢাকা
তোমার পল্লীবাটে,—
তোমার ধানে-ভরা আঙিনাতে
জীবনের দিন কাটে, (মরি হায় হায় রে)—
ও মা, আমার যে ভাই তা'রা সবাই,
তোমার রাখাল তোমার চাষী ॥

ও মা, তোর চরণেতে,
দিলেম এই মাথা পেতে,
দে গো তোর পায়ের ধূলা, সে যে আমার
মাথার মাণিক হবে।
ও মা, গরীবের ধন যা আছে তাই
দিব চরণতলে, (মরি হায় হায় রে)—
আমি পরের ঘরে কিনব না তোর
ভূষণ বলে' গলার ফাঁসি ॥

ও আমার দেশের মাটি,
তোমার পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর,
(তোমাতে বিশ্বমায়ের)
আঁচল পাতা ॥
তুমি মিশেচ মোর দেহের সনে,
তুমি মিলেচ মোর প্রাণে মনে,
তোমার ঐ শ্যামলবরণ কোমলমূর্ত্তি
মর্ম্মে গাঁথা ॥

তোমার কোলে জনম আমার,
মরণ তোমার বুকে ;
তোমার পরেই খেলা আমার,
দুঃখে সুখে।
তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে,
তুমি শীতল জলে জুড়াইলে,
তুমি যে সকল-সহা সকল-বহা
মাতার মাতা ॥
অনেক তোমার খেয়েচি গো,
অনেক নিয়েচি মা,
তবু জানিনে যে কি বা তোমায়
দিয়েচি মা।
আমার জনম গেল মিছে কাজে,
আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে,
ও মা, বৃথা আমায় শক্তি দিলে শক্তিদাতা

বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি,
বারে বারে হেলিস্‌নে, ভাই।
শুধু তুই ভেবে ভেবেই
হাতের লক্ষ্মী ঠেলিস্‌নে, ভাই ॥

একটা কিছু করেনে ঠিক,
ভেসে ফেরা মরার অধিক,
বারেক এ-দিক্ বারেক ও-দিক্
এ খেলা আর খেলিস্‌নে, ভাই।
মেলে কি না মেলে রতন,
কর্‌তে তবু হবে যতন,
না যদি হয় মনের মতন,
চোখের জলটা ফেলিস্‌নে, ভাই
ভাসাতে হয় ভাসা ভেলা,
করিস্‌নে আর হেলাফেলা,
পেরিয়ে যখন যাবে বেলা
তখন আঁখি মেলিস্‌নে, ভাই॥

আমি ভয় করব না, ভয় কর্‌ব না।
দু-বেলা মরার আগে
মরব না, ভাই, মরব না॥
তরীখানা বাইতে গেলে
মাঝে মাঝে তুফান মেলে ;
তাই বলে' হাল ছেড়ে দিয়ে
কান্নাকাটি ধর্‌ব না॥

শক্ত যা তাই সাধ্‌তে হবে,
মাথা তুলে রইব ভবে,
সহজ পথে চল্‌ব ভেবে
পাঁকের পরে পড়্‌ব না ॥
ধর্ম্ম আমার মাথায় রেখে
চল্‌ব সিধে রাস্তা দেখে,
বিপদ্ যদি এসে পড়ে
ঘরের কোণে সরব না ॥

নিশিদিন ভরসা রাখিস্,
ওরে মন হবেই হবে।
যদি পণ করে' থাকিস
সে পণ তোমার র'বেই র'বে ॥
ওরে মন হবেই হবে।
পাষাণ সমান আছে পড়ে'
প্রাণ পেয়ে সে উঠ্‌বে ওরে,
আছে যারা বোবার মতন,
তা'রাও কথা কবেই কবে।
ওরে মন হবেই হবে ॥

সময় হোলো, সময় হোলো,
যে যার আপন বোঝা তোলো ;
দুঃখ যদি মাথায় ধরিস্
সে দুঃখ তোর সবেই সবে
ওরে মন হবেই হবে ॥
ঘণ্টা যখন উঠ্‌বে বেজে
দেখ্‌বি সবাই আস্‌বে সেজে ;
এক-সাথে সব যাত্রী যত
একই রাস্তা লবেই লবে ।
ওরে মন হবেই হবে ॥

এবার তোর মরা গাঙে বান এসেচে,
জয় মা বলে' ভাসা তরী ॥
ওরে রে ওরে মাঝি, কোথায় মাঝি,
প্রাণপণে ভাই, ডাক দে আজি ;
তোরা সবাই মিলে বৈঠা নে রে,
খুলে ফেল্ সব দড়াদড়ি ॥
দিনে দিনে বাড়্‌ল দেনা,
ও ভাই, করলি নে কেউ বেচা কেনা,
হাতে নাইরে কড়া কড়ি ।

ঘাটে বাঁধা দিন গেল রে,
মুখ দেখাবি কেমন করে'.—
ওরে দে খুলে দে, পাল তুলে দে'
যা হয় হবে বাঁচি মরি

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চল রে।
একলা চল একলা চল,
একলা চল রে॥

যদি কেউ কথা না কয়—
(ওরে ওরে ও অভাগা !)
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে,
সবাই করে ভয়—
তবে পরাণ খুলে,
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা,
একলা বল রে॥

যদি সবাই ফিরে যায়—
(ওরে ওরে ও অভাগা !)

যদি গহন পথে যাবার কালে
কেউ ফিরে না চায়—
তবে পথের কাঁটা
ও তুই রক্তমাখা চরণতলে
একলা দল রে ॥

যদি আলো না ধরে—
(ওরে ওরে ও অভাগা !)
যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে
দুয়ার দেয় ঘরে—
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে
একলা জ্বল রে ॥
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,
তবে একলা চল রে ॥
একলা চল, একলা চল,
একলা চল রে ॥

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হ'তে
কখন্ আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির
হ'লে জননী ?
ওগো মা—
তোমায় দেখে আঁখি না ফিরে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেচে
সোনার মন্দিরে ॥

ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে,
বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি,
ললাট-নেত্র আগুন-বরণ।
ওগো মা—
তোমার কি মূরতি আজি দেখিরে !
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেচে
সোনার মন্দিরে ॥

তোমার মুক্তকেশের পুঞ্জ মেঘে
লুকায় অশনি,
তোমার আঁচল ঝলে আকাশতলে,
রৌদ্র-বসনী।

ওগো মা—

তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।

তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে

সোনার মন্দিরে॥

যখন অনাদরে চাইনি মুখে,

ভেবেছিলেম দুঃখিনী মা

আছে ভাঙাঘরে একলা পড়ে',

দুখের বুঝি নাইকো সীমা

কোথা সে তোর দরিদ্র বেশ,

কোথা সে তোর মলিন হাসি

আকাশে আজ ছড়িয়ে গেল,

ঐ চরণের দীপ্তিরাশি।

আজি দুখের রাতে সুখের স্রোতে,

ভাসাও ধরণী।

তোমার অভয় বাজে হৃদয়মাঝে,

হৃদয়-হরণী।

ওগো মা—

তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।

তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে

সোনার মন্দিরে॥

যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক,
আমি তোমায় ছাড়্‌ব না, মা।
আমি তোমার চরণ কর্‌ব শরণ,
আর কারো ধার ধার্‌ব না, মা

কে বলে তোর দরিদ্র ঘর,
হৃদয়ে তোর রতনরাশি,
জানি গো তোর মূল্য জানি,
পরের আদর কাড়্‌ব না, মা
আমি তোমায় ছাড়্‌ব না, মা॥

মানের আশে দেশ বিদেশে,
যে মরে সে মরুক্ ঘুরে,
তোমার ছেঁড়া কাঁথা আছে পাতা—
ভুল্‌তে সে যে পার্‌ব না, মা।
আমি তোমায় ছাড়্‌ব না, মা॥

ধনে মানে লোকের টানে,
ভুলিয়ে নিতে চায় যে আমায়—
ওমা, ভয় যে জাগে শিয়র বাগে,
কারো কাছে হার্‌ব না, মা।
আমি তোমায় ছাড়্‌ব না, মা॥

যে তোরে পাগল বলে,
  তা'রে তুই বলিস্‌নে কিছু।
আজ্‌কে তোরে কেমন ভেবে
অঙ্গে যে তোর ধূলো দেবে,
কাল সে প্রাতে মালা হাতে
  আস্‌বে রে তোর পিছুপিছু।
আজ্‌কে আপন মানের ভরে
থাক্ সে বসে' গদির পরে,
কাল্‌কে প্রেমে আস্‌বে নেমে,
  কর্‌বে সে তা'র মাথা নীচু॥

ওরে তোরা
  নেই বা কথা বল্লি।
দাঁড়িয়ে হাটের মধ্যি খানে,
  নেই জাগালি পল্লী॥
মরিস্ মিথ্যে বকে'-ঝকে'
দেখে কেবল হাসে লোকে,
না হয় নিয়ে আপন মনের আগুন,
  মনে মনেই জ্বল্লি—
  নেই জাগালি পল্লী॥

অন্তরে তোর আছে কি যে
নেই রটালি নিজে নিজে,
না হয়, বাদ্যগুলো বন্ধ রেখে
চুপচাপেই চল্লি—
নেই জাগালি পল্লী ॥
কাজ থাকে ত কর্‌গে না কাজ,
লাজ থাকে ত ঘুচাগে লাজ,
ওরে, কে যে তোরে কি বলেচে,
নেই বা তা'তে টল্লি—
নেই জাগালি পল্লী ॥

যদি তোর ভাবনা থাকে,
ফিরে যা না—
তবে তুই ফিরে যা না।
যদি তোর ভয় থাকে ত
করি মানা ॥
যদি তোর ঘুম জড়িয়ে থাকে গায়ে,
ভুল্‌বি যে পথ পায়ে পায়ে,
যদি তোর হাত কাঁপে ত নিবিয়ে আলো,
সবায় করবি কাণা ॥

যদি তোর ছাড়্‌তে কিছু না চাহে মন,
করিস্ ভারী বোঝা আপন,
তবে তুই সইতে কভু পারবি নে রে
বিষম পথের টানা ॥
যদি তোর আপন হ'তে অকারণে
সুখ সদা না জাগে মনে,
তবে কেবল, তর্ক করে' সকল কথা
কর্বি নানা খানা ॥

আপনি অবশ হলি, তবে
বল দিবি তুই কা'রে।
উঠে দাঁড়া উঠে দাঁড়া,
ভেঙে পড়িস্ না রে ॥
করিস্‌নে লাজ, করিস্‌নে ভয়,
আপনাকে তুই করে'নে জয়,
সবাই তখন সাড়া দেবে
ডাক দিবি তুই যারে ॥
বাহির যদি হ'লি পথে
ফিরিস্‌নে আর কোনো-মতে,
থেকে থেকে পিছন পানে
চাস্‌নে বারে বারে।

নেই যে রে ভয় ত্রিভুবনে,
ভয় শুধু তোমার নিজের মনে,
অভয় চরণ শরণ করে'
বাহির হ'য়ে যা'রে ॥

জোনাকি,
কি সুখে ঐ ডানা দুটি মেলেচ ?
এই আঁধার সাঁঝে বনের মাঝে
উল্লাসে প্রাণ ঢেলেচ।
তুমি নও ত সূর্য্য, নও ত চন্দ্র,
তাই বলেই কি কম আনন্দ ?
তুমি আপন জীবন পূর্ণ করে'
আপন আলো জ্বেলেচ ॥
তোমার যা আছে, তা তোমার আছে,
তুমি নও গো ঋণী কারো কাছে,
তোমার অন্তরে যে শক্তি আছে
তারি আদেশ পেলেচ ॥
তুমি আঁধার বাঁধন ছাড়িয়ে ওঠ,
তুমি ছোট হ'য়ে নও গো ছোট,
জগতে যেথায় যত আলো, সবায়
আপন করে' ফেলেচ ॥

মা কি তুই পরের দ্বারে
পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে ?
তা'রা যে করে হেলা, মারে ঢেলা,
ভিক্ষাঝুলি দেখ্‌তে পেলে ॥

করেচি মাথা নীচু,
চলেচি যাহার পিছু
যদি বা দেয় সে কিছু অবহেলে—
তবু কি এম্‌নি করে', ফির্‌ব ওরে,
আপন মায়ের প্রসাদ ফেলে ॥

কিছু মোর নেই ক্ষমতা,
সে যে ঘোর মিথ্যে কথা,
এখনো হয়নি মরণ শক্তিশেলে—
আমাদের আপন শক্তি আপন ভক্তি,
চরণে তোর দেবো মেলে ॥

নেব গো মেগে পেতে
যা আছে তোর ঘরেতে,
দে গো তোর আঁচল পেতে চিরকেলে—
আমাদের সেইখেনে মান, সেইখেনে প্রাণ,
সেইখেনে দিই হৃদয় ঢেলে ॥

তোর আপন জনে ছাড়্‌বে তোরে,
তা বলে' ভাবনা করা চল্‌বে না
তোর আশালতা পড়্‌বে ছিঁড়ে,
হয় ত রে ফল ফল্‌বে না—
তা বলে' ভাবনা করা চল্‌বে না ॥

আস্‌বে পথে আঁধার নেমে,
তাই বলে'ই কি রইবি থেমে,
ও তুই বারে বারে জ্বাল্‌বি বাতি,
হয় ত বাতি জ্বল্‌বে না—
তা বলে' ভাবনা করা চল্‌বে না ॥

শুনে তোমার মুখের বাণী
আস্‌বে ঘিরে বনের প্রাণী,
তবু হয় ত তোমার আপন ঘরে
পাষাণ হিয়া গল্‌বে না—
তা বলে' ভাবনা করা চল্‌বে না ॥

বন্ধ দুয়ার দেখ্‌লি বলে'
অম্‌নি কি তুই আস্‌বি চলে',
তোরে বারে বারে ঠেল্‌তে হবে
হয়ত দুয়ার টল্‌বে না—
তা বলে' ভাবনা করা চল্‌বে না ॥

ছি ছি, চোখের জলে
ভেজাস্‌নে আর মাটি।
এবার কঠিন হ'য়ে থাক্ না ওরে
বক্ষ-দুয়ার আঁটি'—
জোরে বক্ষ-দুয়ার আঁটি'॥

পরাণটাকে গলিয়ে ফেলে
দিস্‌নেরে ভাই, পথেই ঢেলে'
মিথ্যে অকাজে।
ওরে নিয়ে তা'রে চল্‌বি পারে
কতই বাধা কাটি'—
পথের কতই বাধা কাটি॥

দেখ্‌লে ও তোর জলের ধারা
ঘরে পরে হাস্‌বে যারা,
তা'রা চারদিকে—
তাদের দ্বারেই গিয়ে কান্না জুড়িস্‌,
যায় না কি বুক ফাটি'—
লাজে যায় না কি বুক ফাটি॥

দিনের বেলায় জগৎ-মাঝে
সবাই যখন চল্‌চে কাজে,
আপন গরবে—

তোরা পথের ধারে ব্যথা নিয়ে
করিস্ ঘাঁটাঘাঁটি—
কেবল করিস্ ঘাঁটাঘাঁটি ॥

ঘরে মুখ মলিন দেখে গলিস্‌নে—ওরে ভাই,
বাইরে মুখ আঁধার দেখে টলিস্‌নে—ওরে ভাই ॥
যা তোমার আছে মনে
সাধো তাই পরাণপণে
শুধু তাই দশ জনারে
বলিস্‌নে—ওরে ভাই ॥
একই পথ আছে ওরে,
চল সেই রাস্তা ধরে',
যে আসে তারি পিছে
চলিস্‌নে—ওরে ভাই ॥
থাক না আপন কাজে,
যা খুসি বলুক না যে,
তা নিয়ে গায়ের জ্বালায়
জ্বলিস্‌নে—ওরে ভাই ॥

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান ॥
বাংলার ঘর বাংলার হাট
বাংলার বন বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক হে ভগবান ॥
বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক সত্য হউক
সত্য হউক হে ভগবান ॥
বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন,
এক হউক
এক হউক
এক হউক
হে ভগবান ॥

ধর্ম্ম সঙ্গীত

গান

ধর্ম্ম সঙ্গীত

আমারে তুমি কিসের ছলে
পাঠাবে দূরে
আবার আমি চরণতলে
আসিব ঘুরে ॥
সোহাগ করে' করিছ হেলা,
টানিবে বলে' দিতেছ ঠেলা,
হে রাজা তব কেমন খেলা
রাজ্য জুড়ে ॥

আজি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ, সংসার-কাজে।
তুমি আমার নয়নে নয়ন রেখো অন্তর মাঝে॥
হৃদয়-দেবতা রয়েছ প্রাণে, মন যেন তাহা নিয়ত জানে,
পাপের চিন্তা মরে যেন দহি' দুঃসহ লাজে;
সব কলরবে সারা দিনমান, শুনি অনাদি সঙ্গীত গান,
সবার সঙ্গে যেন অবিরত তোমার সঙ্গ রাজে।
নিমেষে নিমেষে নয়নে বচনে, সকল কর্ম্মে সকল মননে,
সকল হৃদয়তন্ত্রে যেন মঙ্গল বাজে॥

তোমারি নামে নয়ন মেলিনু পুণ্য প্রভাতে আজি,
তোমারি নামে খুলিল হৃদয়-শতদল-দলরাজি।
তোমারি নামে নিবিড় তিমিরে ফুটিল কনক-লেখা,
তোমারি নামে উঠিল গগনে কিরণ-বীণা বাজি'।
তোমারি নামে পূর্ব্ব-তোরণে খুলিল সিংহদ্বার,
বাহিরিল রবি নবীন আলোকে দীপ্ত মুকুট মাজি।
তোমারি নামে জীবন-সাগরে জাগিল লহরী-লীলা,
তোমারি নামে নিখিল ভুবন বাহিরে আসিল সাজি'

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে
রয়েচ নয়নে নয়নে।
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে,
হৃদয়ে রয়েচ গোপনে।

বাসনার বশে মন অবিরত,
ধায় দশদিশে পাগলের মত,
স্থির আঁখি তুমি মরমে সতত,
জাগিছ শয়নে স্বপনে।

সবাই ছেড়েচে নাই যার কেহ,
তুমি আছ তা'র, আছে তব স্নেহ,
নিরাশ্রয় জন, পথ যার গেহ,
সে-ও আছে তব ভবনে।

তুমি ছাড়া কেহ সাথী নাহি আর,
সমুখে অনন্ত জীবন বিস্তার,
কাল-পারাবার করিতেছ পার,
কেহ নাহি জানে কেমনে।

জানি শুধু তুমি আছ তাই আছি,
তুমি প্রাণময়, তাই আমি বাঁচি,
যত পাই তোমায় আরো তত যাচি,
যত জানি তত জানি নে।

জানি আমি তোমায় পাব নিরন্তর
লোক লোকান্তরে যুগ যুগান্তর,
তুমি আর আমি, মাঝে কেহ নাই,
কোনো বাধা নাই ভুবনে ॥

আমি সংসারে মন দিয়েছিনু, তুমি
আপনি সে মন নিয়েচ।
আমি সুখ বলে' দুখ চেয়েছিনু, তুমি
দুখ বলে' সুখ দিয়েচ ॥
হৃদয় যাহার শতখানে ছিল,
শত স্বার্থের সাধনে ;
তাহারে কেমনে কুড়ায়ে আনিলে,
বাঁধিলে ভক্তি-বাঁধনে ॥
সুখ সুখ করে' দ্বারে দ্বারে মোরে
কত দিকে কত খোঁজালে ;
তুমি যে আমার কত আপনার,
এবার সে কথা বোঝালে ॥
করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে
কোথা নিয়ে যায় কাহারে।
সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়ে,
এনেচ তোমারি দুয়ারে ॥

কে জানিত তুমি ডাকিবে আমারে,
ছিলাম নিদ্রামগন।
সংসার মোরে মহামোহঘোরে
ছিল সদা ঘিরে সঘন ॥
আপনার হাতে দিবে যে বেদনা,
ভাসাবে নয়ন-জলে ;
কে জানিত হবে আমার এমন
শুভ দিন শুভ লগন ॥
জানি না কখন করুণা-অরুণ
উঠিল উদয়াচলে ;
দেখিতে দেখিতে কিরণে পূরিল
আমার হৃদয়-গগন ॥
তোমার অমৃতসাগর হইতে
বন্যা আসিল কবে ;
হৃদয়ে বাহিরে যত বাঁধ ছিল
কখন হইল ভগন ॥
সুবাতাস তুমি আপনি দিয়েচ,
পরাণে দিয়েচ আশা ;
আমার জীবনতরণী হইবে
তোমার চরণে মগন ॥

হৃদয়শশী হৃদিগগনে
উদিল মঙ্গল লগনে,
নিখিল সুন্দর ভুবনে
এ কি এ মহা মধুরিমা !
ডুবিল কোথা দুখ সুখ রে,
অপার শান্তির সাগরে,
বাহিরে অন্তরে জাগেরে
শুধুই সুধা-পূরণিমা ॥
গভীর সঙ্গীত দ্যুলোকে,
ধ্বনিছে গম্ভীর পুলকে,
গগন-অঙ্গন-আলোকে
উদার দীপ্ত-দীপ্তিমা ।
চিত্তমাঝে কোন যন্ত্রে,
কি গান মধুময় মন্ত্রে
বাজে রে অপরূপ তন্ত্রে,
প্রেমের কোথা পরিসীমা ॥

মোরা সত্যের পরে মন
আজি করিব সমর্পণ,
জয় জয় সত্যের জয় ।

মোরা　বুঝিব সত্য, পূজিব সত্য,
খুঁজিব সত্য ধন।
জয় জয় সত্যের জয়

যদি　দুঃখে দহিতে হয়
তবু　মিথ্যা চিন্তা নয়।
যদি　দৈন্য বহিতে হয়,
তবু　মিথ্যা কর্ম্ম নয়।
যদি　দণ্ড সহিতে হয়,
তবু　মিথ্যা বাক্য নয়,
জয় জয় সত্যের জয়

মোরা　মঙ্গল কাজে প্রাণ
আজি　করিব সকলে দান,
জয় জয় মঙ্গলময়।
মোরা　লভিব পুণ্য, শোভিব পুণ্যে
গাহিব পুণ্য গান।
জয় জয় মঙ্গলময়॥

যদি　দুঃখে দহিতে হয়
তবু　অশুভ চিন্তা নয়।
যদি　দৈন্য বহিতে হয়,
তবু　অশুভ কর্ম্ম নয়।

যদি দণ্ড সহিতে হয়,
তবু অশুভ বাক্য নয়,
জয় জয় মঙ্গলময়

সেই অভয় ব্রহ্মনাম
আজি মোরা সবে লইলাম—
যিনি সকল ভয়ের ভয়।
মোরা করিব না শোক, যা হবার হোক্
চলিব ব্রহ্মধাম,
জয় জয় ব্রহ্মের জয়॥

যদি দুঃখে দহিতে হয়,
তবু নাহি ভয় নাহি ভয়।
যদি দৈন্য বহিতে হয়,
তবু নাহি ভয় নাহি ভয়।
যদি মৃত্যু নিকট হয়,
তবু নাহি ভয় নাহি ভয়।
জয় জয় ব্রহ্মের জয়॥

মোরা আনন্দমাঝে মন,
আজি করিব বিসর্জ্জন,
জয় জয় আনন্দময়

সকল দৃশ্যে সকল বিশ্বে
আনন্দ-নিকেতন।
জয় জয় আনন্দময় ॥

আনন্দ চিত্ত-মাঝে,
আনন্দ সর্ব্বকাজে,
আনন্দ সর্ব্বকালে,
দুঃখে বিপদজালে,
আনন্দ সর্ব্বলোকে,
মৃত্যু বিরহে শোকে,
জয় জয় আনন্দময় ॥

বল দাও মোরে বল দাও,
প্রাণে দাও মোর শকতি
সকল হৃদয় লুটায়ে
তোমারে করিতে প্রণতি ॥
সরল সুপথে ভ্রমিতে,
সব অপকার ক্ষমিতে,
সকল গর্ব্ব দমিতে,
খর্ব্ব করিতে কুমতি ॥

হৃদয়ে তোমারে বুঝিতে,
জীবনে তোমারে পূজিতে,
তোমার মাঝারে খুঁজিতে
চিত্তের চিরবসতি ॥
তব কাজ শিরে বহিতে,
সংসার-তাপ সহিতে,
ভব-কোলাহলে রহিতে,
নীরবে করিতে ভকতি ॥
তোমার বিশ্বছবিতে
তব প্রেমরূপ লভিতে,
গ্রহ তারা শশী রবিতে
হেরিতে তোমার আরতি
বচন মনের অতীতে,
ডুবিতে তোমার জ্যোতিতে
সুখে দুখে লাভে ক্ষতিতে
শুনিতে তোমার ভারতী

শান্ত হ'রে মম চিত্ত নিরাকুল,
শান্ত হ'রে ওরে দীন ।
হের চিদম্বরে মঙ্গলে সুন্দরে
সর্ব্ব চরাচর লীন ।

শুনরে নিখিল-হৃদয়-নিস্যন্দিত
শূন্যতলে উথলে জয়সঙ্গীত,
হের বিশ্ব চির-প্রাণ-তরঙ্গিত,
নন্দিত নিত্য নবীন।

নাহি বিনাশ বিকার বিশোচন,
নাহি দুঃখ সুখ তাপ;
নির্ম্মল নিষ্কল নির্ভয় অক্ষয়,
নাহি জরাজ্বর পাপ।
চির আনন্দ, বিরাম চিরন্তন,
প্রেম নিরন্তর, জ্যোতি নিরঞ্জন,
শান্তি নিরাময়, কান্তি সুনন্দন,
সান্ত্বন অন্তবিহীন॥

যে কেহ মোরে দিয়েচ সুখ
দিয়েচ তাঁরি পরিচয়,
সবারে আমি নমি
যে কেহ মোরে দিয়েচ দুখ
দিয়েচ তাঁরি পরিচয়,
সবারে আমি নমি

যে কেহ মোরে বেসেচ ভালো
জ্বেলেচ ঘরে তাঁহারি আলো,
তাঁহারি মাঝে সবারি আজি
পেয়েচি আমি পরিচয়,
সবারে আমি নমি ॥
যা কিছু কাছে এসেচে, আছে,
এনেচে তাঁরে প্রাণে,
সবারে আমি নমি।
যা কিছু দূরে গিয়েচে ছেড়ে,
টেনেচে তাঁরি পানে,
সবারে আমি নমি।
জানি বা আমি নাহি বা জানি,
মানি বা আমি নাহি বা মানি,
নয়ন মেলি নিখিলে আমি
পেয়েচি তাঁরি পরিচয়,
সবারে আমি নমি ॥

গরব মম হরেচ প্রভু দিয়েচ বহু লাজ।
কেমনে মুখ সমুখে তব তুলিব আমি আজ
তোমারে আমি পেয়েচি বলি
মনে মনে যে মনেরে ছলি,

পড়িনু ধরা, সংসারেতে
করিতে তব কাজ—
কেমনে মুখ সমুখে তব
তুলিব আমি আজ ॥

জানিনে নাথ, আমার ঘরে
ঠাঁই কোথা যে তোমারি তরে,
নিজেরে তব চরণপরে
সঁপিনি রাজরাজ।
তোমারে চেয়ে দিবস যামী
তোমারি পানে তাকাই আমি,
তোমারে চোখে দেখিনে স্বামী
তব মহিমা মাঝ,—
কেমনে মুখ সমুখে তব
তুলিব আমি আজ ॥

সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার করিব হে।
সবার মাঝারে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে ॥
শুধু আপনার মনে নয়,
আপন ঘরের কোণে নয়,

শুধু আপনার রচনার মাঝে নহে ;
তোমার মহিমা যেথা উজ্জ্বল রহে
সেই সবামাঝে তোমারে স্বীকার করিব হে।
দ্যুলোকে ভূলোকে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে

সকলি তেয়াগি তোমারে স্বীকার করিব হে।
সকলি গ্রহণ করিয়া তোমারে বরিব হে॥
কেবলি তোমার স্তবে নয়,
শুধু সঙ্গীতরবে নয়,
শুধু নির্জ্জনে ধ্যানের আসনে নহে :
তব সংসার যেথা জাগ্রত রহে,
কর্ম্মে সেথায় তোমারে স্বীকার করিব হে।
প্রিয়ে অপ্রিয়ে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে॥

জানি না বলিয়া তোমারে স্বীকার করিব হে,
জানি বলে' নাথ, তোমারে হৃদয়ে বরিব হে,
শুধু জীবনের সুখে নয়,
শুধু প্রফুল্ল মুখে নয়,
শুধু সুদিনের সহজ সুযোগে নহে—
দুখশোক যেথা আঁধার করিয়া রহে
নত হ'য়ে সেথা তোমারে স্বীকার করিব হে।
নয়নের জলে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে॥

দাঁড়াও আমার আঁখির আগে।
যেন তোমার দৃষ্টি হৃদয়ে লাগে॥
সমুখ আকাশে চরাচরলোকে,
এই অপরূপ আকুল আলোকে,
দাঁড়াও হে।
আমার পরাণ পলকে পলকে,
চোখে চোখে তব দরশ মাগে॥

এই যে ধরণী চেয়ে বসে' আছে,
ইহার মাধুরী বাড়াও হে।
ধূলায় বিছানো শ্যাম অঞ্চলে
দাঁড়াও হে নাথ, দাঁড়াও হে॥
যাহা কিছু আছে সকলি ঝাঁপিয়া,
ভুবন ছাপিয়া জীবন ব্যাপিয়া,
দাঁড়াও হে।
দাঁড়াও যেখানে বিরহী এ হিয়া,
তোমারি লাগিয়া একেলা জাগে॥

এক মনে তোর একতারাতে
একটি যে তার সেইটি বাজা—
ফুলবনে তোর একটি কুসুম
তাই নিয়ে তোর ডালি সাজা॥

যেখানে তোর সীমা, সেথায়
আনন্দে তুই থামিস্‌ এসে,
যে কড়ি তোর প্রভুর দেওয়া
সেই কড়ি তুই নিস্‌রে হেসে।

লোকের কথা নিস্‌নে কানে,
ফিরিস্‌নে আর হাজার টানে,
যেন রে তোর হৃদয় জানে
হৃদয়ে তোর আছেন রাজা—
একতারাতে একটি যে তার
আপন মনে সেইটি বাজা॥

গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে
আর কোলাহল নাই।
রহি রহি শুধু সুদূর সিন্ধুর
ধ্বনি শুনিবারে পাই॥
সকল বাসনা চিত্তে এল ফিরে,
নিবিড় আঁধার ঘনাল বাহিরে,
প্রদীপ একটি নিভৃত অন্তরে
জ্বলিতেছে এক ঠাঁই॥

অসীম মঙ্গলে মিলিল মাধুরী,
খেলা হ'ল সমাধান ;
চপল চঞ্চল লহরীলীলা
পারাবারে অবসান ।
নীরব মন্ত্রে হৃদয়মাঝে
শান্তি শান্তি শান্তি বাজে,
অরূপ কান্তি নিরখি অন্তরে
মুদিতলোচনে চাই ॥

নিবিড় ঘন আঁধারে
জ্বলিছে ধ্রুবতারা ।
মন রে মোর পাথারে
হোস্‌নে দিশেহারা ॥
বিষাদে হ'য়ে ম্রিয়মাণ
বন্ধ না করিয়ো গান,
সফল করি' তোল প্রাণ
টুটিয়া মোহকারা ॥
রাখিয়ো বল জীবনে,
রাখিয়ো চির আশা,
শোভন এই ভুবনে
রাখিয়ো ভালবাসা ।

সংসারের সুখে দুখে,
চলিয়া যেয়ো হাসিমুখে.
ভরিয়া সদা রেখো বুকে
তাঁহারি সুধাধারা ॥

মন তুমি নাথ লবে হরে’.
বসে’ আছি সেই আশা ধরে’ ॥
নীলাকাশে ওই তারা ভাসে,
নীরব নিশীথে শশী হাসে,
দু’নয়নে বারি আসে ভরে’
বসে’ আছি আমি আশা ধরে’ ॥
স্থলে জলে তব ধূলিতলে,
তরুতে লতায় ফুলে ফলে,
নরনারীদের প্রেমডোরে—
নানা দিকে দিকে, নানা কালে,
নানা সুরে সুরে, নানা তালে,
নানা মতে তুমি লবে মোরে—
বসে’ আছি সেই আশা ধরে’ ॥

আজি যত তারা তব আকাশে
সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে ॥

নিখিল তোমার এসেচে ছুটিয়া,
মোর মাঝে আজি পড়েচে টুটিয়া হে,
তব কুঞ্জের মঞ্জরী যত
আমারি অঙ্গে বিকাশে ॥
দিকে দিগন্তে যত আনন্দ,
লভিয়াছে এক গভীর গন্ধ হে,
আমার চিত্তে মিলি একত্রে,
তব মন্দিরে উছাসে।
আজ কোনোখানে কারেও না জানি,
শুনিতে না পাই আজি কারো বাণী হে,
বিশ্বেরি শ্বাস আজি এ বক্ষে
বাঁশরীর সুরে বিলাসে ॥

যদি আমায় তুমি বাঁচাও, তবে
তোমার নিখিল ভুবন ধন্য হবে ॥
যদি আমার মলিন মনের কালী
ঘুচাও পুণ্য সলিল ঢালি'
তোমার চন্দ্র সূর্য্য নূতন আলোয়
জাগ্‌বে জ্যোতির মহোৎসবে
আজো ফোটেনি মোর শোভার কুঁড়ি
তারি বিষাদ আছে জগৎ জুড়ি'।

যদি নিশার তিমির গিয়ে টুটে
আমার হৃদয় জেগে উঠে
তবে মুখর হবে সকল আকাশ
আনন্দময় গানের রবে ॥

আমাদের যাত্রা হ'ল সুরু এখন ওগো কর্ণধার
তোমারে করি নমস্কার।
এখন বাতাস ছুটুক্ তুফান উঠুক্ ফিরব না গো আর
তোমারে করি নমস্কার ॥
আমরা দিয়ে তোমার জয়ধ্বনি বিপদ বাধা নাহি গণি
ওগো কর্ণধার—
এখন মাভৈঃ বলি ভাসাই তরী দাও গো করি' পার
তোমারে করি নমস্কার ॥
এখন রইল যারা আপন ঘরে চাব না পথ তাদের তরে
ওগো কর্ণধার,
যখন তোমার সময় এল কাছে তখন কে বা কার
তোমারে করি নমস্কার।
আমার কে বা আপন কে বা অপর কোথায় বাহির কোথা বা ঘর
ওগো কর্ণধার।
চেয়ে তোমার মুখে, মনের সুখে, নেব সকল ভার
তোমারে করি নমস্কার ॥

আমরা নিয়েছি দাঁড়, তুলেছি পাল, তুমি এখন ধরগো হাল
ওগো কর্ণধার।
মোদের মরণ বাঁচন ঢেউয়ের নাচন, ভাবনা কি বা তা'র
তোমারে করি নমস্কার।
আমরা সহায় খুঁজে দ্বারে দ্বারে ফির্‌ব না আর বারে বারে
ওগো কর্ণধার।
কেবল তুমিই আছ আমরা আছি, এই জেনেছি সার
তোমারে করি নমস্কার॥

আজি নির্ভয়নিদ্রিত ভুবনে জাগে, কে জাগে।
ঘন সৌরভ-মন্থন-পবনে জাগে কে জাগে॥
কত নীরব বিহঙ্গ কুলায়ে
মোহন অঙ্গুলি বুলায়ে জাগে কে জাগে।
কত অস্ফুট পুষ্পের গোপনে জাগে কে জাগে
এই অপার অম্বর পাথারে
স্তম্ভিত গম্ভীর আঁধারে জাগে কে জাগে।
মম গভীর অন্তরবেদনে জাগে কে জাগে॥

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধিতরঙ্গ

তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশীষ মাগে
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণ-মঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয় জয়, জয় হে॥

অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃষ্টানী
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন পাশে,
প্রেমহার হয় গাঁথা।
জনগণ-ঐক্যবিধায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয় জয়, জয় হে॥

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগ-যুগ-ধাবিত যাত্রী,
তুমি চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুণ বিপ্লব মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে
সঙ্কটদুঃখত্রাতা।
জনগণ পথপরিচায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয় জয়, জয় হে॥

ঘোর তিমিরঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূর্চ্ছিত দেশে
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নতনয়নে অনিমেষে।

দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে
স্নেহময়ী তুমি মাতা
জনগণদুঃখত্রায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয় জয়, জয় হে॥

রাত্রি প্রভাতিল উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব্ব উদয়গিরিভালে,
গাহে বিহঙ্গম, পুণ্য সমীরণ নবজীবনরস ঢালে।
তব করুণারুণরাগে নিদ্রিত ভারত জাগে
তব চরণে নত মাথা।
জয় জয় জয় হে জয় রাজেশ্বর ভারত-ভাগ্যবিধাতা
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয় জয়, জয় হে॥

---

* বাজে বাজে রম্য বীণা বাজে—
অমল কমলমাঝে, জ্যোৎস্না রজনীমাঝে,
কাজল ঘনমাঝে, নিশি-আঁধারমাঝে,
কুসুম-সুরভিমাঝে বীণ-রণন শুনি যে
প্রেমে প্রেমে বাজে॥

---

* এই গানের প্রথম শ্লোকটি একটি পাঞ্জাবী গানের অনুবাদ।

গান

নাচে নাচে রম্য তালে নাচে—
তপন তারা নাচে, নদী সমুদ্র নাচে,
জন্ম মরণ নাচে, যুগ যুগান্ত নাচে,
ভকত-হৃদয় নাচে বিশ্বচ্ছন্দে মাতিয়ে
প্রেমে প্রেমে নাচে ॥
সাজে সাজে রম্য বেশে সাজে—
নীল অম্বর সাজে, উষা সন্ধ্যা সাজে,
ধরণীধূলি সাজে দীন দুঃখী সাজে,
প্রণত চিত্ত সাজে বিশ্বশোভায় লুটায়ে-
প্রেমে প্রেমে সাজে ॥

কোন্ শুভখনে উদিবে নয়নে
অপরূপ রূপ-ইন্দু ;
চিত্তকুসুমে ভরিয়া উঠিবে
মধুময় রসবিন্দু ॥
নব-নন্দনতানে চিরবন্দনগানে
উৎসববীণা মন্দমধুর ঝঙ্কৃত হবে প্রাণে-
নিখিলের পানে উথলি উঠিবে
উতলা চেতনাসিন্ধু ॥

জাগিয়া রহিবে রাত্রি
নিবিড় মিলনদাত্রী,
মুখরিয়া দিক্ চলিবে পথিক্
অমৃত সভার যাত্রী—
গগনে ধ্বনিবে "নাথ নাথ,
বন্ধু বন্ধু বন্ধু" ॥

(তাঁহারে) আরতি করে চন্দ্র তপন, দেব মানব বন্দে চরণ,
আসীন সেই বিশ্বশরণ তাঁর জগত-মন্দিরে ॥
অনাদি কাল অনন্ত গগন সেই অসীমমহিমা-মগন,
তাহে তরঙ্গ উঠে সঘন আনন্দ নন্দ নন্দরে ॥
হাতে ল'য়ে ছয় ঋতুর ডালি পায়ে দেয় ধরা কুসুম ঢালি',
কতই বরণ কতই গন্ধ কত গীত কত ছন্দরে ॥
বিহগ-গীত গগন ছায়, জলদ গায় জলধি গায়,
মহা পবন হরষে ধায় গাহে গিরিকন্দরে।
কত কত শত ভকতপ্রাণ হেলিছে পুলকে, গাহিছে গান,
পুণ্য কিরণে ফুটিছে প্রেম, টুটিছে মোহবন্ধরে ॥

হৃদয়ে তোমার দয়া যেন পাই।
সংসারে যা দিবে মানিব তাই।
হৃদয়ে দয়া যেন পাই ॥

তব দয়া জাগিবে স্মরণে
নিশিদিন জীবনে মরণে,
সুখে দুখে সম্পদে বিপদে
তোমারি দয়াপানে চাই,
তোমারি দয়া যেন গাই
তব দয়া শান্তিনীরে
অন্তরে নামিবে ধীরে।
তব দয়া মঙ্গল আলো
জীবন-আঁধারে জ্বালো—
প্রেম ভক্তি মম সকল শক্তি মম
তোমারি দয়ারূপে পাই,
আমার বলে' কিছু নাই।

সকল ভয়ের ভয় যে তা'রে
কোন্ বিপদে কাড়বে?
প্রাণের সঙ্গে যে প্রাণ গাঁথা
কোন্ কালে সে ছাড়বে?
না হয় গেল সবই ভেসে
রইবে ত সেই সর্ব্বনেশে,
যে লাভ সকল ক্ষতির শেষে
সে লাভ কেবল বাড়বে।

সুখ নিয়ে ভাই ভয়ে থাকি,
আছে আছে দেয় সে ফাঁকি,
দুঃখে যে সুখ থাকে বাকি
কেই বা সে সুখ নাড়বে ?
যে পড়েচে পড়ার শেষে
ঠাঁই পেয়েচে তলায় এসে,
ভয় মিটিয়ে বেঁচেচে সে
তা'রে কে আর পারবে ?

আরো আরো প্রভু আরো আরো।
এমনি করে' আমায় মারো॥
লুকিয়ে থাকি আমি পালিয়ে বেড়াই,
ধরা পড়ে' গেচি আর কি এড়াই ?
যা কিছু আছে সব কাড়ো কাড়ো॥

এবার যা করবার তা সারো সারো।
আমি হারি কিম্বা তুমিই হারো।
হাটে ঘাটে বাটে করি মেলা
কেবল হেসে খেলে গেচে বেলা,
দেখি কেমনে কাঁদাতে পারো॥

এস গো নূতন জীবন।
এস গো কঠোর নিঠুর নীরব,
এস গো ভীষণ শোভন।
এস অপ্রিয় বিরস তিক্ত,
এস গো অশ্রুসলিলসিক্ত,
এস গো ভূষণবিহীন রিক্ত,
এস গো চিত্তপাবন।
থাক বীণা বেণু, মালতী মালিকা,
পূর্ণিমা নিশি, মায়া-কুহেলিকা,
এস গো প্রখর হোমানলশিখা
হৃদয়-শোণিত-প্রাশন।
এস গো পরম দুঃখনিলয়,
আশা-অঙ্কুর করহ বিলয়,
এস সংগ্রাম, এস মহাজয়,
এস গো মরণ সাধন॥

কি গাব আমি, কি শুনাব,
আজি আনন্দধামে।
পুরবাসিজনে এনেচি ডেকে,
তোমার অমৃত নামে॥

কেমনে বর্ণিব তোমার রচনা,
কেমনে রটিব তোমার করুণা,
কেমনে গলাব হৃদয় প্রাণ
তোমার মধুর প্রেমে ॥
তব নাম ল'য়ে চন্দ্র তারা
অসীম শূন্যে ধাইছে ;
রবি হ'তে গ্রহে ঝরিছে প্রেম,
গ্রহ হ'তে গ্রহে ছাইছে ;
অসীম আকাশ নীল শতদল,
তোমার কিরণে সদা ঢল ঢল,
তোমার অমৃত সাগর-মাঝারে
ভাসিছে অবিরামে ॥

জাগ নির্ম্মল নেত্রে
রাত্রির পরপারে,
জাগ অন্তর ক্ষেত্রে
মুক্তির অধিকারে।
জাগ ভক্তির তীর্থে
পূজাপুষ্পের ঘ্রাণে,
জাগ উন্মুখ চিত্তে
জাগ অম্লানপ্রাণে,

জাগ নন্দন নৃত্যে
সুধাসিন্ধুর ধারে,
জাগ স্বার্থের প্রান্তে
প্রেমমন্দিরদ্বারে ॥
জাগ উজ্জ্বল পুণ্যে
জাগ নিশ্চল আশে,
জাগ নিঃসীম শূন্যে
পূর্ণের বাহুপাশে।
জাগ নির্ভয়ধামে,
জাগ সংগ্রাম সাজে,
জাগ ব্রহ্মের নামে,
জাগ কল্যাণ কাজে,
জাগ দুর্গমযাত্রী
দুঃখের অভিসারে,
জাগ স্বার্থের প্রান্তে
প্রেমমন্দিরদ্বারে ॥

হেরি তব বিমল মুখভাতি—
দূর হ'ল গহন দুখরাতি।
ফুটিল মনপ্রাণ মম তব চরণ-লালসে,
দিনু হৃদয়-কমল-দল পাতি' ॥

তব নয়ন-জ্যোতিকণ লাগি,
তরুণ রবি-কিরণ উঠে জাগি।
নয়ন খুলি বিশ্বজন বদন তুলি' চাহিল
তব দরশ-পরশ-সুখ মাগি।
গগন-তল মগন হ'ল শুভ্র তব হাসিতে,
উঠিল ফুটি কত কুসুমপাঁতি—
হেরি তব বিমল মুখভাতি ॥

ধ্বনিত বন বিহগ-কলতানে,
গীত সব ধায় তব পানে।
পূৰ্ব্ব গগনে জগত জাগি উঠি গাহিল,
পূর্ণ সব তব রচিত গানে।
প্রেম-রস পান করি' গান করি' কাননে,
উঠিল মন প্রাণ মম মাতি'—
হেরি তব বিমল মুখভাতি ॥

মোরে ডাকি ল'য়ে যাও মুক্তদ্বারে—
তোমার বিশ্বের সভাতে,
আজি এ মঙ্গল প্রভাতে ॥

উদয়গিরি হ'তে উচ্চে কহ মোরে—
"তিমির লয় হ'ল দীপ্তিসাগরে,
স্বার্থ হ'তে জাগ, দৈন্য হ'তে জাগ,
সব জড়তা হ'তে জাগ জাগ রে,
সতেজ উন্নত শোভাতে ॥"
বাহির কর তব পথের মাঝে,
বরণ কর মোরে তোমার কাজে।
নিবিড় আবরণ কর বিমোচন,
মুক্ত কর সব তুচ্ছ শোচন,
ধৌত কর মম মুগ্ধ লোচন
তোমার উজ্জ্বল, শুভ্ররোচন
নবীন নির্ম্মল বিভাতে ॥

পান্থ এখন কেন অলসিত অঙ্গ ?
হের পুষ্পবনে জাগে বিহঙ্গ।
গগন মগন নন্দন-আলোক-উল্লাসে,
লোকে লোকে উঠে প্রাণ-তরঙ্গ ॥
রুদ্ধ হৃদয়কক্ষে তিমিরে
কেন আত্মসুখদুঃখে শয়ান ;
জাগ জাগ চল মঙ্গল পথে,
যাত্রীদলে মিলি লহ বিশ্বের সঙ্গ ॥

অনিমেষ আঁখি সেই কে দেখেচে।
যে আঁখি জগত পানে চেয়ে রয়েচে ॥
রবি শশী গ্রহ তা'রা হয় না ক দিশেহারা,
সেই আঁখি পরে তারা আঁখি রেখেচে ॥
তরাসে আঁধারে কেন কাঁদিয়া বেড়াই,
হৃদয়-আকাশ পানে কেন না তাকাই।
ধ্রুব-জ্যোতি সে নয়ন জাগে সেথা অনুক্ষণ,
সংসারের মেঘে বুঝি দৃষ্টি ঢেকেচে ॥

আনন্দ-লোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর
মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন মাঝে,
বিশ্বজগত মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে ॥
গ্রহতারক চন্দ্রতপন ব্যাকুল দ্রুতবেগে
করিছে পান, করিছে স্নান, অক্ষয় কিরণে ॥
ধরণীপর ঝরে নির্ঝর, মোহন মধু শোভা,
ফুল পল্লব গীত গন্ধ সুন্দর বরণে ॥
বহে জীবন রজনী দিন চিরনূতন ধারা,
করুণা তব অবিশ্রাম জনমে মরণে ॥
স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তি কোমল করে প্রাণ ;
কত সান্ত্বন কর বর্ষণ সন্তাপ হরণে ॥

জগতে তব কি মহোৎসব, বন্দন করে বিশ্ব
শ্রীসম্পদ ভূমাস্পদ নির্ভয়শরণে ॥

আমার হৃদয়-সমুদ্র-তীরে কে তুমি দাঁড়ায়ে।
কাতর পরাণ ধায় বাহু বাড়ায়ে ॥
হৃদয়ে উথলে তরঙ্গ চরণপরশের তরে,
তা'রা চরণ-কিরণ ল'য়ে কাড়াকাড়ি করে।
মেতেচে হৃদয় আমার ধৈরজ না মানে,
তোমারে ঘেরিতে চায় নাচে সঘনে।
সখা, ঐখেনেতে থাক তুমি যেয়ো না চলে',
আজি হৃদয়-সাগরের বাঁধ ভাঙি সবলে।
কোথা হ'তে আজি প্রেমের পবন ছুটেচে,
আমার হৃদয়ে তরঙ্গ কত নেচে উঠেচে।
তুমি দাঁড়াও তুমি যেয়ো না—
আমার হৃদয়ে তরঙ্গ আজি নেচে উঠেচে ॥

আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি,
দিবস কাটে বৃথায় হে—
আমি যেতে চাই তব পথ পানে,
কত বাধা পায় পায় হে ॥

চারিদিকে হের ঘিরিছে কা'রা
শত বাঁধনে জড়ায় হে,—
আমি ছাড়াতে চাহি, ছাড়ে না কেন গো
ডুবায়ে রাখে মায়ায় হে ॥
দাও ভেঙে দাও এ ভবের সুখ,
কাজ নেই এ খেলায় হে—
আমি ভুলে থাকি যত অবোধের মত
বেলা বহে' তত যায় হে ॥
হান তবে বাজ হৃদয় গহনে,
দুখানল জ্বাল' তায় হে,—
নয়নের জলে ভাসায়ে আমারে,
সে জল দাও মুছায়ে হে।
শূন্য করে' দাও হৃদয় আমার,
আসন পাত' সেথায় হে,
তুমি এস এস, নাথ হ'য়ে ব'স,
ভুলোনা আর আমায় হে ॥

ওহে জীবন-বল্লভ, ওহে সাধন-দুর্ল্লভ।
আমি মর্ম্মের কথা অন্তর ব্যথা কিছুই নাহি কব,
শুধু জীবন মন চরণে দিনু, বুঝিয়া লহ সব।
আমি কি আর কব ॥

এই সংসারপথ সঙ্কট অতি কণ্টকময় হে,
আমি নীরবে যাব হৃদয়ে ল'য়ে প্রেমমূরতি তব।
আমি কি আর কব॥
সুখ দুখ সব তুচ্ছ করিনু, প্রিয় অপ্রিয় হে,
তুমি নিজ হাতে যাহা সঁপিবে, তাহা মাথায় তুলিয়া লব।
আমি কি আর কব॥
অপরাধ যদি করে' থাকি, পদে, না কর যদি ক্ষমা,
তবে পরাণপ্রিয়, দিয়ো হে দিয়ো বেদনা নব নব।
তবু ফেলো না দূরে—দিবসশেষে ডেকে নিয়ো চরণে,
তুমি ছাড়া আর কি আছে আমার, মৃত্যুআঁধার ভব।
আমি কি আর কব॥

কেমনে ফিরিয়া যাও না দেখি তাঁহারে।
কেমনে জীবন কাটে চির অন্ধকারে॥
মহান্ জগতে থাকি বিস্ময়বিহীন আঁখি,
বারেক না দেখ তাঁরে এ বিশ্ব মাঝারে।
যতনে জাগায়ে জ্যোতি ফিরে কোটি সূর্য্যলোক,
তুমি কেন নিভায়েচ আত্মার আলোক।
তাঁহার আহ্বান-রবে আনন্দে চলিছে সবে,
তুমি কেন বসে' আছ এ ক্ষুদ্র সংসারে॥

গাও বীণা, বীণা গাও রে
অমৃত-মধুর তাঁর প্রেম গান
মানব সবে শুনাও রে।
মধুর তানে নীরস প্রাণে
মধুর প্রেম জাগাও রে ॥

ব্যথিয়ো না কা'রে, ব্যথিতের তরে
পাষাণ প্রাণ কাঁদাও রে।
নিরাশেরে কহ আশার কাহিনী,
প্রাণে নববল দাও রে।
আনন্দময়ের আনন্দ-আলয়,
নব নব তানে ছাও রে।
পড়ে' থাক সদা বিভুর চরণে,
আপনারে ভুলে যাও রে ॥

তুমি ছেড়ে ছিলে ভুলে ছিলে বলে'
হের গো কি দশা হয়েচে।
মলিন বদন, মলিন হৃদয়,
শোকে প্রাণ ডুবে রয়েচে।

বিরহীর বেশে এসেচি হেথায়,
　　জানাতে বিরহ-বেদনা :
দরশন নেব, তবে চলে' যাব,
　　অনেক দিনের বাসনা।
নাথ নাথ বলে' ডাকিব তোমারে,
　　চাহিব হৃদয়ে রাখিতে ;
কাতর প্রাণের রোদন শুনিলে
　　আর কি পারিবে থাকিতে ?
ও অমৃতরূপ দেখিব যখন
　　মুছিব নয়ন-বারি হে ;
আর উঠিব না, পড়িয়া রহিব
　　চরণতলে তোমারি হে ॥

দুখের কথা তোমায় বলিব না, দুখ
　　ভুলেচি ও কর-পরশে।
যা-কিছু দিয়েচ, তাই পেয়ে নাথ,
　　সুখে আছি, আছি হরষে ॥
আনন্দ-আলয় এ মধুর ভব,
হেথা আমি আছি, এ কি স্নেহ তব ;
তোমার চন্দ্রমা, তোমার তপন
　　মধুর কিরণ বরষে ॥

কত নব হাসি ফুটে ফুল-বনে,
প্রতিদিন নব প্রভাতে ;
প্রতিনিশি কত গ্রহ কত তারা
তোমার নীরব সভাতে ;
জননীর স্নেহ, স্নহৃদের প্রীতি,
শতধারে স্নধা ঢালে নিতি নিতি,
জগতের প্রেম, মধুর মাধুরী,
ডুবায় অমৃত-সরসে ॥
ক্ষুদ্র মোরা তবু না জানি মরণ
দিয়েচ তোমার অভয় শরণ,
শোক তাপ সব হয় হে হরণ
তোমার চরণ দরশে ।
প্রতিদিন যেন বাড়ে ভালবাসা,
প্রতিদিন মিটে প্রাণের পিপাসা,
পাই নব প্রাণ, জাগে নব আশা
নব নব নব বরষে ॥

পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে,
শান্তিসদন সাধন-ধন দেব-দেব হে ।
সর্ব্বলোক-পরমশরণ, সকল-মোহকলুষ-হরণ,
দুঃখতাপবিঘ্নতরণ শোক-শান্ত-স্নিগ্ধচরণ ॥

সত্যরূপ প্রেমরূপ হে।
দেব-মনুজ-বন্দিত-পদ বিশ্বভূপ হে॥
হৃদয়ানন্দ পূর্ণ ইন্দু, তুমি অপার প্রেমসিন্ধু,
যাচে তৃষিত অমিয়বিন্দু, করুণালয় ভক্তবন্ধু॥
প্রেমনেত্রে চাহ সেবকে,
বিকশিতদল চিত্তকমল হৃদয়-দেব হে।
পুণ্যজ্যোতিপূর্ণ গগন, মধুর হেরি সকল ভুবন,
সুধাগন্ধ-মুদিত পবন, ধ্বনিতগীত হৃদয়ভবন॥
এস এস শূন্য জীবনে,
মিটাও আশ সব তিয়াষ অমৃত-প্লাবনে।
দেহ জ্ঞান, প্রেম দেহ, শুষ্ক চিত্তে বরিষ স্নেহ,
ধন্য হোক্ হৃদয় দেহ, পুণ্য হোক সকল গেহ॥

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই,
চির দিন কেন পাই না।
কেন মেঘ আসে হৃদয়-আকাশে,
তোমারে দেখিতে দেয় না।
ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে
তোমায় যবে পাই দেখিতে,
হারাই হারাই সদা হয় ভয়,
হারাইয়া ফেলি চকিতে।

কি করিলে বল পাইব তোমারে,
রাখিব আঁখিতে আঁখিতে।
এত প্রেম আমি কোথা পাব নাথ,
তোমারে হৃদয়ে রাখিতে।
আর কারো পানে চাহিব না আর,
করিব হে আমি প্রাণপণ;
তুমি যদি বল এখনি করিব
বিষয়-বাসনা বিসর্জ্জন।

মিটিল সব ক্ষুধা তাঁহার প্রেম-সুধা
চল রে ঘরে ল'য়ে যাই।
সেথা যে কত লোক পেয়েচে কত শোক,
তৃষিত আছে কত ভাই।
ডাক রে তাঁর নামে সবারে নিজধামে,
সকলে তাঁর গুণ গাই।
দুখী কাতর জনে রেখো রে রেখো মনে,
হৃদয়ে সবে দেহ ঠাঁই।
সতত চাহি তাঁরে ভোল রে আপনারে,
সবারে কর রে আপন।
শান্তি আহরণে শান্তি বিতরণে
জীবন কর রে যাপন।

এত যে সুখ আছে কে তাহা শুনিয়াছে,
চল রে সবারে শুনাই—
বল রে ডেকে বল, "পিতার ঘরে চল,
হেথায় শোক তাপ নাই।"

যাদের চাহিয়া তোমারে ভুলেচি,
তা'রা ত চাহে না আমারে।
তা'রা আসে তা'রা চলে' যায় দূরে,
ফেলে যায় মরু মাঝারে॥
দুদিনের হাসি দুদিনে ফুরায়,
দীপ নিভে যায় আঁধারে;
কে রহে তখন, মুছাতে নয়ন,
ডেকে ডেকে মরি কাহারে॥
যাহা পাই তাই ঘরে নিয়ে যাই
আপনার মন ভুলাতে;
শেষে দেখি হায় ভেঙে সব যায়,
ধূলা হ'য়ে যায় ধূলাতে।
সুখের আশায় মরি পিপাসায়,
ডুবে মরি দুখ-পাথারে;
রবি শশী তারা কোথা হয় হারা,
দেখিতে না পাই তোমারে॥

বরিষ ধরা-মাঝে শান্তির বারি।
শুষ্ক হৃদয় ল'য়ে আছে দাঁড়াইয়ে
ঊর্দ্ধমুখে নরনারী॥
না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহপাপ,
না থাকে শোক পরিতাপ।
হৃদয় বিমল হোক্, প্রাণ সবল হোক,
বিঘ্ন দাও অপসারি॥
কেন এ হিংসা দ্বেষ, কেন এ ছদ্মবেশ,
কেন এ মান অভিমান।
বিতর বিতর প্রেম পাষাণ হৃদয়ে,
জয় জয় হোক্ তোমারি॥

তুমি কাছে নাই বলে' হের সখা তাই,
আমি বড় আমি বড় বলিছে সবাই।
(সবাই বড় হ'ল হে)
(সবার বড় কাছে নেই বলে',
সবাই বড় হ'ল হে)
(তোমায় দেখিনে বলে',
তোমায় পাইনে বলে',
সবাই বড় হ'ল হে)

নাথ, তুমি একবার এস হাসিমুখে,
এরা ম্লান হ'য়ে যাক্ তোমার সম্মুখে।
(লাজে ম্লান হোক্ হে)
(আমারে যারা ভুলায়েছিল,
লাজে ম্লান হোক্ হে,)
(তোমারে যারা ঢেকেছিল,
লাজে ম্লান হোক্ হে)
কোথা তব প্রেমমুখ বিশ্বঘেরা হাসি,
আমারে তোমার মাঝে কর গো উদাসী।
(উদাস কর হে)
(তোমার প্রেমে,
তোমার মধুর রূপে,
উদাস কর হে)
ক্ষুদ্র আমি করিতেছে বড় অহঙ্কার,
ভাঙো ভাঙো ভাঙো নাথ অভিমান তা'র
(অভিমান চূর্ণ কর হে,
তোমার পদতলে মান চূর্ণ কর হে,
পদানত করে' মান চূর্ণ কর হে)।

তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে,
তুমিই ধন্য ধন্য হে।
আমার প্রাণ তোমারি দান,
তুমিই ধন্য ধন্য হে।
পিতার বক্ষে রেখেচ মোরে,
জনম দিয়েচ জননী-ক্রোড়ে,
বেঁধেচ সখার প্রণয়-ডোরে,
তুমিই ধন্য ধন্য হে।
তোমার বিশাল বিপুল ভুবন
করেচ আমার নয়ন-লোভন,
নদী গিরি বন সরস শোভন,
তুমিই ধন্য ধন্য হে।
হৃদয়ে বাহিরে, স্বদেশে বিদেশে,
যুগে যুগান্তে নিমেষে নিমেষে,
জনমে মরণে শোকে আনন্দে,
তুমিই ধন্য ধন্য হে॥

প্রেমানন্দে রাখ পূর্ণ আমারে দিবস রাত।
বিশ্বভুবনে নিরখি সতত সুন্দর তোমারে,
চন্দ্র সূর্য্য কিরণে তোমার করুণ নয়নপাত।
সুখ সম্পদে করি হে পান তব প্রসাদবারি,
দুখ সঙ্কটে পরশ পাই তব মঙ্গল হাত॥

জীবনে জ্বাল অমর দীপ তব অনন্ত আশা,
মরণ অন্তে হোক্ তোমারি চরণে সুপ্রভাত
লহ লহ মম সব আনন্দ সকল প্রীতি গীতি
হৃদয়ে বাহিরে একমাত্র তুমি আমার নাথ ॥

রক্ষা কর হে।
আমার কর্ম্ম হইতে আমায় রক্ষা কর হে ॥
আপন ছায়া আতঙ্কে মোরে করিছে কম্পিত হে,
আপন চিন্তা গ্রাসিছে, আমায় রক্ষা কর হে।
প্রতিদিন আমি আপনি রচিয়া জড়াই মিথ্যা জালে,
ছলনা-ডোর হইতে মোরে রক্ষা কর হে ॥
অহঙ্কার হৃদয়দ্বার রয়েচে রোধিয়া হে।
আপনা হ'তে আপনায় মোরে রক্ষা কর হে ॥

আছে দুঃখ আছে মৃত্যু,
বিরহদহন লাগে;
তবুও শান্তি তবু আনন্দ,
তবু অনন্ত জাগে ॥
তবু প্রাণ নিত্যধারা, হাসে সূর্য্য চন্দ্র তারা,
বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে ॥

তরঙ্গ মিলায়ে যায়, তরঙ্গ উঠে,
কুসুম ঝরিয়া পড়ে, কুসুম ফুটে ;
নাহি ক্ষয় নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্য লেশ,
সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে ॥

আমার বিচার তুমি কর, তব আপন করে।
দিনের কর্ম্ম আনিনু তোমার বিচার-ঘরে ॥
যদি পূজা করি মিছা দেবতার,
শিরে ধরি যদি মিথ্যা আচার,
যদি পাপ মনে করি অবিচার কাহারো পরে
আমার বিচার তুমি কর তব আপন করে ॥
লোভে যদি কা'রে দিয়ে থাকি দুখ,
ভয়ে হ'য়ে থাকি ধর্ম্মবিমুখ,
পরের পীড়ায় পেয়ে থাকি সুখ ক্ষণেক তরে,-
তুমি যে জীবন দিয়েচ আমায়
কলঙ্ক যদি দিয়ে থাকি তায়,
আপনি বিনাশ করি আপনায় মোহের ভরে,
আমার বিচার তুমি কর তব আপন করে ॥

আমি কি বলে' করিব নিবেদন
আমার হৃদয় প্রাণমন ॥

চিত্তে আসি দয়া করি’
নিজে লহ অপহরি,
কর তা’রে আপনারি ধন—
আমার হৃদয় প্রাণমন ॥
শুধু ধূলি শুধু ছাই,
মূল্য যার কিছু নাই,
মূল্য তা’রে কর সমর্পণ—
স্পর্শে তব পরশরতন।
তোমারি গৌরবে যবে
আমার গৌরব হবে
সব তবে দিব বিসর্জ্জন,—
আমার হৃদয় প্রাণমন ॥

দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া
নিত্য কল্যাণ কাজে হে।
ফিরিব আহ্বান মানিয়া
তোমারি রাজ্যের মাঝে হে ॥
মজিয়া অনুখন লালসে
র’ব না পড়িয়া আলসে,
হয়েছে জর্জ্জর জীবন
ব্যর্থ দিবসের লাজে হে ॥

আমারে রহে যেন না ঘিরি
সতত বহুতর সংশয়ে ;
বিবিধ পথে যেন না ফিরি
বহুল সংগ্রহ আশয়ে।
অনেক নৃপতির শাসনে
না রহি শঙ্কিত আসনে,
ফিরিব নির্ভয়-গৌরবে
তোমারি ভৃত্যের সাজে হে

তুমি যে আমারে চাও
আমি সে জানি।
কেন যে মোরে কাঁদাও
আমি সে জানি।
এ আলোকে এ আঁধারে
কেন তুমি আপনারে
ছায়াখানি দিয়ে ছাও
আমি সে জানি ॥
সারাদিন নানা কাজে
কেন তুমি নানা সাজে
কত সুরে ডাক দাও
আমি সে জানি।

সারা হ'লে দেয়া-নেয়া
দিনান্তের শেষ খেয়া
কোন্-দিক্-পানে যাও
আমি সে জানি ॥

কি সুর বাজে আমার প্রাণে,
আমিই জানি, মনই জানে।
কিসের লাগি সদাই জাগি,
কাহার কাছে কি ধন মাগি,
তাকাই কেন পথের পানে
আমিই জানি, মনই জানে ॥
দ্বারের পাশে প্রভাত আসে,
সন্ধ্যা নামে বনের বাসে;
সকাল-সাঁঝে বংশী বাজে,
বিকল করে সকল কাজে,
বাজায় কে যে কিসের তানে,
আমিই জানি, মনই জানে ॥

ভুবনেশ্বর হে—
মোচন কর বন্ধন সব
মোচন কর হে ॥

প্রভু, মোচন কর ভয়,
সব দৈন্য করহ লয়
নিত্য চকিত চঞ্চল চিত
কর নিঃসংশয়।
তিমির রাত্রি অন্ধ যাত্রী
সম্মুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর হে।
ভুবনেশ্বর হে—
মোচন কর জড় বিষাদ
মোচন কর হে।
প্রভু, তব প্রসন্ন মুখ
সব দুঃখ করুক সুখ,
ধূলিপতিত দুর্ব্বল চিত
করহ জাগরূক।
তিমির রাত্রি অন্ধ যাত্রী
সম্মুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর হে
ভুবনেশ্বর হে—
মোচন কর স্বার্থপাশ
মোচন কর হে।
প্রভু, বিরস বিকল প্রাণ,
কর প্রেমসলিল দান;
ক্ষতিপীড়িত শঙ্কিত চিত
কর সম্পদবান।

তিমির রাত্রি   অন্ধ যাত্রী
সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর হে ॥

নিবিড় অন্তরতর বসন্ত এল প্রাণে,
জগত-জন-হৃদয়ধন, চাহি তব পানে ॥
হরষরস বরষি যত তৃষিত ফুল-পাতে
কুঞ্জ-কানন-পবন পরশ তব আনে ॥
মুগ্ধ কোকিল মুখর রাত্রি দিন যাপে,
মর্ম্মরিত পল্লবিত সকল বন কাঁপে।
দশদিশি সুরমা সুন্দর মধুর হেরি,
দুঃখ হ'ল দূর সব দৈন্য-অবসানে ॥

চরণ-ধ্বনি শুনি তব নাথ, জীবন-তীরে,
কত নীরব নিরজনে, কত মধু-সমীরে।
গগনে গ্রহ-তারাচয় অনিমেষে চাহি রয়,
ভাবনা-স্রোত হৃদয়ে বয় ধীরে একান্তে ধীরে
চাহিয়া রহে আঁখি মম তৃষ্ণাতুর পাখীসম,
শ্রবণ রয়েছি মেলি চিত্ত-গভীরে ;
কোন্ শুভ প্রাতে দাঁড়াবে হৃদি-মাঝে,
ভুলিব সব দুঃখ সুখ ডুবিয়া আনন্দ-নীরে ॥

সফল কর হে প্রভু আজি সভা।
এ রজনী হোক্ মহোৎসবা॥
বাহির অন্তর ভুবনচরাচর
মঙ্গলডোরে বাঁধি এক কর,
শুষ্ক হৃদয় কর প্রেমে সরসতর,
শূন্য নয়নে আন পুণ্যপ্রভা॥
অভয়দ্বার তব কর হে অবারিত,
অমৃত উৎস তব উৎসারিত,
গগনে গগনে তব কর প্রসারিত
অতি বিচিত্র তব নিত্যশোভা
সব ভকতে তব আন এ পরিষদে,
বিমুখ চিত্ত যত কর নত তব পদে,
রাজঅধীশ্বর তব চির সম্পদে
সব সম্পদ কর হতগরবা॥

প্রভু আমার, প্রিয় আমার, পরম ধন হে।
চির পথের সঙ্গী আমার চির জীবন হে॥
তৃপ্তি আমার অতৃপ্তি মোর,
মুক্তি আমার, বন্ধন ডোর,
দুঃখ সুখের চরম আমার জীবন মরণ হে॥

আমার সকল গতির মাঝে পরম গতি হে,
নিত্য প্রেমের ধামে আমার পরম পতি হে।
ওগো সবার, ওগো আমার, বিশ্ব হ'তে চিত্তে বিহার,
অন্তবিহীন লীলা তোমার নূতন নূতন হে ॥

কেমনে রাখিবি তোরা তাঁরে লুকায়ে
চন্দ্রমা তপন তারা আপন আলোক ছায়ে ॥
হে বিপুল সংসার সুখে দুঃখে আঁধার,
কত কাল রাখিবি ঢাকি তাঁহারে কুহেলিকায়
আত্ম-বিহারী তিনি হৃদয়ে উদয় তাঁর—
নব নব মহিমা জাগে, নব নব কিরণ-ভায় ॥

জাগে নাথ জ্যোৎস্না রাতে,
জাগরে অন্তর জাগ।
তাঁহারি পানে চাহ মুগ্ধ প্রাণে
নিমেষহারা আঁখিপাতে।

নীরব চন্দ্রমা নীরব তারা
নীরব গীতরসে হ'ল হারা ;
জাগে বসুন্ধরা অম্বর জাগেরে
জাগেরে সুন্দর সাথে ॥

তিমিরময় নিবিড় নিশা
নাহি রে নাহি দিশা,
একেলা ঘন ঘোর পথে, পান্থ, কোথা যাও ॥
বিপদ দুখ নাহি জান,
বাধা কিছু নাহি মান,
অন্ধকার হতেছ পার, কাহার সাড়া পাও।
দীপ হৃদয়ে জ্বলে,
নিবে না সে বায়ুবলে,
মহানন্দে নিরন্তর এ কি গান গাও।
সম্মুখে অভয় তব,
পশ্চাতে অভয় রব,
অন্তরে বাহিরে কাহার মুখ চাও ।

তুমি আমাদের পিতা,
তোমায় পিতা বলে' যেন জানি,
তোমায় নত হ'য়ে যেন মানি,
তুমি কোরোনা কোরোনা রোষ।
হে পিতা হে দেব দূর করে' দাও
যত পাপ যত দোষ—
যাহা ভালো তাই দাও আমাদের
যাহাতে তোমার তোষ॥

তোমা হ'তে সব সুখ হে পিতা,
তোমা হ'তে সব ভালো,
তোমাতেই সব সুখ হে পিতা
তোমাতেই সব ভালো।
তুমিই ভালো হে তুমিই ভালো
সকল ভালোর সার—
তোমারে নমস্কার হে পিতা
তোমারে নমস্কার॥

দাঁড়াও মন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডমাঝে
আনন্দ সভাভবনে আজ।
বিপুল মহিমাময় গগনে মহাসনে
বিরাজ করে বিশ্বরাজ।

সিন্ধু শৈল তটিনী মহারণ্য জলধরমালা
তপন চন্দ্র তারা গভীর মন্দ্রে গাহিছে শুন গান।
এই বিশ্বমহোৎসব দেখি মগন হ'ল সুখে কবিচিত্ত
ভুলি গেল সব কাজ ॥

প্রথম আদি তব শক্তি
আদি পরমোজ্জ্বল জ্যোতি তোমারি হে
গগনে গগনে।
তোমার আদি বাণী বহিছে তব আনন্দ
জাগিছে নব নব রসে হৃদয়ে মনে
তোমার চিদাকাশে ভাতে সূরয চন্দ্র তারা
প্রাণ তরঙ্গ উঠে পবনে।
তুমি আদিকবি, কবিগুরু তুমি হে
মন্ত্র তোমার মন্দ্রিত সব ভুবনে ॥

আঁধার রজনী পোহাল, জগত পূরিল পুলকে,
বিমল প্রভাত-কিরণে মিলিল দ্যুলোক ভূলোকে
জগত নয়ন তুলিয়া হৃদয়-দুয়ার খুলিয়া
হেরিছে হৃদয়নাথেরে আপন হৃদয়-আলোকে ॥

প্রেমমুখহাসি তাঁহারি পড়িছে ধরার আননে,
কুসুম বিকশি উঠিছে, সমীর বহিছে কাননে।
সুধীরে আঁধার টুটিছে, দশদিক্ ফুটে উঠিছে,
জননীর কোলে যেন রে জাগিছে বালিকা বালকে
জগৎ যেদিকে চাহিছে সেদিকে দেখিনু চাহিয়া,
হেরি সে অসীম মাধুরী হৃদয় উঠিছে গাহিয়া।
নবীন আলোকে ভাতিছে, নবীন আশায় মাতিছে,
নবীন জীবন লভিয়া জয় জয় উঠে ত্রিলোকে॥

ডাকিছ শুনি জাগিনু প্রভু, আসিনু তব পাশে
আঁখি ফুটিল চাহি উঠিল চরণ-দরশ আশে॥
খুলিল দ্বার, তিমিরভার দূর হইল ত্রাসে।
হেরিল পথ বিশ্বজগত ধাইল নিজ বাসে॥
বিমল কিরণ প্রেম-আঁখি সুন্দর পরকাশে।
নিখিল তায় অভয় পায়, সকল জগত হাসে॥
কানন সব ফুল্ল আজি, সৌরভ তব ভাসে।
মুগ্ধ হৃদয় মত্ত মধুপ প্রেম-কুসুম-বাসে॥
উজ্জ্বল যত ভকত-হৃদয়, মোহ-তিমির নাশে।
দাও নাথ, প্রেম-অমৃত বঞ্চিত তব দাসে॥

প্রভাতে বিমল আনন্দে বিকশিত কুসুমগন্ধে
বিহঙ্গম গীত-ছন্দে তোমার আভাস পাই ॥

জাগে বিশ্ব তব ভবনে প্রতিদিন নব জীবনে,
অগাধ শূন্য পূরে কিরণে,
খচিত নিখিল বিচিত্র বরণে—
বিরল আসনে বসি তুমি সব দেখিছ চাহি ॥

চারিদিকে করে খেলা বরণ-কিরণ-জীবন-মেলা,
কোথা তুমি অন্তরালে।
অন্ত কোথায়, অন্ত কোথায়,
অন্ত তোমার নাহি নাহি ॥

তিমির-দুয়ার খোলো,—এস, এস নীরব চরণে।
জননি আমার দাঁড়াও এই নবীন অরুণ-কিরণে ॥
পুণ্যপরশ-পুলকে সব আলস যাক্ দূরে।
গগনে বাজুক বীণা জগৎ-জাগানো-সুরে।
জননি জীবন জুড়াও তব প্রসাদ-সুধা-সমীরণে,
জননি আমার দাঁড়াও মম জ্যোতিবিভাসিত নয়নে

গান

আজি বহিছে বসন্ত-পবন সুমন্দ তোমারি সুগন্ধ হে।
কত আকুল প্রাণ আজ গাহিছে গান, চাহে তোমারি
পানে আনন্দে হে ॥
জ্বলে তোমার আলোক দ্যুলোক ভূলোকে গগন উৎসবপ্রাঙ্গণে—
চির-জ্যোতি পাইছে চন্দ্র তারা, আঁখি পাইছে অন্ধ হে ॥
তব মধুর-মুখ-ভাতি-বিহসিত প্রেম-বিকশিত অন্তরে—
কত ভকত ডাকিছে, "নাথ, যাচি দিবস রজনী তব সঙ্গ হে।"
উঠে সজনে প্রান্তরে লোক লোকান্তরে যশোগাথা কত ছন্দে হে,
ঐ ভবশরণ, প্রভু, অভয় পদ তব সুর মানব মুনি বন্দে হে ॥

আমায় ছ'জনায় মিলে পথ দেখায় বলে'
পদে পদে পথ ভুলি হে ॥
নানা কথার ছলে নানান্ মুনি বলে,
সংশয়ে তাই দুলি হে ॥

তোমার কাছে যাব এই ছিল সাধ,
তোমার বাণী শুনে ঘুচাব প্রমাদ ;
কানের কাছে সবাই করিছে বিবাদ—
শত লোকের শত বুলি হে ॥

কাতর প্রাণে আমি তোমায় যখন যাচি
আড়াল করে' সবাই দাঁড়ায় কাছাকাছি,
ধরণীর ধূলো তাই নিয়ে আছি,
পাইনে চরণ-ধূলি হে ॥

শত ভাগ মোর শত দিকে ধায়,
আপনা আপনি বিবাদ বাধায়,
কারে সামালিব, এ কি হ'ল দায়,
একা যে অনেকগুলি হে ॥

আমায় এক কর তোমার প্রেমে বেঁধে,
এক পথ আমায় দেখাও অবিচ্ছেদে,
ধাঁধার মাঝে পড়ে' কত মরি কেঁদে,
চরণেতে লহ তুলি' হে ॥

কি করিলি মোহের ছলনে।
গৃহ তেয়াগিয়া প্রবাসে ভ্রমিলি,
পথ হারাইলি গহনে ॥
(ঐ) সময় চলে' গেল, আঁধার হ'য়ে এল,
মেঘ ছাইল গগনে।
শ্রান্ত দেহ আর চলিতে চাহে না,
বিঁধিছে কণ্টক চরণে ॥

গৃহে ফিরে যেতে প্রাণ কাঁদিছে,
এখন ফিরিব কেমনে ?
পথ বলে' দাও, পথ বলে' দাও,
কে জানে কারে ডাকি সঘনে।

বন্ধু যাহারা ছিল, সকলে চলে' গেল,
কে আর রহিল এ বনে।
(ওরে) জগত-সখা আছে, যা রে তাঁর কাছে,
বেলা যে যায় মিছে রোদনে।

দাঁড়ায়ে গৃহ-দ্বারে জননী ডাকিছে,
আয় রে ধরি তাঁর চরণে,
পথের ধূলি লেগে অন্ধ আঁখি মোর,
মায়েরে দেখেও দেখিলিনে।

কোথা গো কোথা তুমি, জননি, কোথা তুমি,
ডাকিছ কোথা হ'তে এ জনে।
হাতে ধরিয়ে সাথে ল'য়ে চল,
তোমার অমৃত-ভবনে॥

—

কোথা আছ প্রভু, এসেছি দীনহীন,
আলয় নাহি মোর অসীম সংসারে।
অতি দূরে দূরে ভ্রমেছি আমি হে,
প্রভু প্রভু বলে' ডাকি কাতরে।
সাড়া কি দিবে না, দীনে কি চাবে না,
রাখিবে ফেলিয়ে অকূল আঁধারে।
পথ যে জানিনে, রজনী আসিছে,
একেলা আমি যে এ বনমাঝারে।
জগত-জননী, লহ লহ কোলে,
বিরাম মাগিছে শ্রান্ত শিশু এ।
পিয়াও অমৃত, তৃষিত সে অতি,
জুড়াও তাহারে স্নেহ বরষিয়ে।
ত্যজি সে তোমারে গেছিল চলিয়ে,
কাঁদিছে আজিকে পথ হারাইয়ে।
আর সে যাবে না, রহিবে সাথ সাথ,
ধরিয়ে তব হাত ভ্রমিবে নির্ভয়ে।
এস তবে প্রভু, স্নেহ-নয়নে
এ মুখ পানে চাও, ঘুচিবে যাতনা,
পাইব নব বল, মুছিবে অশ্রুজল
চরণ ধরিয়ে পূরিবে কামনা॥

চাহি না সুখে থাকিতে হে,
হের, কত দীনজন কাঁদিছে ॥
কত শোকের ক্রন্দন গগনে উঠিছে,
জীবন-বন্ধন নিমেষে টুটিছে,
কত ধূলিশায়ী জন, মলিন জীবন
সরমে চাহে ঢাকিতে হে ॥
শোকে হাহাকারে বধির শ্রবণ,
শুনিতে না পাই তোমার বচন,
হৃদয়বেদন করিতে মোচন
কারে ডাকি কারে ডাকিতে হে
আশার অমৃত ঢালি দাও প্রাণে,
আশীর্ব্বাদ কর আতুর সন্তানে,
পথহারা জনে ডাকি গৃহপানে,
চরণে হবে রাখিতে হে।
প্রেম দাও, শোকে করিতে সান্ত্বনা,
ব্যথিত জনের ঘুচাতে যন্ত্রণা
তোমার কিরণ করহ প্রেরণ,
অশ্রু-আকুল আঁখিতে হে ॥

চির দিবস নব মাধুরী নব শোভা তব বিশ্বে
নব কুসুম-পল্লব নব গীত নব আনন্দ ॥

নব জ্যোতি বিভাসিত, নব প্রাণ বিকাশিত,
নব প্রীতি-প্রবাহ হিল্লোলে ॥
চারিদিকে চিরদিন নবীন লাবণ্য
তব প্রেম-নয়ন-ছটা ।
হৃদয়স্বামী তুমি চির প্রবীণ
তুমি চির নবীন, চির মঙ্গল, চির স্থন্দর ॥

চির বন্ধু, চির নির্ভর, চিরশান্তি
তুমি হে প্রভু
তুমি চিরমঙ্গল সখা হে, (তোমার জগতে)
চিরসঙ্গী চির জীবনে ।
চির প্রীতিস্থধানির্ঝর তুমি হে হৃদয়েশ ।
তব জয় সঙ্গীত ধ্বনিছে (তোমার জগতে)
চির দিবা চির রজনী ।

জগতে তুমি রাজা, অসীম প্রতাপ
হৃদয়ে তুমি হৃদয়নাথ হৃদয়হরণরূপ ॥
নীলাম্বর জ্যোতিখচিত চরণ-প্রান্তে প্রসারিত,
ফিরে সভয়ে নিয়মপথে অনন্ত লোক ॥

নিভৃত হৃদয়মাঝে কিবা প্রসন্ন মুখচ্ছবি,
প্রেমপরিপূর্ণ মধুর ভাতি।
ভকত-হৃদয়ে তব করুণারস সতত বহে,
দীনজনে সতত কর অভয় দান॥

ডেকেচেন প্রিয়তম, কে রহিবে ঘরে
ডাকিতে এসেচি তাই, চল ত্বরা করে’॥
তাপিত-হৃদয় যারা মুছিবি নয়ন-ধারা,
ঘুচিবে বিরহ-তাপ কতদিন পরে॥
আজি এ আকাশ মাঝে, কি অমৃত বীণা বাজে
পুলকে জগৎ আজি কি মধু শোভায় সাজে।
আজি এ মধুর ভবে মধুর মিলন হবে,
তাঁহার সে প্রেমমুখ জেগেচে অন্তরে॥

তার’ তার’ হরি, দীন জনে।
ডাক তোমার পথে করুণাময়,
পূজন-সাধন-হীন জনে॥
অকুল সাগরে না হেরি ত্রাণ,
পাপে তাপে জীর্ণ এ প্রাণ
মরণ মাঝারে শরণ দাও হে,
রাখ এ দুর্ব্বল ক্ষীণ জনে॥

ঘেরিল যামিনী নিভিল আলো.
বৃথা কাজে মম দিন ফুরালো,
পথ নাহি প্রভু, পাথেয় নাহি
ডাকি তোমারে প্রাণপণে।
দিক্‌হারা সদা মরি যে ঘুরে,
যাই তোমা হ'তে দূর সুদূরে,
পথ হারাই রসাতল-পুরে,
অন্ধ এ লোচন মোহ-ঘনে

তুমি ধন্য ধন্য হে ধন্য তব প্রেম,
ধন্য তোমার জগত-রচনা ॥
এ কি অমৃতরসে চন্দ্র বিকাশিলে,
এ সমীরণ পূরিলে প্রাণ-হিল্লোলে ॥
এ কি প্রেমে তুমি ফুল ফুটাইলে.
কুসুমবন ছাইলে শ্যাম পল্লবে ॥
এ কি গভীর বাণী শিখালে সাগরে,
কি মধুগীতি তুলিলে নদী-কল্লোলে
এ কি ঢালিছ সুধা মানব-হৃদয়ে
তাই হৃদয় গাইছে প্রেম-উল্লাসে ॥

তুমি বন্ধু, তুমি নাথ নিশিদিন তুমি আমার।
তুমি সুখ, তুমি শান্তি, তুমি হে অমৃত-পাথার।
তুমিই ত আনন্দ-লোক, জুড়াও প্রাণ, নাশ শোক,
তাপ-হরণ তোমার চরণ অসীম শরণ দীন জনার॥

তোমারি ইচ্ছা হোক পূর্ণ, করুণাময় স্বামী!
তোমারি প্রেম স্মরণে রাখি, চরণে রাখি আশা,
দাও দুঃখ দাও তাপ, সকলি সহিব আমি।
তব প্রেম-আঁখি সতত জাগে, জেনেও না জানি;
ঐ মঙ্গলরূপ ভুলি, তাই শোক-সাগরে নামি।
আনন্দময় তোমার বিশ্ব শোভাসুখপূর্ণ;
আমি আপন দোষে দুঃখ পাই, বাসনা-অনুগামী।
মোহ-বন্ধ ছিন্ন কর কঠিন আঘাতে;
অশ্রুসলিলধৌত হৃদয়ে থাক দিবসযামী॥

তোমার কথা হেথা কেহ ত বলে না,
করে শুধু মিছে কোলাহল।
সুধাসাগরের তীরেতে বসিয়া
পান করে শুধু হলাহল॥

আপনি কেটেছে আপনার মূল,
না জানে সাঁতার, নাহি পায় কূল,
স্রোতে যায় ভেসে, ডোবে বুঝি শেষে,
করে দিবানিশি টলমল ॥
আমি কোথা যাব, কাহারে শুধাব,
নিয়ে যায় সবে টানিয়া।
একেলা আমারে ফেলে যাবে শেষে
অকূল পাথারে আনিয়া।
সুহৃদের তরে চাই চারি ধারে,
আঁখি করিতেছে ছলছল;
আপনার ভারে মরি যে আপনি,
কাঁপিছে হৃদয় হীনবল ॥

দুখ দিয়েছ, দিয়েছ ক্ষতি নাই,
কেন গো একেলা ফেলে রাখ'?
ডেকে নিলে, ছিল যারা কাছে,
তুমি তবে কাছে কাছে থাক' ॥
প্রাণ কারো সাড়া নাহি পায়,
রবি শশী দেখা নাহি যায়,
এ পথে চলে যে অসহায়—
তা'রে তুমি ডাক, প্রভু, ডাক ॥

সংসারের আলো নিভাইলে,
বিষাদের আঁধার ঘনায়,
দেখাও তোমার বাতায়নে
চির-আলো জ্বলিছে কোথায়।
শুষ্ক নির্ঝরের ধারে রই,
পিপাসিত প্রাণ কাঁদে ওই,
অসীম প্রেমের উৎস কই,
আমারে তৃষিত রেখো না ক'॥

নিত্য নব সত্য তব শুভ্র আলোকময়,
পরিপূর্ণ জ্ঞানময়,
কবে হবে বিভাসিত মম চিত্ত-আকাশে॥
রয়েছি বসি দীর্ঘ নিশি চাহিয়া উদয় দিশি,
ঊর্দ্ধমুখে করপুটে,
নব সুখ, নব প্রাণ, নব দিবা আশে॥
কি দেখিব, কি জানিব, না জানি সে কি আনন্দ,
নূতন আলোক আপন মন মাঝে।
সে আলোকে মহাসুখে আপন আলয়মুখে
চলে' যাব গান গাহি,
কে রহিবে আর দূর পরবাসে॥

নব আনন্দে জাগ আজি, নবরবিকিরণে,
শুভ্র সুন্দর প্রীতি-উজ্জ্বল নির্ম্মল জীবনে।
উৎসারিত নবজীবননির্ঝর উচ্ছ্বাসিত আশাগীতি,
অমৃত পুষ্পগন্ধ বহে আজি এই শান্তি পবনে॥

পেয়েছি অভয়পদ আর ভয় কারে,
আনন্দে চলেছি ভবপারাবার-পারে।
মধুর শীতল ছায় শোক তাপ দূরে যায়,
করুণাকিরণ তাঁর অরুণ বিকাশে।
জীবনে মরণে আর কভু না ছাড়িব তাঁরে॥

ভয় হয় পাছে তব নামে আমি
আমারে করি প্রচার হে।
মোহবশে পাছে ঘিরে আমায়, তব
নাম-গান-অহঙ্কার হে॥
তোমার কাছে কিছু নাহি ত লুকানো,
অন্তরের কথা তুমি সব জানো,
আমি কত দীন, আমি কত হীন,
কেহ নাহি জানে আর হে॥

ক্ষুদ্র কণ্ঠে যবে উঠে তব নাম
বিশ্ব শুনে তোমায় করে গো প্রণাম,
তাই আমার পাছে জাগে অভিমান,
গ্রাসে আমায় আঁধার হে,
পাছে প্রতারণা করি আপনারে,
তোমার আসনে বসাই আমারে,
রাখ মোহ হ'তে রাখ তম হ'তে,
রাখ রাখ বার বার হে ॥

বসে' আছি হে কবে শুনিব তোমার বাণী।
কবে বাহির হইব জগতে, মম জীবন ধন্য মানি ॥
কবে প্রাণ জাগিবে, তব প্রেম গাহিবে,
দ্বারে দ্বারে ফিরি সবার হৃদয় চাহিবে,
নরনারী-মন করিয়া হরণ চরণে দিবে আনি ॥
কেহ শুনে না গান, জাগে না প্রাণ,
বিফলে গীত অবসান,
তোমার বচন করিব রচন সাধ্য নাহি নাহি।
তুমি না কহিলে কেমনে কব
প্রবল অজেয় বাণী তব,
তুমি যা বলিবে তাই বলিব, আমি কিছুই না জানি;
তব নামে আমি সবারে ডাকিব, হৃদয়ে লইব টানি ॥

বেঁধেচ প্রেমের পাশে ওহে প্রেমময়।
তব প্রেম লাগি দিবানিশি জাগি, ব্যাকুল হৃদয়॥
তব প্রেমে কুসুম হাসে,
তব প্রেমে চাঁদ বিকাশে,
প্রেম হাসি তব ঊষা নব নব,
প্রেম-নিমগন নিখিল নীরব,
তব প্রেমতরে ফিরে হা হা করে' উদাসী মলয়॥
আকুল প্রাণ মম ফিরিবে না সংসারে,
ভুলেচে তোমার রূপে নয়ন আমারি।
জলে স্থলে গগনতলে
তব সুধাবাণী সতত উথলে,
শুনিয়া পরাণ শান্তি না মানে,
ছুটে যেতে চায় অনন্তেরি পানে,
আকুল হৃদয় খোঁজে বিশ্বময় ও প্রেম আলয়॥

শুনেচে তোমার নাম অনাথ আতুর জন,
এসেচে তোমার দ্বারে শূন্য ফেরে না যেন॥
কাঁদে যারা নিরাশায় আঁখি যেন মুছে যায়,
যেন গো অভয় পায় ত্রাসে কম্পিত মন॥

কত শত আছে দীন, অভাগা আলয়হীন,
শোকে জীর্ণ প্রাণ কত কাঁদিতেছে নিশিদিন।
পাপে যারা ডুবিয়াছে যাবে তা'রা কার কাছে,
কোথা হায় পথ আছে, দাও তা'রে দরশন॥

সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে,
শোন শোন পিতা;
কহ কানে কানে শুনাও প্রাণে প্রাণে
মঙ্গল বারতা॥
ক্ষুদ্র-আশা নিয়ে রয়েছে বাঁচিয়ে
সদাই ভাবনা—
যা কিছু পায় হারায়ে যায়,
না মানে সান্ত্বনা॥
সুখ-আশে দিশে দিশে
বেড়ায় কাতরে—
মরীচিকা ধরিতে চায়
এ মরু প্রান্তরে॥
ফুরায় বেলা, ফুরায় খেলা
সন্ধ্যা হ'য়ে আসে,—
কাঁদে তখন আকুল মন,
কাঁপে তরাসে॥

কি হবে গতি, বিশ্বপতি,
শান্তি কোথা আছে—
তোমারে দাও, আশা পূরাও,
তুমি এস কাছে ॥

সংসারেতে চারিধার করিয়াছে অন্ধকার,
নয়নে তোমার জ্যোতি অধিক ফুটেচে তাই।
চৌদিকে বিষাদ-ঘোরে ঘেরিয়া ফেলেচে মোরে,
তোমার আনন্দ-মুখ হৃদয়ে দেখিতে পাই ॥
ফেলিয়া শোকের ছায়া মৃত্যু ফিরে পায় পায়,
যতনের ধন যত কেড়ে কেড়ে নিয়ে যায় ;—
তবু সে মৃত্যুর মাঝে অমৃত মূরতি রাজে,
মৃত্যুশোক পরিহরি ওই মুখপানে চাই ॥

হৃদয়-নন্দন-বনে নিভৃত এ নিকেতনে
এস হে আনন্দময়, এস চির-সুন্দর ॥
দেখাও তব প্রেমমুখ, পাসরি সর্ব্ব দুখ,
বিরহ-কাতর তপ্ত চিত্তমাঝে বিহর ॥

শুভদিন শুভরজনী আন আন এ জীবনে
ব্যর্থ এ নর-জনম সফল কর প্রিয়তম ;
মধুর চিরসঙ্গীতে ধ্বনিত কর অন্তর,
ঝরিবে জীবনে মনে দিবানিশা সুধা-নির্ঝর

হৃদয়-বেদনা বহিয়া প্রভু, এসেছি তব দ্বারে ॥
তুমি অন্তর্যামী হৃদয়স্বামী, সকলি জানিছ হে—
যত দুঃখ লাজ দারিদ্র্য সঙ্কট আর জানাইব কারে ॥
অপরাধ কত করেছি নাথ, মোহ-পাশে পড়ে' ;
তুমি ছাড়া প্রভু, মার্জ্জনা কেহ করিবে না সংসারে ॥
সব বাসনা দিব বিসর্জ্জন তোমার প্রেম-পাথারে ;
সব বিরহ বিচ্ছেদ ভুলিব, তব মিলন-অমৃত ধারে ॥
আর আপন ভাবনা পারি না ভাবিতে, তুমি লহ মোর ভার ;
পরিশ্রান্ত জনে প্রভু, ল'য়ে যাও সংসার-সাগরপারে ॥

আমার সত্য মিথ্যা সকলি ভুলায়ে দাও
আমায় আনন্দে ভাসাও ॥
না চাহি তর্ক না চাহি মুক্তি,
না জানি বন্ধ না জানি যুক্তি,
তোমার বিশ্বব্যাপিনী ইচ্ছা আমার অন্তরে জাগাও ॥

সকল বিশ্ব ডুবিয়া যাক্ শান্তি-পাথারে,
সব সুখ দুখ থামিয়া যাক্ হৃদয় মাঝারে।
সকল বাক্য সকল শব্দ, সকল চেষ্টা হউক স্তব্ধ,
তোমার চিত্তজয়িনী বাণী আমার অন্তরে শুনাও ॥

আজি এ ভারত লজ্জিত হে।
হীনতাপঙ্কে মজ্জিত হে ॥
নাহি পৌরুষ নাহি বিচারণা,
কঠিন তপস্যা সত্য সাধনা,
অন্তরে বাহিরে ধর্ম্মে কর্ম্মে
সকলি ব্রহ্ম-বিবর্জ্জিত হে ॥
ধিক্কৃত লাঞ্ছিত পৃথ্বীপরে,
ধূলি-বিলুণ্ঠিত সুপ্তিভরে;
রুদ্র, তোমার নিদারুণ বজ্রে
কর তা'রে সহসা তর্জ্জিত হে ॥
পর্ব্বতে প্রান্তরে নগরে গ্রামে
জাগ্রত ভারত ব্রহ্মের নামে,
পুণ্যে বীর্য্যে অভয়ে অমৃতে
হইবে পুলকে সজ্জিত হে ॥

ইচ্ছা যবে হবে লইয়ো পারে ;
পূজা-কুসুমে রচিয়া অঞ্জলি
আছি বসে' ভবসিন্ধু-কিনারে ॥
যত দিন রাখ, তোমা মুখ চাহি
ফুল্ল মনে র'ব এ সংসারে ॥
ডাকিবে যখনি তোমার সেবকে,
দ্রুত চলি যাইব ছাড়ি সবারে

মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকালমাঝে
আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে
তুমি আছ বিশ্বনাথ অসীম রহস্যমাঝে
নীরবে একাকী আপন মহিমা-নিলয়ে ॥
অনন্ত এ দেশকালে, অগণ্য এ দীপ্ত লোকে,
তুমি আছ মোরে চাহি, আমি চাহি তোমা পানে
স্তব্ধ সর্ব্ব কোলাহল, শান্তিমগ্ন চরাচর,
এক তুমি, তোমা মাঝে আমি একা নির্ভয়ে ॥

সদা থাক আনন্দে, সংসারে নির্ভয়ে নির্ম্মল প্রাণে
জাগ প্রাতে আনন্দে, কর কর্ম্ম আনন্দে
সন্ধ্যায় গৃহে চল হে আনন্দগানে।

সঙ্কটে সম্পদে থাক কল্যাণে,
থাক আনন্দে নিন্দা অবমানে।
সবারে ক্ষমা করি থাক আনন্দে,
চির-অমৃত-নির্ঝরে শান্তিরসপানে ॥

হে সখা মম হৃদয়ে রহ।
সংসারে সব কাজে ধ্যানে জ্ঞানে হৃদয়ে রহ ॥
নাথ, তুমি এস ধীরে, সুখ দুখ হাসি নয়ননীরে,
লহ আমার জীবন ঘিরে :—
সংসারে সব কাজে ধ্যানে জ্ঞানে হৃদয়ে রহ ॥

আনন্দ তুমি স্বামী, মঙ্গল তুমি,
তুমি হে মহাসুন্দর, জীবননাথ ॥
শোকে দুখে তোমারি বাণী
জাগরণ দিবে আনি,
নাশিবে দারুণ অবসাদ ॥
চিতমন অর্পিনু তব পদপ্রান্তে
শুভ্র শান্তি-শতদল-পুণ্য-মধুপানে ;
চাহি আছে সেবক, তব সুদৃষ্টিপাতে
কবে হবে এ দুখ-রাত প্রভাত ॥

শূন্য হাতে ফিরি হে নাথ পথে পথে,
ফিরি হে দ্বারে দ্বারে,—
চিরভিখারী হৃদি মম নিশিদিন চাহে কারে ॥
চিত্ত না শান্তি জানে, তৃষ্ণা না তৃপ্তি মানে,
যাহা পাই তাই হারাই, ভাসি অশ্রুধারে।
সকল যাত্রী চলি গেল, বহি গেল সব বেলা,
আসে তিমির যামিনী ভাঙিয়া গেল মেলা।
কত পথ আছে বাকি, যাব চলে' ভিক্ষা রাখি,
কোথা জ্বলে গৃহপ্রদীপ কোন সিন্ধুপারে ॥

শক্তিরূপ হের তাঁর,
আনন্দিত, অতন্দ্রিত,
ভূর্লোকে, ভুবর্লোকে,
বিশ্বকাজে চিত্তমাঝে,
দিনে রাতে ॥
জাগরে জাগ জাগ,
উৎসাহে উল্লাসে,
পরাণ বাঁধরে মরণ-হরণ
পরমশক্তি সাথে

শ্রান্তি আলস বিষাদ
বিলাস দ্বিধা বিবাদ
দূর কর রে।
চল রে,—চল রে কল্যাণে,
চল রে অভয়ে, চল রে আলোকে,
চল বলে।
দুখ শোক পরিহরি
মিল রে নিখিলে নিখিলনাথে॥

বিপুল তরঙ্গ রে বিপুল তরঙ্গ রে।
সব গগন উদ্বেলিয়া, মগন করি' অতীত অনাগত
আলোকে উজ্জ্বল, জীবনে চঞ্চল,
এ কি আনন্দ তরঙ্গ॥
তাই, দুলিছে দিনকর চন্দ্র তারা,
চমকি কম্পিছে চেতনাধারা,
আকুল চঞ্চল নাচে সংসার,
কুহরে হৃদয় বিহঙ্গ॥

প্রচণ্ড গর্জ্জনে আসিল এ কি দুর্দ্দিন।
দারুণ ঘনঘটা, অবিরল অশনি তর্জ্জন

ঘন ঘন দামিনী-ভুজঙ্গ-ক্ষত যামিনী,
অম্বর করিছে অন্ধ নয়নে অশ্রু বরিষণ ॥
ছাড় রে শঙ্কা, জাগ ভীরু অলস,
আনন্দে জাগাও অন্তরে শকতি।
অকুণ্ঠ আঁখি মেলি হের প্রশান্ত বিরাজিত,
মহাভয় মহাসনে অপরূপ মৃত্যুঞ্জয়রূপে ভয়হরণ

অনেক দিয়েচ নাথ,
আমার বাসনা তবু পূরিল না ॥
দীন দশা ঘুচিল না, অশ্রুবারি মুছিল না—
গভীর প্রাণের তৃষা মিটিল না মিটিল না ॥
দিয়েচ জীবন মন, প্রাণপ্রিয় পরিজন,
সুধাস্নিগ্ধ সমীরণ, নীলকান্ত অম্বর,
শ্যামশোভা ধরণী।
এত যদি দিলে সখা, আরও দিতে হবে হে,
তোমারে না পেলে আমি, ফিরিব না ফিরিব না ॥

অন্ধ জনে দেহ আলো, মৃত জনে দেহ প্রাণ।
তুমি করুণামৃতসিন্ধু কর করুণা-কণা দান ॥
শুষ্ক হৃদয় মম কঠিন পাষাণসম,
প্রেম-সলিল-ধারে সিঞ্চহ শুষ্ক নয়ান ॥

যে তোমারে ডাকে না হে, তা'রে তুমি ডাক ডাক,
তোমা হ'তে দূরে যে যায়, তা'রে তুমি রাখ' রাখ'।
তৃষিত যে জন ফিরে তব সুধাসাগর-তীরে,
জুড়াও তাহারে স্নেহ-নীরে, সুধা করাও হে পান ॥

তোমারে পেয়েছিনু যে, কখন হারানু অবহেলে,
কখন্ ঘুমাইনু হে আঁধার হেরি আঁখি মেলে।
বিরহ জানাইব কায় সান্ত্বনা কে দিবে হায়,
বরষ বরষ চলে' যায়, হেরিনি প্রেম-বয়ান,—
দরশন দাও হে, দাও হে দাও, কাঁদে হৃদয় ম্রিয়মাণ ॥

জাগ জাগরে জাগ, সঙ্গীত,
চিত্ত-অম্বর কর তরঙ্গিত,
নিবিড়-নন্দিত প্রেম-কম্পিত
হৃদয়-কুঞ্জবিতানে ॥
মুক্তবন্ধন সপ্তসুর তব
করুক বিশ্ববিহার।
সূর্য্যশশী-নক্ষত্রলোকে
করুক হর্ষ প্রচার।

তানে তানে প্রাণে প্রাণে
গাঁথ নন্দনহার।
পূর্ণ কররে গগন-অঙ্গন
তাঁর নন্দনগানে॥

তোমারে জানিনে হে তবু মন তোমাতে ধায়।
তোমারে না জেনে বিশ্ব তবু তোমাতে বিরাম পায়
অসীম সৌন্দর্য্য তব কে করেচে অনুভব হে,
সে মাধুরী চির নব,
আমি না জেনে প্রাণ সঁপেচি তোমায়।
তুমি জ্যোতির জ্যোতি আমি অন্ধ আঁধারে ;
তুমি মুক্ত মহীয়ান, আমি মগ্ন পাথারে ;
তুমি অন্তহীন, আমি ক্ষুদ্র দীন,
কি অপূর্ব্ব মিলন তোমায় আমায়॥

কে যায় অমৃত-ধাম-যাত্রী।
আজি এ গহন তিমির রাত্রি,
কাঁপে নভ জয় গানে॥

আনন্দ রব শ্রবণে লাগে,
সুপ্ত হৃদয় চমকি জাগে,
চাহি দেখে পথপানে ॥
ওগো রহ রহ, মোরে ডাকি লহ, কহ আশ্বাস বাণী।
যাব অহরহ সাথে সাথে
সুখে দুখে শোকে দিবসে রাতে
অপরাজিত প্রাণে ॥

অসীম কালসাগরে ভুবন ভেসে চলেচে।
অমৃত-ভবন কোথা আছে তাহা কে জানে ॥
হের, আপন হৃদয়-মাঝে ডুবিয়ে, এ কি শোভা!
অমৃতময় দেবতা সতত
বিরাজে এই মন্দিরে, এই সুধা-নিকেতনে ॥

দুঃখরাতে হে নাথ, কে ডাকিলে,
জাগি হেরিনু তব প্রেম-মুখ-ছবি ॥
হেরিনু উষালোকে বিশ্ব তব কোলে,
জাগে তব নয়নে প্রাতে শুভ্র রবি ॥
শুনিনু বনে উপবনে আনন্দ-গাথা,
আশা হৃদয়ে বহি নিত্য গাহে কবি ॥

আজি নাহি নাহি নিদ্রা আঁখিপাতে।
তোমার ভবনতলে হেরি প্রদীপ জ্বলে,
দূরে বাহিরে তিমিরে আমি জাগি জোড় হাতে
ক্রন্দন ধ্বনিছে পথহারা পবনে,
রজনী মূর্চ্ছাগত বিদ্যুতঘাতে।
দ্বার খোলো হে দ্বার খোলো—
প্রভু কর দয়া দেহ দেখা দুখরাতে॥

কোথা হ'তে বাজে প্রেম-বেদনারে।
ধীরে ধীরে বুঝি অন্ধকারঘন
হৃদয়-অঙ্গনে আসে সখা মম।
সকল দৈন্য তব দূর কর, ওরে,
জাগ সুখে ওরে প্রাণ।
সকল প্রদীপ তব জ্বালরে জ্বালরে
ডাক আকুল স্বরে এস হে প্রিয়তম

আজি এনেচে তাঁহারি আশীর্ব্বাদ প্রভাত-কিরণে
পবিত্র কর-পরশ পেয়ে
ধরণী লুটিছে তাঁহারি চরণে॥

আনন্দে তরুলতা নোয়াইছে মাথা,
কুসুম ফোটাইছে শত বরণে।
আশা উল্লাসে চরাচর হাসে,
কি ভয় কি ভয় দুঃখ তাপ মরণে

এ কি সুগন্ধ হিল্লোল বহিল,
আজি প্রভাতে, জগত মাতিল তায়।
হৃদয়-মধুকর ধাইছে দিশি দিশি
পাগল প্রায়॥
বরণ বরণ পুষ্পরাজি হৃদয় খুলিয়াছে আজি
সেই সুরভি-সুধা করিছে পান,
পূরিয়া প্রাণ, সে সুধা করিছে দান,
সে সুধা অনিলে উথলি যায়॥

ঐ পোহাইল তিমির রাতি।
পূর্ব্বগগনে দেখা দিল নব প্রভাতছটা,
জীবনে, যৌবনে, হৃদয়ে বাহিরে
প্রকাশিল অতি অপরূপ মধুর ভাতি॥

কে পাঠালে এ শুভদিন নিদ্রা মাঝে,
মহা মহোল্লোসে জাগাইলে চরাচর,
সুমঙ্গল আশীর্ব্বাদ বরষিলে
করি প্রচার সুখ-বারতা—
তুমি চির সাথের সাথী ॥

ওঠ ওঠ রে—বিফলে প্রভাত বহে' যায় যে।
মেল আঁখি, জাগো জাগো, থেক না রে অচেতন
সকলেই তাঁর কাজে ধাইল জগত মাঝে,
জাগিল প্রভাত-বায়ু,
ভানু ধাইল আকাশ-পথে
একে একে নাম ধরে' ডাকিছেন বুঝি প্রভু—
একে একে ফুলগুলি তাই
ফুটিয়া উঠিছে বনে।
শুন সে আহ্বান-বাণী—চাহ সেই মুখপানে—
তাঁহার আশিস্ লয়ে
চল রে যাই সবে তাঁর কাজে ॥

তুমি আপনি জাগাও মোরে তব সুধা-পরশে
হৃদয়নাথ, তিমির-রজনী-অবসানে হেরি তোমারে।
ধীরে ধীরে বিকাশো হৃদয়-গগনে বিমল তব মুখভাতি ॥

নূতন প্রাণ দাও, প্রাণসখা, আজি সুপ্রভাতে।
বিষাদ সব কর দূর নবীন আনন্দে,
প্রাচীন রজনী নাশো নূতন উষালোকে॥

আজি শুভ শুভ্র প্রাতে কিবা শোভা দেখালে,
শান্তিলোক জ্যোতির্লোক প্রকাশি।
নিখিল নীল অম্বর বিদারিয়া দিক্ দিগন্তে,
আবরিয়া রবি শশী তারা—
পুণ্য মহিমা উঠে বিভাসি॥

স্বপন যদি ভাঙিলে রজনীপ্রভাতে,
পূর্ণ কর হিয়া মঙ্গল কিরণে।
রাখ মোরে তব কাজে,
নবীন কর এ জীবন হে।
খুলি মোর গৃহদ্বার
ডাক তোমারি ভবনে হে॥

বিমল আনন্দে জাগ রে।
মগন হও সুধাসাগরে।
হৃদয় উদয়াচলে দেখ রে চাহি,
প্রথম পরম জ্যোতি-রাগ রে॥

মনোমোহন, গহন যামিনীশেষে
দিলে আমারে জাগায়ে।
মেলি দিলে শুভ প্রাতে সুপ্ত এ আঁখি
শুভ্র আলোক লাগায়ে ॥
মিথ্যা স্বপনরাজি কোথা মিলাইল,
আঁধার গেল মিলায়ে;
শান্তি-সরসীমাঝে চিত্তকমল,
ফুটিল আনন্দবায়ে ॥

কেরে ওই ডাকিছে,
স্নেহের রব উঠিছে জগতে জগতে—
তোরা আয়, আয়, আয়, আয়।
তাই আনন্দে বিহঙ্গ গান গাহে
প্রভাতে, সে সুধাস্বর প্রচারে।
বিষাদ তবে কেন, অশ্রু বহে চোখে,
শোককাতর আকুল কেন আজি
কেন নিরানন্দ, চল সবে যাই—
পূর্ণ হবে আশা ॥

অন্তরে জাগিছ অন্তরযামী।
তবু সদা দূরে ভ্রমিতেছি আমি।

সংসারসুখ করেচি বরণ,
তবু তুমি মম জীবনস্বামী ॥
না জানিয়া পথ ভ্রমিতেছি পথে,
আপন গরবে অসীম জগতে।
তবু স্নেহনেত্র জাগে ধ্রুবতারা,
তব শুভ আশিস্ আসিছে নামি ॥

শুভ্র আসনে বিরাজ অরুণ-ছটামাঝে,
নীলাম্বরে ধরণীপরে
কিবা মহিমা তব বিকাশিল।
দীপ্ত সূর্য্য তব মুকুটোপরি,
চরণে কোটি তারা মিলাইল,
আলোকে প্রেমে আনন্দে
সকল জগত বিভাসিল ॥

আছ অন্তরে চিরদিন, তবু কেন কাঁদি।
তবু কেন হেরি না তোমার জ্যোতি,
কেন দিশাহারা অন্ধকারে ॥

অকূলের কূল তুমি আমার,
তবু কেন ভেসে যাই মরণের পারাবারে।
আনন্দঘন বিভু, তুমি যার স্বামী,
সে কেন ফিরে পথে দ্বারে দ্বারে॥

আজি হেরি সংসার অমৃতময়।
মধুর পবন, বিমল কিরণ, ফুল্ল বন,
মধুর বিহগকলধ্বনি॥
কোথা হ'তে বহিল সহসা প্রাণভরা প্রেমহিল্লোল, আহা,
হৃদয়কুসুম উঠিল ফুটি পুলকভরে॥
অতি আশ্চর্য্য, দেখ সবে দীনহীন ক্ষুদ্র হৃদয়মাঝে,
অসীম জগতস্বামী বিরাজে সুন্দর শোভন।
ধন্য এই মানব-জীবন, ধন্য বিশ্ব-জগত,
ধন্য তাঁর প্রেম, তিনি ধন্য ধন্য॥

আনন্দধারা বহিছে ভুবনে,
দিনরজনী কত অমৃতরস উথলি যায় অনন্ত গগনে॥
পান করে রবি শশী অঞ্জলি ভরিয়া,
সদা দীপ্ত রহে অক্ষয় জ্যোতি,
নিত্য পূর্ণ ধরা জীবনে কিরণে॥

বসিয়া আছ কেন আপন মনে,
স্বার্থ-নিমগন কি কারণে ?
চারিদিকে দেখ চাহি হৃদয় প্রসারি,
ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি,
প্রেম ভরিয়া লহ শূন্য জীবনে ॥

আনন্দ রয়েচে জাগি ভুবনে তোমার
তুমি সদা নিকটে আছ বলে'।
স্তব্ধ অবাক্ নীলাম্বরে রবি শশী তারা,
গাঁথিছে হে শুভ্র কিরণমালা ॥
বিশ্বপরিবার তোমার ফেরে সুখে আকাশে
তোমার ক্রোড় প্রসারিত ব্যোমে ব্যোমে।
আমি দীন সন্তান আছি সেই তব আশ্রয়ে,
তব স্নেহমুখপানে চাহি চিরদিন ॥

আমি দীন অতি দীন—
কেমনে শুধিব, নাথ হে, তব করুণা-ঋণ।
তব স্নেহ শত ধারে ডুবাইছে সংসারে,
তাপিত হৃদয়মাঝে ঝরিছে নিশিদিন ॥

হৃদয়ে যা আছে, দিব তব কাছে,
তোমারি এ প্রেম দিব তোমারে—
চিরদিন তব কাজে রহিব জগত মাঝে,
জীবন করেছি তোমার চরণতলে লীন ॥

এ কি এ সুন্দর শোভা ! কি মুখ হেরি এ !
আজি মোর ঘরে আইল হৃদয়-নাথ,
প্রেম-উৎস উথলিল আজি ।
বল হে প্রেমময় হৃদয়ের স্বামী,
কি ধন তোমারে দিব উপহার ?
হৃদয় প্রাণ লহ লহ তুমি, কি বলিব,
যাহা কিছু আছে মম সকলি লও হে, নাথ ॥

এ কি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ প্রাণেশ হে,
আনন্দ-বসন্ত-সমাগমে ।
বিকশিত প্রীতি-কুসুম হে,
পুলকিত চিত-কাননে ।
জীবনলতা অবনতা তব চরণে ।
হরষ-গীত উচ্ছ্বসিত হে,
কিরণ-মগন গগনে ॥

এখনো আঁধার রয়েচে, হে নাথ,
এ প্রাণ দীন মলিন, চিত্ত অধীর,
সব শূন্যময়।
চারিদিকে চাহি পথ নাহি নাহি,
শান্তি কোথা, কোথা আলয়।
কোথা তাপহারী পিপাসার বারি—
হৃদয়ে চিরআশ্রয়॥

এস হে গৃহদেবতা!
এ ভবন পুণ্য-প্রভাবে কর পবিত্র।
বিরাজ জননী সবার জীবন ভরি,
দেখাও আদর্শ মহান চরিত্র।
শিখাও করিতে ক্ষমা, করহে ক্ষমা,
জাগায়ে রাখ মনে তব উপমা,
দেহ ধৈর্য্য হৃদয়ে—
সুখে দুখে সঙ্কটে অটল চিত্ত।
দেখাও রজনীদিবা বিমল বিভা,
বিতর পুরজনে শুভ্র প্রতিভা,
নব শোভা-কিরণে
কর গৃহ সুন্দর রম্য-বিচিত্র।

সবে কর প্রেমদান পূরিয়া প্রাণ,
ভুলায়ে রাখ সখা আত্মাভিমান।
সব বৈরী হবে দূর
তোমারে বরণ করি জীবন-মিত্র॥

কি ভয় অভয় ধামে, তুমি মহারাজা,
ভয় যায় তব নামে।
নির্ভয়ে অযুত সহস্র লোক ধায় হে,
গগনে গগনে সেই অভয় নাম গায় হে;
তব বলে কর বলী যারে কৃপাময়,
লোকভয় বিপদ মৃত্যুভয় দূর হয় তা'র
আশা বিকাশে সব বন্ধন ঘুচে,
নিত্য অমৃতরস পায় হে॥

কেন জাগে না জাগে না অবশ পরাণ
নিশিদিন অচেতন ধূলি-শয়ান।
জাগিছে তারা নিশীথ আকাশে,
জাগিছে শত অনিমেষ নয়ান॥

বিহগ গাহে বনে, ফুটে ফুলরাশি,
চন্দ্রমা হাসে সুধাময় হাসি ;
তব মাধুরী কেন জাগে না প্রাণে,
কেন হেরি না তব প্রেম-বয়ান ॥
পাই জননীর অযাচিত স্নেহ,
ভাইভগিনী মিলি মধুময় গেহ ;
কত ভাবে সদা তুমি আছ হে কাছে,
কেন করি তোমা হ'তে দূরে প্রয়াণ ॥

কেন বাণী তব নাহি শুনি নাথ হে।
অন্ধজনে নয়ন দিয়ে অন্ধকারে ফেলিলে,
বিরহে তব কাটে দিনরাত হে ॥
স্বপ্নসম মিলাবে যদি কেন গো দিলে চেতনা,
চকিতে শুধু দেখা দিয়ে চির মরমবেদনা,
আপনপানে চাহি শুধু নয়ন-জলপাত হে ॥
পরশে তব জীবন নব সহসা যদি জাগিল,
কেন জীবন বিফল কর মরণ শরঘাত হে।
অহঙ্কার চূর্ণ কর, প্রেমে মন পূর্ণ কর,
হৃদয়মন হরণ করি রাখ তব সাথ হে ॥

তুমি কি গো পিতা আমাদের,
ওই যে নেহারি মুখ অতুল স্নেহের !
ওই যে নয়ন তব অরুণকিরণ নব,
বিমল চরণ-তলে ফুল ফুটে প্রভাতের।
ওই কি স্নেহের রবে ডাকিছ মোদের সবে,
তোমার আসন ঘেরি দাঁড়াব কি কাছে গিয়া ?
হৃদয়ের ফুলগুলি যতনে ফুটায়ে তুলি
দিবে কি বিমল করি প্রসাদ-সলিল দিয়া ?

তোমার দেখা পাব বলে' এসেচি যে সখা !
শুন প্রিয়তম হে কোথা আছ লুকাইয়ে,
তব গোপন বিজন গৃহে ল'য়ে যাও।
দেহ গো সরায়ে তপন তারকা,
আবরণ সব দূর কর হে, মোচন কর তিমির
জগত আড়ালে থেক না বিরলে,
লুকায়ো না আপনারি মহিমামাঝে,
তোমার গৃহের দ্বার খুলে দাও ॥

তোমারি মধুর রূপে ভরেচ ভুবন,
মুগ্ধ নয়ন মম পুলকিত মোহিত মন।

তরুণ অরুণ নবীন ভাতি,
পূর্ণিমা-প্রসন্ন রাতি,
রূপ-রাশি-বিকশিত-তনু কুসুমবন।
তোমাপানে চাহি সকলে সুন্দর,
রূপ হেরি আকুল অন্তর,
তোমারে ঘেরিয়া ফিরে নিরন্তর
তোমার প্রেম চাহি।
উঠে সঙ্গীত তোমার পানে,
গগন পূর্ণ প্রেম-গানে,
তোমার চরণ করেচে বরণ নিখিল জন॥

নিকটে দেখিব তোমারে বাসনা করেচি মনে।
চাহিব না হে চাহিব না হে দূর দূরান্তর গগনে।
দেখিব তোমারে গৃহ মাঝারে জননীস্নেহে ভ্রাতৃপ্রেমে,
শত সহস্র মঙ্গলবন্ধনে।
হেরিব উৎসব মাঝে মঙ্গল কাজে,
প্রতিদিন হেরিব জীবনে।
হেরিব উজ্জ্বল বিমল মূর্ত্তি তব শোকে দুঃখে মরণে
হেরিব সজনে নরনারী মুখে হেরিব বিজনে বিরলে হে,
গভীর অন্তর-আসনে॥

পেয়েছি সন্ধান তব অন্তর্যামী
অন্তরে দেখেছি তোমারে।
চকিতে চপল আলোকে হৃদয়-শতদল মাঝে,
হেরিনু এ কি অপরূপ রূপ।
কোথা ফিরিতেছিলাম পথে পথে দ্বারে দ্বারে
মাতিয়া কলরবে ;
সহসা কোলাহল মাঝে শুনেছি তব আহ্বান,
নিভৃত হৃদয় মাঝে
মধুর গভীর শান্তবাণী ॥

সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি,
ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে।
তুমি সদা যার হৃদে বিরাজো,
দুখ-জ্বালা সেই পাসরে—
সব দুখ-জ্বালা সেই পাসরে।
তোমার জ্ঞানে তোমার ধ্যানে
তব নামে কত মাধুরী
যেই ভকত সেই জানে,
তুমি জানাও যারে সেই জানে।
ওহে তুমি জানাও যারে সেই জানে ॥

স্বামী তুমি এস আজ অন্ধকার হৃদয় মাঝে,
পাপে ম্লান পাই লাজ, ডাকি হে তোমারে।
ক্রন্দন উঠিছে প্রাণে, মন শান্তি নাহি মানে,
পথ তবু নাহি জানে আপন আঁধারে।
ধিক ধিক জনম মম, বিফল বিষয়-শ্রম,
বিফল ক্ষণিক প্রেম টুটিয়া যায় বারবার।
সন্তাপে হৃদয় দহে, নয়নে অশ্রুবারি বহে,
বাড়িছে বিষয়-পিপাসা বিষম বিষ-বিকারে ॥

চিরসখা, ছেড় না মোরে ছেড় না।
সংসার-গহনে নির্ভয়-নির্ভর,
নির্জ্জন সজনে সঙ্গে রহ।
অধনের হও ধন, অনাথের নাথ হও হে,
অবলের বল।
জরা-ভারাতুরে নবীন কর,
ওহে সুধাসাগর ॥

তোমারি সেবক কর হে আজি হ'তে আমারে
চিত্তমাঝে দিবারাত আদেশ তব দেহ নাথ,
তোমার কর্ম্মে রাখ বিশ্ব-দুয়ারে।

কর ছিন্ন মোহপাশ, সকল লুব্ধ আশ,
লোকভয়, দূর্‌ করি দাও দাও।
রত রাখ কল্যাণে, নীরবে নিরভিমানে,
মগ্ন কর আনন্দরসধারে ॥

বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা।
বাজে অসীম নভমাঝে অনাদি রব,
জাগে অগণ্য রবিচন্দ্র তারা ॥
একক অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড রাজ্যে
পরম এক সেই রাজরাজেন্দ্র রাজে ;
বিস্মিত নিমেষহত বিশ্ব চরণে বিনত,
লক্ষ শত ভক্তচিত বাক্যহারা ॥

বাণী তব ধায় অনন্ত গগনে লোকে লোকে,
তব বাণী গ্রহ চন্দ্র দীপ্ত তপন তারা।
সুখ দুঃখ তব বাণী, জনম মরণ বাণী তোমার,
নিভৃত গভীর তব বাণী ভক্ত হৃদয়ে শান্তিধারা

ভক্ত-হৃদ্‌বিকাশ প্রাণবিমোহন
নব নব তব প্রকাশ, নিত্য নিত্য চিত্তগগনে হৃদীশ্বর

কভু মোহ-বিনাশ মহারুদ্রজ্বালা,
কভু বিরাজো ভয়হর শান্তি সুধাকর।
চঞ্চল হর্ষশোকসঙ্কুল কল্লোলপরে
স্থির বিরাজে চিরদিন মঙ্গল তব রূপ ;
প্রেমমূর্ত্তি নিরুপম প্রকাশ কর, নাথ হে,
ধ্যান-নয়নে পরিপূর্ণ রূপ তব সুন্দর ॥

ভুবন হইতে ভুবনবাসী এস আপন হৃদয়ে
হৃদয়মাঝে হৃদয়নাথ
আছে নিত্য সাথ সাথ,
কোথা ফিরিছ দিবারাত
হের তাঁহারে অভয়ে।
হেথা চির আনন্দধাম,
হেথা বাজিছে অভয় নাম,
হেথা পূরিবে সকল কাম
নিভৃত অমৃত আলয়ে ॥

সুখহীন নিশিদিন পরাধীন হ'য়ে,
ভ্রমিছ দীন প্রাণে।
সতত হায় ভাবনা শত শত, নিয়ত ভীত পীড়িত,
শির নত কত অপমানে।

জান না রে অধো ঊর্দ্ধে বাহির অন্তরে
ঘেরি তোরে নিত্য রাজে সেই অভয়-আশ্রয়
তোল আনত শির, ত্যজ রে ভয়ভার,
সতত সরল চিতে চাহ তাঁরি প্রেমমুখপানে ॥

সুন্দর বহে আনন্দ মন্দানিল,
সমুদিত প্রেমচন্দ্র, অন্তর পুলকাকুল।
কুঞ্জে কুঞ্জে জাগিছে বসন্ত পুণ্যগন্ধ,
শূন্যে বাজিছে রে অনাদি বীণাধ্বনি।
অচল বিরাজ করে—
শশিতারামণ্ডিত সুমহান্ সিংহাসনে ত্রিভুবনেশ্বর
পদতলে বিশ্বলোক রোমাঞ্চিত,
জয় জয় গীত গাহে সুরনর ॥

মহারাজ, এ কি সাজে এলে হৃদয়পুর মাঝে
চরণতলে কোটি শশিসূর্য্য মরে লাজে ॥
গর্ব্ব সব টুটিয়া
মূর্চ্ছি পড়ে লুটিয়া
সকল মম দেহমন, বীণাসম বাজে।

এ কি পুলকবেদনা বহিছে মধুবায়ে।
কাননে যত পুষ্প ছিল মিলিল তব পায়ে
পলক নাহি নয়নে,
হেরি না কিছু ভুবনে,
নিরখি শুধু অন্তরে সুন্দর বিরাজে॥

যদি ঝড়ের মেঘের মত আমি ধাই চঞ্চল অন্তর,
তবে দয়া কোরো হে দয়া কোরে হে দয়া কোরো ঈশ্বর।
ওহে অপাপপুরুষ, দীনহীন আমি এসেছি পাপের কূলে,
প্রভু দয়া কোরো হে দয়া কোরো হে দয়া করে' লও তুলে।
আমি জলের মাঝারে বাস করি তবু তৃষায় শুকায়ে মরি—
প্রভু দয়া কোরো হে, দয়া করে' দাও হৃদয় সুধায় ভরি॥

জয় তব বিচিত্র আনন্দ, হে কবি
জয় তোমার করুণা,
জয় তব ভীষণ সব-কলুষনাশন রুদ্রতা,
জয় অমৃত তব, জয় মৃত্যু তব,
জয় শোক তব, জয় সান্ত্বনা॥

জয় পূর্ণ-জাগ্রত জ্যোতি তব,
জয় তিমির-নিবিড় নিশীথিনী ভয়দায়িনী,
জয় প্রেম-মধুময় মিলন তব,
জয় অসহ বিচ্ছেদ-বেদনা ॥

শান্তি কর বরিষণ নীরব ধারে,
নাথ, চিত্তমাঝে,
সুখে দুখে সব কাজে,
নির্জ্জনে জনসমাজে।
উদিত রাখ, নাথ, তোমার প্রেমচন্দ্র
অনিমেষ মম লোচনে,
গভীর তিমির মাঝে ॥

নব নব পল্লবরাজি
সব বন উপবনে উঠে বিকসিয়া,
দখিন পবনে সঙ্গীত উঠে বাজি ॥
মধুর সুগন্ধে আকুল ভুবন,
হাহা করিছে মম জীবন,
এস এস সাধন ধন,
মম মন কর পূর্ণ আজি ॥

মোরে বারে বারে ফিরালে।
পূজাফুল না ফুটিল,
দুখনিশা না ছুটিল,
না টুটিল আবরণ।
জীবন ভরি মাধুরী
কি শুভ লগনে জাগিবে?
নাথ, ওহে নাথ,
কবে লবে তনু মন ধন॥

বাজাও তুমি কবি তোমার সঙ্গীত সুমধুর
গম্ভীরতর তানে প্রাণে মম।
দ্রব জীবন ঝরিবে ঝর ঝর নির্ঝর তব পায়ে।
বিসরিব সব সুখ দুখ চিন্তা অতৃপ্ত বাসনা,
বিচরিবে বিমুক্ত হৃদয় বিপুল বিশ্বমাঝে
অনুখন আনন্দ বায়ে॥

পূর্ণ আনন্দ পূর্ণ মঙ্গলরূপে হৃদয়ে এস,
এস মনোরঞ্জন।
আলোকে আঁধার হোক চূর্ণ, অমৃতে মৃত্যু কর পূর্ণ,
কর গভীর দারিদ্র্যভঞ্জন।

সকল সংসার দাঁড়াবে সরিয়া, তুমি হৃদয়ে আসিছ দেখি ;
জ্যোতির্ম্ময় তোমার প্রকাশে শশী তখন পায় লাজ,
সকলের তুমি গর্ব্বগঞ্জন ॥

অসীম আকাশে অগণ্য কিরণ, কত গ্রহ উপগ্রহ,
কত চন্দ্র তপন ফিরিছে, বিচিত্র আলোক জ্বালায়ে,
তুমি কোথায়—তুমি কোথায় !
হায় সকলি অন্ধকার—চন্দ্র, সূর্য্য, সকল কিরণ,
আঁধার নিখিল বিশ্বজগত,
তোমার প্রকাশ হৃদয়মাঝে সুন্দর মোর নাথ,
মধুর প্রেম-আলোকে,
তোমারি মাধুরী তোমারে প্রকাশে ॥

আইল আজি প্রাণসখা, দেখরে নিখিল জন
আসন বিছাইল নিশীথিনী গগনতলে,
গ্রহতারা সভা ঘেরিয়া দাঁড়াইল ।
নীরবে বনগিরি আকাশে রহিল চাহিয়া,
থামাইল ধরা দিবস কোলাহল ॥

আজি বুঝি আইল প্রিয়তম, চরণে সকলে আকুল ধাইল।
কতদিন পরে মন মাতিল গানে,
পূর্ণ আনন্দ জাগিল প্রাণে,
ভাই বলে' ডাকি সবারে, ভুবন সুমধুর প্রেমে ছাইল॥

এত আনন্দ-ধ্বনি উঠিল কোথায়,
জগতপুরবাসী সবে কোথায় ধায়।
কোন্ অমৃত ধনের পেয়েচে সন্ধান,
কোন্ সুধা করে পান।
কোন্ আলোকে আঁধার দূরে যায়॥

এ মোহ আবরণ খুলে দাও, দাও হে!
সুন্দর মুখ তব দেখি নয়ন ভরি,
চাও হৃদয়মাঝে চাও হে॥

এসেচে সকলে কত আশে, দেখ চেয়ে
হে প্রাণেশ, ডাকে সবে ঐ তোমারে।
এস হে মাঝে এস, কাছে এস,
তোমায় ঘিরিব চারি ধারে।
উৎসবে মাতিব হে তোমায় ল'য়ে,
ডুবিব আনন্দ-পারাবারে॥

কামনা করি একান্তে,
হউক বরষিত নিখিল বিশ্বে সুখ শান্তি।
পাপতাপ হিংসা শোক,
পাসরে সকল লোক,
সকল প্রাণী পায় কূল
সেই তব তাপিত-শরণ অভয়-চরণ-প্রান্তে॥

জাগিতে হবে রে।
মোহ-নিদ্রা কভু না র'বে চিরদিন,
ত্যজিতে হইবে সুখ-শয়ন অশনি-ঘোষণে
জাগে তাঁর ন্যায়দণ্ড সর্ব্বভুবনে,
ফিরে তাঁর কালচক্র অসীম গগনে;
জ্বলে তাঁর রুদ্র-নেত্র পাপ-তিমিরে॥

জাগ্রত বিশ্ব-কোলাহলমাঝে
তুমি গম্ভীর, স্তব্ধ, শান্ত, নির্ব্বিকার,
পরিপূর্ণ মহাজ্ঞান।
তোমা পানে ধায় প্রাণ
সব কোলাহল ছাড়ি,
চঞ্চল নদী যেমন ধায় সাগরে॥

ডাকিছ কে তুমি তাপিত জনে তাপ-হরণ স্নেহ-কোলে।
নয়ন-সলিলে ফুটেচে হাসি,
ডাক শুনে সবে ছুটে চলে, তাপ-হরণ স্নেহ-কোলে॥
ফিরিছে যারা পথে পথে ভিক্ষা মাগিছে দ্বারে দ্বারে,
শুনেচে তাহারা তব করুণা,
দুখী জনে তুমি নেবে তুলে, তাপ-হরণ স্নেহ-কোলে॥

ডুবি অমৃত-পাথারে,—
যাই ভুলে চরাচর,
মিলায় রবি শশী।
নাহি দেশ, নাহি কাল নাহি হেরি সীমা,
প্রেমমুরতি হৃদয়ে জাগে, আনন্দ নাহি ধরে॥

তোমা লাগি, নাথ, জাগি জাগি হে,
সুখ নাই জীবনে তোমা বিনা।
সকলে চলে' যায় ফেলে' চিরশরণ হে,
তুমি কাছে থাক সুখে দুখে, নাথ,
পাপে তাপে আর কেহ নাহি॥

তোমায়, যতনে রাখিব হে, রাখিব কাছে
প্রেম-কুসুমের মধু-সৌরভে—
নাথ, তোমারে ভুলাব হে।
তোমার প্রেমে, সখা সাজিব সুন্দর,
হৃদয়হারী, তোমারি পথ রহিব চেয়ে।
আপনি আসিবে, কেমনে ছাড়িবে আর,
মধুর হাসি বিকাশি র'বে হৃদয়াকাশে॥

দুয়ারে বসে' আছি, প্রভু, সারা বেলা,
নয়নে বহে অশ্রুবারি।
সংসারে কি আছে হে হৃদয় না পূরে;
প্রাণের বাসনা প্রাণে ল'য়ে,
ফিরেচি হেথা দ্বারে দ্বারে।
সকল ফেলি আমি এসেচি এখানে,
বিমুখ হয়ো না দীনহীনে,
যা' কর হে র'ব পড়ে'॥

দেবাধিদেব মহাদেব।
অসীম সম্পদ অসীম মহিমা।
মহাসভা তব অনন্ত আকাশে,
কোটি কণ্ঠ গাহে জয় জয় জয় হে

নাথ হে, প্রেমপথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও
মাঝে কিছু রেখ' না রেখ' না,
থেকো না থেকো না দূরে।
নির্জ্জনে সজনে অন্তরে বাহিরে,
নিত্য তোমারে হেরিব ॥

শোন তাঁর সুধাবাণী শুভ মুহূর্ত্তে শান্ত প্রাণে,
ছাড় ছাড় কোলাহল, ছাড় রে আপন কথা।
আকাশে দিবানিশি উথলে সঙ্গীত-ধ্বনি তাঁহার,
কে শুনে সে মধুবীণারব—
অধীর বিশ্ব শূন্যপথে হ'ল বাহির ॥

শূন্য প্রাণ কাঁদে সদা প্রাণেশ্বর,
দীনবন্ধু দয়াসিন্ধু
প্রেমবিন্দু কাতরে কর দান।
কোরো না সখা কোরো না
চিরনিষ্ফল এই জীবন,
প্রভু, জনমে মরণে তুমি গতি,
চরণে দাও স্থান ॥

সংশয়-তিমির মাঝে না হেরি গতি হে
প্রেম-আলোকে প্রকাশ' জগপতি হে ॥
বিপদে সম্পদে থেকো না দূরে,
সতত বিরাজ হৃদয়-পুরে,
তোমা বিনে অনাথ আমি অতি হে।
মিছে আশা ল'য়ে সতত ভ্রান্ত,
তাই প্রতিদিন হতেচি শ্রান্ত,
তবু চঞ্চল বিষয়ে মতি হে—
নিবার' নিবার' প্রাণের ক্রন্দন,
কাট হে কাট হে এ মায়া-বন্ধন,
রাখ রাখ চরণে এ মিনতি হে ॥

শ্রান্ত কেন, ওহে পান্থ, পথপ্রান্তে বসে' এ কি খেলা
আজি বহে অমৃত সমীরণ, চল চল এই বেলা।
তাঁর দ্বারে হের ত্রিভুবন দাঁড়ায়ে,
সেথা অনন্ত উৎসব জাগে,
সকল শোভা গন্ধ সঙ্গীত আনন্দের মেলা ॥

দাও হে হৃদয় ভরে' দাও।
তরঙ্গ উঠে উথলিয়া সুধাসাগরে—
সুধারসে মাতোয়ারা করে' দাও।

যেই সুধারস পানে ত্রিভুবন মাতে,
তাহা মোরে দাও ॥

হায় কে দিবে আর সান্ত্বনা !
সকলে গিয়েচে হে তুমি যেয়ো না,
চাহ প্রসন্ন নয়নে প্রভু, দীন অধীন জনে।
চারিদিকে চাই হেরি না কাহারে,
কেন গেলে ফেলে একেলা আঁধারে,
হের হে শূন্য ভুবন মম ॥

হে মহা প্রবল বলী,
কত অসংখ্য গ্রহতারা তপন চন্দ্র
ধারণ করে তোমার বাহু,
নরপতি ভূমাপতি হে দেববন্দ্য।
ধন্য ধন্য তুমি মহেশ,
ধন্য গাহে সর্ব্ব দেশ,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে বিশ্বলোকে এক ইন্দ্র।
অন্ত নাহি জানে মহাকাল মহাকাশ
গীত ছন্দে করে প্রদক্ষিণ ;
তব অভয়-চরণে শরণাগত দীনহীন,
হে রাজা বিশ্ববন্ধু ॥

আর কত দূরে আছে সে আনন্দধাম।
আমি শ্রান্ত আমি অন্ধ আমি পথ নাহি জানি।
রবি যায় অস্তাচলে আঁধারে ঢাকে ধরণী,
কর কৃপা অনাথে, হে বিশ্বজনজননি।
অতৃপ্ত বাসনা লাগি ফিরিয়াছি পথে পথে
বৃথা খেলা বৃথা মেলা বৃথা বেলা গেল বহে' ;
আজি সন্ধ্যা-সমীরণে লহ শান্তি-নিকেতনে,
স্নেহকর-পরশনে চির শান্তি দেহ আনি'।

আজি মম মন চাহে জীবন-বন্ধুরে,
সেই জনমে মরণে নিত্য সঙ্গী
নিশিদিন সুখে শোকে,
সেই চির আনন্দ, বিমল চির সুধা,
যুগে যুগে কত নব নব লোকে নিয়ত শরণ
পরা শান্তি পরম প্রেম,
পরা মুক্তি পরম ক্ষেম,
সেই অন্তরতম চিরসুন্দর প্রভু চিত্ত-সখা,
ধর্ম্মঅর্থকামভরণ রাজা হৃদয়-হরণ ॥

কে বসিলে আজি হৃদয়াসনে ভুবনেশ্বর প্রভু,
জাগাইলে অনুপম সুন্দর শোভা হে হৃদয়েশ্বর।
সহসা ফুটিল ফুল-মঞ্জরী শুকানো তরুতে,
পাষাণে বহে সুধা-ধারা॥

দিন যায় রে দিন যায় বিষাদে,
স্বার্থ কোলাহলে, ছলনায়, বিফলা বাসনায়।
এসেচ ক্ষণতরে ক্ষণপরে যাইবে চলে',
জনম কাটে বৃথায় বাদবিবাদে কুমন্ত্রণায়॥

মহানন্দে হের গো সবে গীত রবে
চলে শ্রান্তিহারা—
জগতপথে পশুপ্রাণী রবি শশী তারা।
তাঁহা হ'তে নামে জড়জীবনমনপ্রবাহ
তাঁহারে খুঁজিয়া চলেচে ছুটিয়া
অসীম সৃজনধারা॥

লহ লহ তুলি লহ হে, ভূমিতল হ'তে, ধূলিম্লান এ পরাণ
রাখ তব কৃপা-চোখে, রাখ তব স্নেহ-করতলে।

রাখ তা'রে আলোকে, রাখ তা'রে অমৃতে,
রাখ তা'রে নিয়ত কল্যাণে, রাখ তা'রে কৃপা-চোখে,
রাখ তা'রে স্নেহ-করতলে ॥

হরষে জাগো আজি, জাগো রে তাঁহার সাথে,
প্রীতিযোগে তাঁর সাথে একাকী।
গগনে গগনে হের দিব্য নয়নে
কোন্ মহাপুরুষ জাগে মহা যোগাসনে,
নিখিল কালে জড়ে জীবে জগতে
দেহে প্রাণে হৃদয়ে ॥

মন্দিরে মম কে আসিল হে।
সকল গগন অমৃতমগন,
দিশিদিশি গেল মিশি অমানিশি দূরে দূরে ॥
সকল দুয়ার আপনি খুলিল,
সকল প্রদীপ আপনি জ্বলিল,
সব বীণা বাজিল নব নব সুরে সুরে ॥

বীণা বাজাও হে মম অন্তরে ॥
সজনে বিজনে, বন্ধু, সুখে দুঃখে বিপদে,
আনন্দিত তান শুনাও হে মম অন্তরে ॥

সংসারে কোনো ভয় নাহি নাহি,
ওরে ভয়-চঞ্চল-প্রাণ, জীবনে মরণে সবে
রয়েচি তাঁহারি দ্বারে।
অভয়-শঙ্খ বাজে নিখিল অম্বরে সুগম্ভীর,
দিশিদিশি দিবানিশি সুখে শোকে
লোক-লোকান্তরে॥

নয়ান ভাসিল জলে—
শূন্য হিয়াতলে ঘনাইল নিবিড় সজল ঘন প্রসাদ-পবনে,
জাগিল রজনী হরষে হরষে রে।
তাপহরণ তৃষিতশরণ জয় তাঁর দয়া গাও রে।
জাগরে আনন্দে চিতচাতক জাগো
গুরু গুরু গরজনে মেঘ বরষে বরষে রে॥

তব অমল পরশরস তব শীতল শান্ত পুণ্যকর অন্তরে দাও।
তব উজ্জ্বল জ্যোতি বিকাশি হৃদয়মাঝে মম চাও॥
তব মধুময় প্রেমরস সুন্দর সুগন্ধে জীবন ছাও।
জ্ঞান ধ্যান তব ভক্তি অমৃত তব শ্রী আনন্দ জাগাও॥

তুমি জাগিছ কে।
তব আঁখিজ্যোতি ভেদ করে সঘন গহন
তিমির রাতি।
চাহিছ হৃদয়ে অনিমেষ নয়নে,
সংশয়চপল প্রাণ কম্পিত ত্রাসে।
কোথা লুকাব তোমা হ'তে স্বামী,
এ কলঙ্কিত জীবন তুমি দেখিছ জানিছ,
প্রভু ক্ষমা কর হে।
তব পদপ্রান্তে বসি একান্তে দাও কাঁদিতে আমায়,
আর কোথায় যাই ?

এ কি করুণা করুণাময়!
হৃদয়-শতদল উঠিল ফুটি
অমল কিরণে তব পদতলে।
অন্তরে বাহিরে হেরিনু তোমারে লোকে লোকে লোকান্তরে,
আঁধারে আলোকে, সুখে দুখে হেরিনু হে
স্নেহে প্রেমে জগতময় চিত্তময়॥

শীতল তব পদছায়া, তাপহরণ তব সুধা,
অগাধ-গভীর তোমার শান্তি,
অভয় অশোক তব প্রেম মুখ।

অসীম করুণা তব, নব নব তব মাধুরী,
অমৃত তোমার বাণী ॥

আজি রাজ-আসনে তোমারে বসাইব হৃদয় মাঝারে
সকল কামনা সঁপিব চরণে, অভিষেক উপহারে।
তোমারে বিশ্বরাজ অন্তরে রাখিব
তোমার ভকতেরি এ অভিমান।
ফিরিবে বাহিরে সর্ব্ব চরাচর, তুমি চিত্ত-আগারে ॥

কার মিলন চাহ বিরহী,
তাহারে কোথা খুঁজিছ ভব-অরণ্যে
কুটিল জটিল গহনে, শান্তিহীন ওরে মন।
দেখ দেখরে চিত্তকমলে চরণপদ্ম রাজে হায়।
অমৃত-জ্যোতি কিবা সুন্দর ওরে মন ॥

ডাক মোরে আজি এ নিশীথে।
নিদ্রামগন যবে বিশ্বজগত,
হৃদয়ে আসিয়ে নীরবে ডাক হে,
তোমারি অমৃতে।
জ্বাল তব দীপ এ অন্তর তিমিরে,
বারবার ডাক মম অচেত চিতে ॥

আজি মম জীবনে নামিছে ধীরে
ঘন রজনী নীরবে নিবিড় গম্ভীরে।
জাগ আজি জাগ, জাগরে তাঁরে ল'য়ে
প্রেম-ঘন হৃদয়-মন্দিরে॥

সুধাসাগর-তীরে হে এসেচে নরনারী সুধারস-পিয়াসে
শুভ বিভাবরী, শোভাময়ী ধরণী,
নিখিল গাহে আজি আকুল আশ্বাসে।
গগনে বিকাশে তব প্রেমপূর্ণিমা,
মধুর বহে তব কৃপা-সমীরণ।
আনন্দ-তরঙ্গ উঠে দশদিকে
মগ্ন মন প্রাণ অমৃত-উচ্ছ্বাসে॥

মধুর রূপে বিরাজ হে বিশ্বরাজ
শোভন সভা নিরখি মন প্রাণ ভুলে।
নীরব নিশি সুন্দর, বিমল নীলাম্বর,
শুচি-রুচির চন্দ্রকলা চরণমূলে॥

আজি এ আনন্দ-সন্ধ্যা সুন্দর বিকাশে আহা।
মন্দ পবনে আজি ভাসে আকাশে
বিধুর ব্যাকুল মধুমাধুরী আহা।

স্তব্ধ গগনে গ্রহতারা নীরবে
কিরণ-সঙ্গীতে সুধা বরষে আহা।
প্রাণ মন মম ধীরে ধীরে প্রসাদরসে আসে ভরি
দেহ পুলকিত উদার হরষে আহা॥

অমৃতের সাগরে আমি যাব যাব রে
তৃষ্ণা জ্বলিছে মোর প্রাণে।
কোথা পথ বল হে বল ব্যথার ব্যথী হে,
কোথা হ'তে কলধ্বনি আসিছে কানে॥

বাঁচান বাঁচি মারেন মরি।
বল ভাই ধন্য হরি।
ধন্য হরি ভবের নাটে,
ধন্য হরি রাজ্য পাটে,
ধন্য হরি শ্মশান-ঘাটে
ধন্য হরি ধন্য হরি।

সুধা দিয়ে মাতান যখন
ধন্য হরি ধন্য হরি,
ব্যথা দিয়ে কাঁদান যখন
ধন্য হরি ধন্য হরি।
আত্মজনের কোলে বুকে
ধন্য হরি হাসি মুখে,
ছাই দিয়ে সব ঘরের সুখে
ধন্য হরি ধন্য হরি।
আপনি কাছে আসেন হেসে
ধন্য হরি ধন্য হরি,
ফিরিয়ে বেড়ান দেশে দেশে
ধন্য হরি ধন্য হরি।
ধন্য হরি স্থলে জলে,
ধন্য হরি ফুলে ফলে,
ধন্য হৃদয়-পদ্মদলে
চরণ আলোয় ধন্য করি।

১১ই চৈত্র ১৩১৫

বেদনায় ভরে' গিয়েচে পেয়ালা
নিয়ো হে নিয়ো!
হৃদয় বিদারি' হ'য়ে গেচে ঢালা
পিয়ো হে পিয়ো!
তোমারি লাগিয়ে এরে বুকে করে'
বহিয়া বেড়ানু সারা রাতি ধরে'
লও তুলে লও আজি নিশি ভোরে
প্রিয় হে প্রিয়!

রোদনের রঙে লহরে লহরে
রঙীন হোলো।
করুণ তোমার অরুণ অধরে
তোলো গো তোলো!
মিশাক এ রসে তব নিশ্বাস
নব-প্রভাতের কুসুমের বাস,
এরি পরে তব আঁখির আভাস
দিয়ো হে দিয়ো!

১৩ই পৌষ ১৩২১
শান্তিনিকেতন

গান

আমার নিশীথ-রাতের বাদল-ধারা
এসহে গোপনে
আমার স্বপন-মাঝে দিশাহারা !
ওগো অন্ধকারের অন্তরধন
দাও ঢেকে মোর পরাণমন,
আমি চাইনে তপন চাইনে তারা,
ওগো নিশীথ রাতের বাদল-ধারা !

যখন সবাই মগন ঘুমের ঘোরে
নিয়োগো নিয়োগো
আমার ঘুম নিয়োগো হরণ করে' !
আমার একলা ঘরে চুপে চুপে
এসো কেবল স্থরের রূপে,
দিয়োগো, দিয়োগো
আমার চোখের জলের দিয়ো সাড়া,
ওগো নিশীথ-রাতের বাদল-ধারা !

ভাদ্র
১৩২২

কাল রাতের বেলা গান এল মোর মনে
তখন তুমি ছিলে না মোর সনে।
যে কথাটি বল্‌ব তোমায় বলে'
কাট্‌ল জীবন নীরব চোখের জলে
সেই কথাটি সুরের হোমানলে
উঠ্‌ল জ্বলে' একটি আঁধার ক্ষণে।
তখন তুমি ছিলে না মোর সনে॥

ভেবেছিলেম আজকে সকাল হ'লে
সেই কথাটি তোমায় যাব বলে'।
ফুলের উদাস সুবাস বেড়ায় ঘুরে,
পাখীর গানে আকাশ গেল পূরে,
সেই কথাটি লাগ্‌ল না সেই সুরে
যতই প্রয়াস করি পরাণপণে।
তখন তুমি ছিলে আমার সনে॥

ভাদ্র
১৩২২

গান

কোন্ ক্ষ্যাপা শ্রাবণ ছুটে এল
আশ্বিনেরি আঙিনায়।
দুলিয়ে জটা ঘনঘটা
পাগল হাওয়ার গান সে গায়
মাঠে মাঠে পুলক লাগে
ছায়ানটের নৃত্যরাগে,
শরৎ-রবির সোনার আলো
উদাস হ'য়ে মিলিয়ে যায়।

কি কথা সে বল্‌তে এল
ভরা ক্ষেতের কানে কানে?
লুটিয়ে-পড়া কিসের কাঁদন
উঠেচে আজ নবীন ধানে?
মেঘে অধীর আকাশ কেন,
ডানা-মেলা গরুড় যেন,
পথভোলা এই পথিক এসে
পথের বেদন আনল ধরায়॥

কার্ত্তিক
১৩২২

তোমার নয়ন আমায় বারে বারে
বলেচে গান গাহিবারে।
ফুলে ফুলে তারায় তারায়
বলেচে সে কোন্ ইসারায়,
দিবস-রাতির মাঝ-কিনারায়
ধূসর আলোর অন্ধকারে।
গাইনে কেন কি কব তা ;
কেন আমার আকুলতা !
ব্যথার মাঝে লুকায় কথা,
সুর যে হারায় অকূল পারে

তুমি যেতে যেতে গভীর স্রোতে
ডাক দিয়েচ তরী হ'তে।
ডাক দিয়েচ ঝড়-তুফানে
বোবা মেঘের বজ্রগানে,
ডাক দিয়েচ মরণপানে
শ্রাবণ-রাতের উতল ধারে।
যাইনে কেন জান না কি ?
তোমার পানে তুলে আঁখি
কূলের ঘাটে বসে' থাকি
পথ কোথা পাই পারাবারে॥

কার্ত্তিক, ১৩২২

গান

তুমি কোন্ পথে যে এলে পথিক
আমি দেখি নাই তোমারে
হঠাৎ স্বপন-সম দেখা দিলে
বনেরি কিনারে ॥
ফাগুনে যে বান ডেকেচে
মাটির পাথারে,
তোমার সবুজ পালে লাগ্ল হাওয়া
ভেসে এলে জোয়ারে—
যৌবনের জোয়ারে ॥

কোন্ দেশে যে বাসা তোমার
কে জানে ঠিকানা,
কোন্ গানের সুরের পারে
তা'র পথের নাই নিশানা।
ওগো সেই দেশেরি তরে আমার
মন যে কেমন করে,
তোমার মালার গন্ধে তারি আভাস
আমার প্রাণে বিহারে ॥

শান্তিনিকেতন
ফাল্গুন, ১৩২২

বিবাহ সঙ্গীত

তুমি হে প্রেমের রবি আলো করি চরাচর।
যত কর বিতরণ অক্ষয় তোমার কর ॥
ছু'জনের আঁখি পরে তুমি থাক আলো করে'
তা'হলে আঁধারে আর বল হে কিসের ডর।
দেখো প্রভো চিরদিন আঁখি পরে থেকো জেগে,
তোমারি আলোকে বসি, উজ্জ্বল আনন-শশী
উভয়ে উভয়ে হেরে পুলকিত কলেবর ॥

ছুটি প্রাণ এক ঠাঁই তুমি ত এনেচ ডাকি,
শুভকার্য্যে জাগিতেছে তোমার প্রসন্ন আঁখি।
এ জগত চরাচরে বেঁধেচ যে প্রেমডোরে,
সে প্রেমে বাঁধিয়া দোঁহে স্নেহছায়ে রাখ ঢাকি'।
তোমারি আদেশ ল'য়ে সংসারে পশিবে দোঁহে,
তোমারি আশিস্-বলে এড়াইবে মায়া-মোহে।
সাধিতে তোমার কাজ ছুজনে চলিবে আজ,
হৃদয়ে মিলাবে হৃদি তোমারে হৃদয়ে রাখি ॥

শুভদিনে এসেচে দোঁহে চরণে তোমার,
শিখাও প্রেমের শিক্ষা, কোথা যাবে আর।
যে প্রেম সুখেতে কভু মলিন না হয় প্রভু,
যে প্রেম দুঃখেতে ধরে উজ্জ্বল আকার।
যে প্রেম সমান ভাবে র'বে চিরদিন,
নিমেষে নিমেষে যাহা হইবে নবীন;
যে প্রেমের শুভ্র হাসি প্রভাত কিরণরাশি,
যে প্রেমের অশ্রুজল শিশির উষার॥

দুজনে যেথায় মিলিচে, সেথায়
তুমি থাক প্রভু, তুমি থাক!
দুজনে যাহারা চলেচে, তাদের
তুমি রাখ, প্রভু সাথে রাখ।
যেথা দুজনের মিলিছে দৃষ্টি সেথা হোক্ তব সুধার বৃষ্টি,
দোঁহে যারা ডাকে দোঁহারে, তাদের
তুমি ডাক, প্রভু তুমি ডাক॥
দুজনে মিলিয়া গৃহের প্রদীপে
জ্বালাইছে যে আলোক,
তাহাতে হে দেব, হে বিশ্বদেব,
তোমারি আরতি হোক্।

মধুর মিলনে মিলি দুটি হিয়া প্রেমের বৃন্তে উঠে বিকশিয়া,
সকল অশুভ হইতে তাহারে
তুমি ঢাক, প্রভু, তুমি ঢাক ॥

যে তরণীখানি ভাসালে দুজনে,
আজি হে নবীন সংসারী।
কাণ্ডারি কোরো তাঁহারে তাহার,
যিনি এ ভবের কাণ্ডারী।
কালপারাবার যিনি চিরদিন করিছেন পার বিরামবিহীন,
শুভ যাত্রায় আজি তিনি দিন
প্রসাদপবন সঞ্চারি।
নিয়ো নিয়ো চিরজীবনপাথেয়,
ভরি নিয়ো তরী কল্যাণে।
সুখে দুঃখে শোকে, আঁধারে আলোকে,
যেয়ো অমৃতের সন্ধানে।
বাঁধা নাহি থেকো আলসে আবেশে,
ঝড়ে ঝঞ্ঝায় চলে' যেয়ো হেসে,
তোমাদের প্রেম দিয়ো দেশে দেশে
বিশ্বের মাঝারে বিস্তারি ॥

সুখে থাক আর সুখী কর সবে,
তোমাদের প্রেম ধন্য হোক্ ভবে
মঙ্গলের পথে থেকো নিরন্তর,
মহত্ত্বের পরে রাখিয়ো নির্ভর,
ধ্রুব সত্য তাঁরে ধ্রুবতারা কর,
সংশয় নিশীথে সংসার-অর্ণবে।
চিরসুধাময় প্রেমের মিলন
মধুর করিয়া রাখুক জীবন,
দুজনার বলে সবল দুজন
জীবনের কাজ সাধিয়ো নীরবে।
কত দুঃখ আছে, কত অশ্রুজল,
প্রেমবলে তবু থাকিয়ো অটল,
তাঁহারি ইচ্ছা হউক সফল
বিপদে সম্পদে শোকে উৎসবে॥

উজ্জ্বল কর হে আজি এ আনন্দ রাতি
বিকাশিয়া তোমার আনন্দ মুখভাতি।
সভামাঝে তুমি আজ বিরাজ হে রাজরাজ,
আনন্দে রেখেছি তব সিংহাসন পাতি।
সুন্দর কর হে প্রভু জীবন যৌবন,
তোমারি মাধুরী সুধা করি বরিষণ।

লহ তুমি লহ তুলে তোমারি চরণমূলে
নবীন মিলন-মালা প্রেম-সূত্রে গাঁথি।
মঙ্গল কর হে আজি মঙ্গল বন্ধন
তব শুভ আশীর্ব্বাদ করি বিতরণ।
বরিষ হে ধ্রুবতারা কল্যাণ কিরণধারা,
দুর্দ্দিনে সুদিনে তুমি থাক চিরসাথী॥

সূচী

10—43